পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। ধর্ম্মপদ—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু দ্বারা বঙ্গভাষায় অনুবাদিত। ধম্মপদ একখানি প্রধান বৌদ্ধগ্রন্থ এবং ধর্ম্মোপদেশে পূর্ণ। মূল পালী শ্লোক, তাহার সংস্কৃত এবং সুন্দর বঙ্গানুবাদ থাকাতে গ্রন্থখানি বড় উপাদেয় হইয়াছে। গ্রন্থকার ইহার জন্ত বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। ইহার বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।

২। গার্হাস্থ্য-স্বাস্থ্যরক্ষা ও সচিত্র ধাত্রী-শিক্ষা—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত মূল্য ১৲ টাকা। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত এই পুস্তকের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। ইহাতে স্ত্রীলোকদিগের প্রসব, পীড়া ও সন্তানপালনাদি সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় কথা আছে। পরে বিশেষ সমালোচনার ইচ্ছা রহিল।

বামারচনা।

বীণাপাণি।

এস গো মা বীণাপাণি জ্ঞান-প্রদায়িনি,
অধম তনয়া পূজে চরণ দুখানি।
অজ্ঞান তিমিরে ঘোর,
ক্ষুদ্র এ হৃদয়ে মোর,
এস গো মা জ্ঞানময়ি জ্ঞানেতে উজলি,
ভুলিব মা দুখ ব্যথা যা আছে সকলি।
পেলে ওই পদাশ্রয়,
শমনে নাহি মা ভয়,
কি ভয় মানস যার জ্ঞানেতে মণ্ডিত,
দেবেন্দ্র ইন্দ্রও তাঁর হয় পদানত।
পুরাকালে যে ভারত,
সেবিয়া ও কমপদ,
হ'য়েছিল জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানের প্রভায়,
আদর্শ ভাবিত যারে সবে এ ধরায়।
আজি কোথা সে গৌরব,
বেদ বেদান্তের রব,
কালিদাস আদি পিক কোথায় এখন,
সুস্বর লহরে যার মাতিত গগন।
নিজ হাতে সনাতনী,
যে রত্ন দেছিলে আনি,
কোন্ চোরে নিল তাহা হরণ করিয়া,
ভারত-নন্দন-বন মর্দ্দিয়া মথিয়া।
কুগ্রহ শনির কোপে,
ভারত পতিত এবে,
অর্থকরী বিদ্যা তাই বিদ্যা নাম ধরে,
প্রবঞ্চনা করি সবে ফিরে ঘরে ঘরে।
প্রাণ মন পণ করে
বি, এ, এমে পাশ করে,
বঙ্গের যুবক পূজে শ্বেতাঙ্গচরণ,
দাসত্বশৃঙ্খলে ধন্য তাদের জীবন।

শুধু দিনেকের তরে,
তোমার প্রতিমা গ'ড়ে
বাহ্য উপচারে রাখে রীতির সুষমা,
হৃদয়ের ভক্তি প্রীতি শ্বেতাঙ্গেই সীমা।
তুমি কৃপা না করিলে,
ও চরণ নাহি পেলে,
এ দুর্গতি মাতা কভু হবে না খণ্ডন,
এ লাঞ্ছনা ভারতের হবে না মোচন।
স্বর্ণ-বীণা লয়ে করে,
মোহ নিদ্রা লও হরে,
সর্ব্বত্র হউক ব্যাপ্ত বাণী সঞ্জীবনী,
হৃদয়ের তন্ত্রে তন্ত্রে হ'ক্ প্রতিধ্বনি।
পুন এ ভারতে মাতঃ,
কর দেবী সুশোভিত
বাল্মীকি, গৌতম, আদি রতন ভূষণে,
বিস্মিত চকিত হ'ক বিশ্ববাসিগণে।

শ্রীহেমপ্রভা কর,
শ্রীহট্ট।

দুখিনীর তনয়া।

আয় চিনি আয় চিনি প্রাণের নন্দিনি,
কত রোগে ভুগে গেলি,
শোক দুঃখ কত পেলি।
মাকে তোর করে গেলি চির-কাঙ্গালিনী।
আয় চিনি আয় চিনি প্রাণের নন্দিনি ॥ ১
আয় আয় আয় চিনি কোলেতে আমার।
মধুমাখা তোর কথা,
স্মরিয়ে পেতেছি ব্যথা,
সহে না হৃদয় আর যাতনার ভার।
আয় একবার মাগো কোলেতে আমার ॥২
কাল গ্রীষ্ম জর রোগে দিল বড় ব্যথা।
আগে তোর কালে নিল,
তোর মাকে ভুলে গেল,
তুই দেখি চলে গেলি জানিনা সে কোথা।
মাকে সেথা লয়ে চল, খাও মোর মাথা ॥ ৩
একবার ফিরে চাহ অভাগিনী পানে।
এক বর্ষ ধরে তোরে
ডাকি আমি সকাতরে।
মা বলিয়ে ডাক, বাছা ও চারু বদনে।
অভাগিনী মাকে তোর পড়েনা কি মনে ?॥৪
ফিরে আয় ঘরে চিনি প্রাণের তনয়া।
বসিলে বিজনে হায়
বুক মোর ফেটে যায়,
ঝরে অশ্রু দর দর হৃদয় ভাসিয়া,
একবার আয় কাছে প্রাণের তনয়া ॥ ৫
এত করে ডাকি বাছা হয়ে পাগলিনী।
হারাইয়া তোরে চিনি।
আমি মণিহারা ফণী,
একবার দেখা দে গো প্রাণের নন্দিনি।
হারাইয়ে তোরে আজ আমি কাঙ্গালিনী ॥৬
মার চেয়ে বাপে ভালবাসে বুঝি চিনি ?
পিতা একা কষ্ট পাবে,
সেথা তাকে কে দেখিবে,
তাই বুঝি চলে গেলি মনে দুঃখ গণি ?
বাপে নিয়ে সুখে আছ যেয়ে যেন শুনি ॥৭

যাও তাহে নাহি ক্ষতি স্নেহের প্রতিমা।
যাও সেই শান্তিধাম,
স্বরগ যাহার নাম,
গাহিও সে বিধাতার অসীম মহিমা।
সুখে থেক, যেথা থাক, স্নেহের প্রতিমা ॥৮

শ্রীম—পূর্ণিমা।

শোকোচ্ছ্বাস।

আয় ফিরে আয়, ধরি তব পায়,
বহুদিন আমি হেরিনে তোরে।
ভগিনী বলিয়া, করুণা করিয়া,
একবার দেখা দিবে না মোরে? ১
তুমি যে সুধীরা, স্নেহ মায়া ভরা,
তুমি যে রমণীকুলের রাণী।
চির-আদরিণী, নয়ন-রঞ্জিনী,
শ্রবণ জুড়ান শুনিরে বাণী ॥ ২
না দেখে নয়নে, ও চারু বদনে,
ফুটিতে জোছনা বিমল হাসি।
তব সুধা ধ্বনি, শ্রবণে না শুনি,
মনে হয় যেন আপনা নাশি ॥ ৩
আজি বল কেন, কঠিন এমন,
কেন না শুনিছ এ মোর মিনতি?
তুমি যে সতত, মোর অনুরত,
শুনিবার তবে নাই কি শকতি? ৪
জনমের তরে, কাটি মায়া ডোরে,
ত্যজিয়া সংসার—আপনার জন।
শোকের সাগরে, কন্যা পুত্র বরে,
ভাসাইয়া তুমি করেছ গমন! ৫
কোথা গেলে দিদি! নিদারুণ বিধি,
এই কি তোমার উচিত কাজ!
আসন্নপ্রসূতা, ক্ষীণা স্বর্ণলতা,
তাহারি উপর হানিলে বাজ! ৬
শাপভ্রষ্ট হয়ে, মরত আলয়ে,
দেবকন্যা-প্রায় জনম লয়ে।
উজলি দুকুল, জ্যোতিঃ সমতুল,
তেইশ বছর কাটালে স'য়ে ॥ ৭
শাপ অবসানে, এই লয় মনে,
লভিবারে স্বীয় অমর নাম।
ছাড়ি পতিধনে, কন্যাপুত্রগণে,
গমন করেছ স্বরগধাম ॥ ৮
সতীকন্যা তুমি, ধন্যা এই ভূমি,
ধন্যা মানি আমি তোমার ভগিনী!
ধন্য পিতামাতা, ধন্য মম ভ্রাতা,
ধন্য তারা তুমি যাদের জননী! ৯
যাও স্বর্গধামে, তব গুণগ্রামে,
দশ দিক্ দেখি আজ মুখরিত।
তোমারে লইতে, সতীলোক হ'তে
এসেছে বিমান রতনে জড়িত ॥ ১০
কোটি নমস্কার, চরণে তোমার,
এই বর মাগি তোমার ঠাঁই।—
পতিপুত্র রাখি, হরি হরি ডাকি,
তোমার মতন চলিয়া যাই ॥ ১১

শোকাহতা ভগ্নী
শ্রীমতী নবনলিনী সেন।
গোতান (বর্দ্ধমান)।

হাস্তর আদর।

সোণার পুতুল আয় কোলে একবার ;
হেরিলে ও চাঁদমুখ,
চলে যায় সব দুখ,
না জানি কতই তোর রূপের বাহার !
ধুলা বালি নিয়ে কত,
খেলিতেছ অবিরত,
একটু ভ্রূক্ষেপ নাই একি চমৎকার !
তার মধু-মাখা বোলে,
হৃদয়ে অমিয় ঢালে,
সে ভাবে আপন সব, পর কেহ নয় ;
তুই যে স্বর্গের ফুল,
ধরতে নাহিক তুল,
স্নেহ দান বিধাতার এ পাপ ধরায় ;
সোণার পুতুল মম আয় কোলে আয়।

কুমারী লাবণ্যপ্রভা দত্ত।
শ্রীহট্ট, (১১ বৎসরের)।

শোকার্ত্তের প্রার্থনা।

বিধি, কে বলে তোমায়, করুণা-নিলয়,
এ বিশ্ব কি তব ছলনা ?
পলে পলে হেরি, মৃত্যু ইন্দ্রজাল,
তবুত চেতনা হলোনা।
জীবন উষাতে না মেলিতে আঁখি,
নিয়েছ সে পাখি-বাখিধি।
বহিছে তরঙ্গ সারা দিনমান,
বহিবে যামিনী অবধি।
এ বিশ্বভুবনে সকলি সৃজেছ,
দিয়েছ অসীম বাসনা।
ক্ষুধা পুরাইতে বিচিত্র প্রকৃতি
খুলিয়া দিয়াছ, শোভনা !
যদি, দিয়েছ পিয়াসা মানব হৃদয়ে,
বিশাল অন্তর জুড়িয়া।
দিব্য জ্যোতি কেন হে বিশ্বরঞ্জন,
দিলে না অন্তর ভরিয়া ?
কর শুভ সদা ওহে শুভময়,
লোকে বোঝে তব করুণা।
প্রতি পদে পদে, পড়িলে আপদে,
দয়া লেশ কোথা দেখিনা।
যদি কেড়ে লবে তোমার সু-দান
না পুরিতে হৃদি বাসনা।
তবে, অবোধ আমরা কেমনে চিনিব,
তোমার করুণা বল না ?
ভুলে থাকি পথ—ব'লে দেবে তুমি,
এ ধরাত তব সৃজিত।
আমরা হেথায় নবীন পথিক,
পদে পদে হই স্খলিত।
তাই ব'লে এই সুষমার দেশে
কেন গো লোকের ভ্রূকুটী ?
পিতৃপদতলে, শত ভুল হ'লে
পিতা কি ধরেন সে ত্রুটি ?
আর যে পাব না, দিয়াছিলে যাহা,
ল'য়ে যাও করে ছলনা।
কবে পাব দেখা ? পাব কি না পাব,
তাওত' রাখেক বলনা।

(ক্রমশঃ)।
শ্রীমতী সরসী বালা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 493-94. Sept. & Oct. 1904.

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪২ বর্ষ। ৪৯৩-৯৪ সংখ্যা। { ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩১১। } ৮ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বামাবোধিনীর নববর্ষ—ঈশ্বরকৃপায় এই ভাদ্র মাসে বামাবোধিনী ৪১ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৪২ বর্ষে পদার্পণ করিল। আমরা সিদ্ধিদাতা সর্ব্বমঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরের চরণে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে প্রণাম করি, তিনি ইহাকে আরও দীর্ঘায়ু করিয়া ইহাদ্বারা তাঁহার মঙ্গলোদ্দেশ্য সাধন করিয়া লউন। বামাবোধিনীর সহৃদয় গ্রাহকগ্রাহিকা ও হিতৈষী বন্ধুগণকে নমস্কার করি, তাঁহারা ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতির সহায় হউন।

বৃষ্টিপাত—এ বৎসর সকাল সকাল অতিবৃষ্টি হইয়াছে, ইহাতে নিম্নতল ভূমি সকলে রোপণের ব্যাঘাত হইয়াছে, কিন্তু উচ্চভূমিতে চাষ বেশ হইয়াছে। মোটের উপর এখনও শস্যের অবস্থা আশাজনক।

তুলার চাষ—এ বৎসর বঙ্গদেশে ৩০ লক্ষ বিঘা ভূমিতে কার্পাসের চাষ হইয়াছে। ভারত তুলা উৎপাদনে আমেরিকার সমকক্ষ হইতে পারিলে ইহার ভাবী সমৃদ্ধি অনিবার্য্য।

কলেজের উন্নতি ও বিলোপ—আসামের কটন কলেজ আগামী বৎসর হইতে ১ম শ্রেণীস্থ হইয়া বি এ পরীক্ষার উপযোগী হইবে। এদিকে ত্রিপুরা মহারাজের কলেজটী নাকি উঠিয়া গেল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা—আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষা ১লা মার্চ্চ হইতে আরম্ভ হইবে।

তিব্বত সমর-ব্যয়—ভারত-সন্তান ভাউনগরী পার্লামেন্টে প্রস্তাব করেন তিব্বত যুদ্ধের ব্যয় ইংলণ্ডীয় রাজকোষ

হইতে প্রদত্ত হউক। কিন্তু পার্লামেন্টের সুবিচারে ব্যয়ভার ভারতের স্কন্ধেই পড়িয়াছে!

রাজ্যাভিষেক—বিজয়নগরমের রাজকুমার গত ২৫এ আগষ্ট বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া গদীতে বসিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় কীর্ত্তিমান্ হউন এই প্রার্থনা।

আর্থারবন্দর—জাপানীরা অনেক বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া বন্দরের কতক অংশ দখল করিয়াছে। আর ইহার রক্ষা নাই। জাপান-সম্রাট্ দয়া প্রকাশপূর্ব্বক অবরুদ্ধ রুষদিগকে জাহাজ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাইতে বলেন। কিন্তু রুষেরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে সমূলে ধ্বংস হইবে, তথাপি বন্দর ছাড়িয়া যাইবে না। "আসন্নকালে বিপরীতবুদ্ধিঃ।"

লর্ড কর্জনের পুনরাগমন—লর্ড কর্জন সস্ত্রীক আরেবিয়া জাহাজে চড়িয়া আগামী ১৩ই অক্টোবর বোম্বাই নগরে পৌছিয়া ১৫ই সিমলাশৈলে উপনীত হইবেন। তিনি কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্ব-সঙ্কল্পিত 'কাশ্মীর ভ্রমণ' সম্পন্ন করিবেন।

মৃত্যু—ডাক্তার মর্ডক ২৫ বৎসর বয়সে ভারতে আসিয়া ৮৫ বৎসরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি খৃষ্টান মিসনরী হইয়াও দেশীয়দিগের প্রিয় ছিলেন এবং বহুসংখ্যক পুস্তক ও পত্রিকা প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

রুষিয়ার ভাবী সম্রাট্—রুষীয় সম্রাটের একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে। ইহার জন্য সমুদায় সাম্রাজ্যে ঈশ্বরোপাসনা ও আনন্দোৎসব হইতেছে। রুষিয়ার ভবিষ্যৎ ঈশ্বরই জানেন।

বিদেশে শিক্ষার্থী ভারত ছাত্র—ত্রিবাঙ্কুর গবর্ণমেন্ট নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে আমেরিকায় পাঠাইতেছেন:—

কে পরমা পিলে এম এ, হেসিঙ বি এ এল টি, বেঙ্কটেশ্বর আয়ার বি এ, এল টি। ইহাঁরা হেডমাষ্টারী করেন।

স্ত্রী-ডাক্তার—আলজিরিয়ার কনষ্টান্টাইন নগরে একজন আরবজাতীয়া স্ত্রী-ডাক্তার হাউস-সর্জন হইয়াছেন।

দাক্ষিণাত্যে বিধবাবিবাহ—আমেদাবাদে ১৮৯৮ হইতে ৬ বৎসরের মধ্যে ৩৩টী হিন্দু বিধবা-বিবাহ হইয়াছে। বঙ্গের সংস্কার-স্রোতের উল্টা গতি!

বরদায় বাঙ্গালী—বঙ্গের সুবিখ্যাত সন্তান বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত উচ্চ বেতনে বরদারাজের শ্রেষ্ঠতম সদস্যরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। কৃতবিদ্য বাঙ্গালীগণ দেশীয় রাজাদিগের সচিব হইলে তাঁহাদিগের কার্য্যক্ষমতা প্রকাশ পায়, রাজাদিগের রাজ্যেরও প্রকৃষ্ট উন্নতি হয়।

লর্ড রিপণের বয়োবৃদ্ধি—আগামী অক্টোবরে ৭১ বর্ষ পূর্ণ করিবেন। তিনি জীবিত থাকিতে থাকিতে ভারতবাসিগণ এই ভারতবন্ধুর স্মরণীয় কোনও অনুষ্ঠান করুন।

বিদ্যাভূষণ স্মৃতিসভা—ভূতপূর্ব্ব সোমপ্রকাশ সম্পাদক ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের

স্মরণার্থ গত ১৭ই ভাদ্র হরিনাভি ইংরাজী সংস্কৃত বিদ্যালয়ে গ্রামবাসিগণ মিলিয়া এক সভা করেন, তাহাতে রায় কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর সভাপতির কার্য্য করেন। একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে, তাঁহারা অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক বিদ্যাভূষণের নামে ছাত্রবৃত্তি স্থাপন বা অন্য কোন অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।

তিব্বত মিসন—শুনা যায় মিসন ১৫ই সেপ্টেম্বর পুনর্যাত্রা করিয়া নবেম্বরে ভারতে ফিরিবেন। অনেক অর্থব্যয় ও কায়ক্লেশ হইল, "লাভঃ পরমো গোবধঃ" বেচারা তিব্বতীয় শত শত লোক প্রাণে মারা গেল, ভারতের অর্থকোষ শূন্য হইল! তবে তিব্বতের রহস্যভেদ একটী ভৌগোলিক আবিষ্কার বটে।

বামাবোধিনীর দ্বাচত্বারিংশ জন্মোৎসব।

গত ১৯এ ভাদ্র রবিবার কলিকাতা ৯ নং আণ্টনিবাগান ভবনে বামাবোধিনীর জন্মোৎসব হয়, তাহাতে অন্যান্য ব্যক্তির মধ্যে নিম্নলিখিত মহিলা ও মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন :—

শ্রীমতী জ্ঞানকুমারী চট্টোপাধ্যায়
" প্রেমলতা দেব
" মনোমোহিনী দেব
ডাক্তার হেমাঙ্গিনী দেবী
শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী
" হেমলতা রায়
" লীলাবতী মিত্র
" কুমুদিনী মিত্র বি এ
" শান্তশীলা মজুমদার
" বিভুবালা দেব
" প্রফুল্লবালা দেব
" বাসন্তী মিত্র
" সরোজবালা চট্টোপাধ্যায়
" শরৎশশী "
পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন
বাবু দুর্গাকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ দেব
" রাধানাথ দেব
" মন্মথনাথ সিংহ
" প্রিয়নাথ সরকার
" সুকুমার দত্ত
" কেদারনাথ কুলভী
" ভগবতীচরণ ঘোষ
" বিপিনবিহারী পাল
" নৃত্যগোপাল সরকার
ও বামাবোধিনী সম্পাদক।

প্রথমে সঙ্গীতসহকারে ঈশ্বরোপাসনা হয়। পরে বামাবোধিনীর জীবনে ঈশ্বরের বিশেষ করুণার লীলা বর্ণন করিয়া সম্পাদক জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ করেন। তৎপরে ২৫ সাংবৎসরিক উৎসবে বামাবোধিনীর যে ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে তিনি কতক কতক অংশ পাঠ করেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

১২৭০ সালের ভাদ্র মাসে কলিকাতা

২ নং হলওয়েলস লেনে প্রাকৃত যন্ত্রে বামাবোধিনীর জন্ম হয়। ইহার বর্ত্তমান সম্পাদক কিছুকাল ইহা চালাইয়া কার্য্যোপলক্ষে দূরদেশে গমন করিলে তাঁহার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত ও পরলোকগত বাবু বসন্তকুমার দত্ত বহু যত্নে ইহার কার্য্য সম্পাদন করেন। ১২৭৬ সালে সম্পাদক কলিকাতায় আসিয়া ইহার ভার পুনর্গ্রহণ করেন এবং তদবধি ইহা তাঁহাদ্বারাই সম্পাদিত হইতেছে।

বামাবোধিনী মধ্যে মধ্যে অনেক দূরবস্থার মধ্যে পড়িয়া অচল হইয়া পড়ে, নিম্নলিখিত বন্ধুগণ ইহার রক্ষার্থ বিশেষ সহায়তা করেন—রাজসাহী করচমাড়িয়ার সরকার পরিবার, স্বর্গীয় বাবু প্যারীচরণ সরকার, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব, মহারাণী স্বর্ণময়ী, কুমারী কার্পেন্টার ও আরও কোন কোন মহিলা ও মহোদয়।

১২৮৪ সালে বামাবোধিনী বিশেষ বিপন্ন হইয়া কয়েক মাস বন্ধ থাকে, ১২৮৫ সালের কার্ত্তিক হইতে ইহা পুনঃ প্রচারিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছে। ইহা এক প্রেস হইতে অন্য প্রেস পরিবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বে অনেক স্থান ঘুরিয়াছিল, কিন্তু এই সময় হইতে বাবু নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়ের "ইণ্ডিয়ান প্রেসে" মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে।

বামাবোধিনীর প্রবন্ধ সকল সঙ্কলন করিয়া নারীশিক্ষা, বামারচনাবলী, কারাকুসুমিকা, বেদিয়া বালিকা, কয়েকটী আর্য্য নারীচরিত প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। আরও অনেক উপাদেয় পুস্তক মুদ্রিত হইতে পারিত, কিন্তু অর্থাভাবে তাহা সম্পন্ন হয় নাই।

বামাবোধিনী প্রধানতঃ অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন। অন্তঃপুরে পরীক্ষা ও তাহার পুরস্কার দানপ্রণালী ইনি অতি প্রথমেই প্রবর্ত্তন করেন। অন্যান্য উপায়ে পাঠিকাগণের শিক্ষা ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন।

বামাবোধিনীর উদ্দেশ্য বঙ্গরমণীগণকে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানে বিভূষিত করা। জ্ঞান প্রচার ইহার উদ্দেশ্য হইলেও এই জ্ঞান যাহাতে ধর্ম্মভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নারীজীবনের যথার্থ শোভা ও কল্যাণ সাধন করে, বামাবোধিনীর ইহা প্রাণগত ইচ্ছা। বামাবোধিনীর লেখক লেখিকাদিগের মধ্যে নানা সম্প্রদায়ের লোক আছেন। বামাবোধিনী উদার ও অসাম্প্রদায়িক ভাবে ধর্ম্মবিষয়ক প্রস্তাব সকলের আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

১২৯৫ সালের ভাদ্র সংখ্যক পত্রিকায় বামাবোধিনীর ২৫শ বৎসরের ইতিবৃত্ত বিবৃত আছে। যাঁহাদের ইচ্ছা হয়, তাহা পাঠ করিতে পারেন। তৎপরে ১৬ বৎসর অতীত হইয়াছে। বামাবোধিনী এত দিন জীবিত থাকিয়া আপনার অবলম্বিত ব্রত পালন করিতে পারিয়াছে, ইহাতে সেই করুণাময়েরই করুণার জয়।

এই কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেক বিঘ্ন বাধা ও দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, কিন্তু বামা-

বোধিনীর প্রকাশ বন্ধ হয় নাই। পুরাতন লেখক লেখিকা অনেকেই ক্রমে অদৃশ্য হইতেছেন, কিন্তু ভগবৎ-বিধানে নূতন লেখক লেখিকা ও সহকারীদিগের সাহায্য পাওয়া যাইতেছে। নূতন লেখক লেখিকাদের মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

শ্রীমতী মানকুমারী বসু, নিস্তারিণী দেবী, অম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্ত, সরোজকুমারী দেবী, কুসুমকুমারী রায়, সুশীলা সিংহ, সুশীলা বসু, নগেন্দ্রবালা সরস্বতী, লজ্জাবতী বসু ও বিনোদিনী সেন।

বাবু হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, যোগীন্দ্রনাথ বসু, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, ডাক্তার সত্যপ্রিয় দত্ত, মন্মথনাথ সিংহ, অমৃতলাল গুপ্ত, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

প্রাচীন লেখক লেখিকাদের অনেকে এখনও বামাবোধিনীর সহায়তা করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতদিগের পরলোকগমনে আমরা বিশেষ শোকার্ত্ত :—

বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র, নবীনচন্দ্র দত্ত, রজনীকান্ত গুপ্ত, কালীময় ঘটক, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু, সৌদামিনী গুপ্ত, কুমুদিনী ঘোষ।

বামাবোধিনী যে উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তাহা অনেক পরিমাণে সুসিদ্ধ হইয়াছে। এখন ইহার সম-উদ্দেশ্য—ভারতী, মহিলা, পরিচারিকা, অন্তঃপুর প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা বাহির হইয়াছে, ইহাদের অধিকাংশ আবার মহিলা দ্বারা সম্পাদিত। বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও উত্তর পশ্চিম প্রভৃতি প্রদেশেও নারীজাতির শিক্ষা ও হিতোদ্দেশে পত্রিকা সকল বাহির হইতেছে। ঈশ্বরেচ্ছায় ক্রমে এরূপ পত্রিকার সংখ্যা আরও বাড়িবে।

কয়েক বৎসরের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে স্ত্রীলোক পুরুষদিগের সহিত সমকক্ষতা প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছেন। এম এ, বিএ, বি এম, এম ডি প্রভৃতি উপাধি আর পুরুষদিগের একচেটিয়া নয়, স্ত্রীলোকেরা প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় এগুলি লাভ করিতেছেন। যে ক্ষেত্রে তাঁহাদের যোগ্যতা প্রদর্শনের সুযোগ পাইতেছেন, তাহাতেই তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতেছেন।

গ্রন্থরচনায় অনেক রমণী সিদ্ধহস্ত। কয়েক বৎসরের মধ্যে কাব্যরচনায় শ্রীমতী মানকুমারী, গিরীন্দ্রমোহিনী, মৃণালিনী, অম্বুজাসুন্দরী, কামিনী সেন বিএ, নগেন্দ্রবালা, সরোজকুমারী প্রভৃতি বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। গদ্য বিভাগে শ্রীমতী প্রসন্নতারা গুপ্ত, সরলা ঘোষাল, হেমলতা সরকার, লাবণ্যপ্রভা বসু ও অন্যান্যের নাম উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষকতা-ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদিগের ন্যায্য অধিকার ক্রমে বিস্তৃত হইতেছে। স্ত্রী-কলেজ ও উচ্চ বালিকাবিদ্যালয়ের কার্য্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণা রমণীদিগের দ্বারা স্বন্দররূপে পরিচালিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের উৎসাহে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়

সকল স্থাপিত হইয়াও শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত হইবার সুবিধা হইতেছে। ক্রমে স্ত্রী-বিদ্যালয়ের আর পুরুষ শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে না।

চিকিৎসা-ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকগণ ক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। ধাত্রীবিদ্যায় বহু-সংখ্যক রমণী শিক্ষিত হইয়া ব্যবসায় চালাইতেছেন। কাম্বেল মেডিকাল স্কুল হইতে অনেকে উত্তীর্ণা হইয়া গবর্ণমেন্ট, মিউনিসিপালিটী বা ডিষ্টীক্ট বোর্ডের অধীনে কার্য্য করিতেছেন। কলিকাতা মেডিকাল কলেজের শেষ পরীক্ষাতেও কয়েকটী রমণী উত্তীর্ণা। ইহার উপর আবার কেহ কেহ বিলাত হইতেও চিকিৎসা শিক্ষা সমাপন করিয়া এ দেশে ব্যবসা চালাইতেছেন।

শিল্পবিদ্যা ও চিত্রবিদ্যায় কোন কোন রমণী বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিতেছেন।

আইন ও রাজনীতিক্ষেত্রেও স্ত্রীলোক কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক বারিষ্টার রমণী স্ত্রীলোকদিগের বিষয় রক্ষণাদির সাহায্যার্থ গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন। রমণীগণ কন্‌গ্রেস কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত হইয়া সমাজের উন্নতির সহকারিতা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

বঙ্গরমণীগণ আর গৃহপ্রাঙ্গণের মধ্যে বদ্ধ নহেন। আজি কালি কুলবধূগণ পর্য্যন্ত জলবায়ুর পরিবর্ত্তন উদ্দেশে নানা প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছেন, আর কেহ কেহ সুদূর ইংলণ্ড ও আমেরিকাও বেড়াইয়া আসিতেছেন। স্ত্রীলোকদিগের দেশভ্রমণের সুন্দর ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হইতেছে।

স্ত্রীলোকদিগের গৃহের বাহির হইবার প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহারাদিরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহাদ্বারা সভ্যতা ও উন্নত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

ধর্ম্মক্ষেত্রে চিরদিন স্ত্রীলোকদিগের প্রাধান্য। ধর্ম্মোদ্দেশে কয়েকটী স্ত্রী-সমাজ নূতন প্রণালীতে গঠিত হইয়াছে এবং ধর্ম্মপ্রচারিকা নারী সকলও প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভারতের নারীগণের বিশ্বাস, ভক্তি ও নিষ্ঠা চিরপ্রসিদ্ধ। গার্গী, মৈত্রেয়ী, সতী, সীতা, সাবিত্রীর তুলনা কোথায়? ভক্তির সহিত জ্ঞান ও কর্ম্মক্ষেত্র লাভ করিয়া বর্ত্তমান কালের রমণীগণ পরিবার ও সমাজের অশেষ হিতসাধনে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান পতিত হিন্দুসমাজে পুরুষদিগের অনাচার, অত্যাচার, স্বেচ্ছাচারের মধ্যে গৃহলক্ষ্মীগণের গুণেই সমাজের পবিত্রতা ও শ্রী রক্ষিত হইতেছে। ইহাদের দ্বারাই ভারতের পুনর্জ্জীবন লাভের আশা করা যায়।

সংস্কারক্ষেত্রে—বাল্যবিবাহ নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন, বহুবিবাহ নিরসন, বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা দ্বারা বিধবাদিগের অবস্থোন্নতি সাধন, বাল্যবিধবাবিবাহ প্রচলন, অনাথ দরিদ্রদিগের সাহায্যবিধান ইত্যাদি দেশহিতকর কার্য্যেও রমণীগণ অগ্রসর। বৈদ্যনাথের রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম-

গৃহ একটী সহৃদয়া মহিলার অর্থে নির্ম্মিত হইয়াছে। কয়েক স্থানের দাতব্য চিকিৎসালয় মহিলাদিগের স্মরণীয় কীর্ত্তি।

বর্ত্তমান সময়ে পরিবর্ত্তন ও আন্দোলনের স্রোতে পড়িয়া এ দেশের প্রাচীন রমণীদিগের কতকগুলি মহদ্‌গুণ বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। কিন্তু আশা করা যায়, একটু স্থিরতার অবস্থা আসিলে এ আক্ষেপের কারণ দূরীভূত হইবে এবং নবীনাগণ বর্ত্তমান যুগের জ্ঞান, কর্ম্মশীলতা ও সভ্যতার সহিত প্রাচীনাদিগের বিজ্ঞতা, ত্যাগশীলতা, ও ধর্ম্মনিষ্ঠা সম্মিলিত করিয়া আদর্শ চরিত্র প্রদর্শন করিতে পারিবেন। তাহাতেই ভারতের পরিবার সকল সুগঠিত হইবে এবং ভারতের নব্য সমাজ সুসংস্কৃত হইয়া ইহার ধর্ম্মক্ষেত্র ও কর্ম্মক্ষেত্র নামের সার্থকতা সাধনে সমর্থ হইবে।

অতঃপর পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় নারীগণের হিতোদ্দেশে যে সারগর্ভ উপদেশ দেন, তাহা স্বতন্ত্র প্রকাশিত হইল।

কিঞ্চিৎ জলযোগ হইয়া উৎসবকার্য্য শেষ হয়।

জন্মোৎসবে অভিনন্দন।

বামাবোধিনীর শুভ জন্মদিন উপলক্ষে মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ চিদাত্মনে।
নাম রূপং ন যস্যৈকং যোঽস্তিত্বেনোপলভ্যতে॥

সেই সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাকে নমস্কার—নমস্কার—নমস্কার, যাঁহার নাম নাই, রূপ নাই—যিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম,' এবং যাঁহার অস্তিত্ব আমরা পলকে পলকে জীবনের প্রতিপদে, প্রতি কার্য্যে, প্রতি পদার্থে, প্রতি অণু-পরমাণুতে উপলব্ধি করি।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইল, বামাবোধিনী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তদানীন্তন ও অধুনাতন বাঙ্গালা ভাষার ও স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা আলোচনা করিলে মনে হয়,—যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। তৎকালে কি নগরে, বা পল্লীগ্রামে সুশিক্ষিতা ও সুলেখিকা মহিলার অস্তিত্ব ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এক্ষণে তাদৃশী মহিলা সুদূর পল্লীগ্রামেও দুর্লভ নহে। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে যে এই যুগান্তর ঘটিয়াছে, ইহাতে বঙ্গমহিলাগণের প্রভাব অল্প নহে। এই উন্নতিকল্পে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধে বামাবোধিনীর উপযোগিতা স্বীকার না করিলে, অকৃতজ্ঞতাদোষে দূষিত হইতে হয়। আর একটী আনন্দের কথা এই যে, বামাবোধিনী

নিজ জন্মদিন হইতে এ পর্য্যন্ত, সঙ্কল্পিত বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িক ব্রত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

জগন্নাথ হস্তপদাদিশূন্য; এই জন্য উপনিষদে বলে,—"অপাণিপাদোযবনো-গ্রহীতা"। জগন্নাথ হস্তহীন হইলেও, তাঁর হস্তের কার্য্য তিনি অন্য-হস্তে সম্পন্ন করেন। বঙ্গভাষার ও বঙ্গমহিলার এই উন্নতিবিষয়ে আমরা বামাবোধিনীর সম্পাদক মহাশয়কে জগন্নাথের হস্তস্বরূপ জ্ঞান করি। বামাবোধিনীর জন্ম হইতে এ পর্য্যন্ত বামাবোধিনীর উপর দিয়া সহস্র ঝটিকা চলিয়া গিয়াছে, সম্পাদক মহাশয় হৃদয়ে একমাত্র—"ব্রহ্মকৃপা হি কেবলং" সম্বল করিয়া অটলভাবে সেই সকল ঝটিকা কাটাইয়াছেন।

পূর্ব্বাবস্থার সহিত তুলনায় স্ত্রীশিক্ষার অসামান্য উন্নতি হইলেও, এখনও যাহা বাকি আছে, এবং যতটুকু হইয়াছে, এ উভয়ের তুলনা করিলে যাহা হইয়াছে, তাহা মহাসিন্ধুর বিন্দুমাত্র। অনন্ত কল্যাণময়ের রাজ্যে উন্নতির অন্ত নাই। এখনও মনে হয়, আমরা সমুদ্রের উপরিভাগের ফেনিল স্তরেই ভাসিতেছি; গভীর গর্ভে যথায় স্থির, ধীর, প্রশান্ত স্তর আছে, তথায় পৌঁছিতে পারি নাই। এজন্য আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধির ও জ্ঞান-ভক্তির পরিসর আরো প্রসারিত করা চাই। প্রাচীন ভারতের সে জগৎপাবন জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, সে পতিতপাবনী মৈত্রেয়ী, গার্গী, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতির পুনর্গঠন করিতে হইবে। ওঃ! তাঁহাদের কামনা কত বড়!—"যেনাহমমৃতং স্যাম", এই উচ্চতম কামনাকে জীবনের লক্ষ্য করিয়াই তাঁহারা তদনুরূপ সাধনা করিতেন।

আমি বিধবাগণের শিক্ষা ও ভক্তির উপর সমাজের অধিকতর কল্যাণ আশা করি। আমি বৃদ্ধ হিন্দু। গো, ব্রাহ্মণ ও বিধবা—এই তিনটী পদার্থকে আমাদের কল্যাণের প্রধান উপাদান বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমরা মাতৃদুগ্ধ যদি দুই দিন পান করিয়া থাকি, গোদুগ্ধ আ-মরণ পান করি। যাহার মলমূত্রেরও উপকারিতা বলিয়া শেষ করা যায় না, সেই গোজাতির মহিমা বর্ণনাতীত। 'ব্রাহ্মণ'-শব্দে আমি যাদৃশ ভোজনপ্রিয় অকর্ম্মণ্য ব্রাহ্মণের কথা বলিতেছি না। ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মনিষ্ঠ, লোকের শোক-মোহ-পাপ-তাপ-হারী, স্বয়ং নিস্পৃহ, সাক্ষাৎ ব্রহ্মতেজঃস্বরূপ সেই বশিষ্ঠাদির কথা বলিতেছি। রাম ও লক্ষ্মণ নির্ব্বাসিত। দশরথের মৃতদেহ ঘেরিয়া অসংখ্য পরি-জন হাহাকার করিতেছে। কোটি কোটি প্রজার আর্ত্তনাদে অযোধ্যার মহাপ্রলয় উপস্থিত। এমন সময়, অকস্মাৎ তথায় এক ব্রহ্মমূর্ত্তি আবির্ভূত—"শব্দজ্ঞানা-মৃতজ্ঞো বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ"—যাঁহার প্রবেশদ্বার ত্রিলোকের কোথাও রুদ্ধ নাই। তাঁহার অঙ্গে জটা-বল্কল-বিভূতি, অক্ষমালা ও কমণ্ডলু; স্থির, ধীর, শান্ত, পাবন, অচিন্ত্য-বৈভব। তিনি সেই

মহাপ্রলয়ের উপর শান্তি-বারি প্রক্ষেপ করিলেন; অমনি সেই প্রলয়াগ্নি নির্ব্বাণ হইল। কক্ষভ্রষ্ট গ্রহমণ্ডলীর ন্যায় সেই বিশাল রাজ্য ও রাজপরিবার তাঁহার প্রভাবে পুনরায় স্ব স্ব গন্তব্য পথে পরিচালিত হইল। ক্ষণমাত্রেই শোকসিন্ধু শান্তিসাগরে পরিণত হইল। আমি এইরূপ প্রভাবশালী ব্রাহ্মণের কথাই বলিতেছি।

আমাদের সমাজে বিধবার উপযোগিতার ইয়ত্তা নাই। দেবকার্য্যে, গুরু-সেবায়, অতিথিসৎকারে, আতুরশুশ্রূষায়, এবং যাগ যজ্ঞাদি কার্য্যে, কি নিজগৃহে, কি জ্ঞাতি-কুটুম্বাদি-গৃহে, কি অন্যান্য প্রতিবেশী গৃহস্থের গৃহে, অসংখ্য নিমন্ত্রিত, অভ্যাগত, দীন দরিদ্র প্রভৃতির ভোজনের জন্য, বিধবারা যে কঠোর যত্ন ও পরিশ্রম করিতেন, তাহা ভাবিলে ভক্তি ও বিস্ময়ে বিহ্বল হইতে হয়। গৃহের বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচরক্ষা, দান, ধ্যান, প্রভৃতি প্রধানতঃ হিন্দুবিধবার দ্বারাই সম্পাদিত হইতে দেখিয়াছি। তাঁহারা গৃহের পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, তরু-লতা প্রভৃতির নিয়মিত পরিচর্য্যা না করিয়া স্বয়ং অন্ন জল গ্রহণ করিতেন না। সে কালের সধবারাও এ সকল কার্য্যে বিধবাগণের প্রায় তুল্যকক্ষ ছিলেন। তাঁহাদের সে তিতিক্ষা, সে সহিষ্ণুতা, সে পরার্থপরতা, ও সে দয়া বস্তুতই দেবদুর্লভ। তাঁহারা সেই কঠোর পুণ্যশীলতার পুরস্কারস্বরূপ যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন, তাহাতেই তাঁহারা সকল ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া, পুনরায় নবীভূত উদ্যমে ও উৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। হায়! সে সকল গুণ ইদানীন্তন মহিলাগণের মধ্যে ক্রমেই অদৃশ্য হইতেছে। সেই সকল পুণ্যমূর্ত্তি কঠোরতপা দেবীগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভাল লিখিতে পড়িতে পারাকেই সুশিক্ষার পরিসমাপ্তি বলিয়া বোধ করি না। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা চাই। নহিলে, শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যই বিফল হয়।

এ সংসার বড়ই বিঘ্নসঙ্কুল। অথচ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হইবে। সমুদ্রের তরঙ্গগর্জ্জন দেখিয়া ভয়ে পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। আমি ৺পুরীধামে পৌঁছিয়াই সমুদ্রতীরে গমন করি। দেখি, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল একাকার! অনন্ত বিশ্ব তোলপাড় করিয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ হুহুঙ্কারে গ্রাস করিতে আসিতেছে। দেখিয়াই অবাক্, নিঃস্পন্দ, বিহ্বল ও বিঘূর্ণিত হইয়া পতিত হইতেছিলাম। এমন সময় কে যেন আমার দৃষ্টি পশ্চাতে ফিরাইল। ফিরিয়া দেখি,—অদূরেই জগন্নাথ-মন্দির অভ্রভেদ করিয়া দণ্ডায়মান! উহার শিখর-সংলগ্ন পতাকা বায়ুভরে কাঁপিতেছে। জ্ঞান হইল, যেন স্বয়ং জগন্নাথ অদূরে দাঁড়াইয়া,—"এই যে আমি তোমার কাছেই আছি, ভয় নাই, ভয় নাই" বলিয়া অভয় হস্ত সঞ্চালন করিতেছেন। এই ঘটনার পর হইতে সমুদ্রকে আর ভয়াবহ বলিয়া বোধ হয় নাই।

ঈশ্বর নিয়ত আমাদের কাছেই আছেন, আমরা সেই বিশ্বজননীর ক্রোড়েই আছি। অভয়া যার ক্রোড়ে থাকিয়া সন্তানের ভয় কি? এ বিশ্বাস আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল না হইলে, আমরা গন্তব্য পথে কখনই অগ্রসর হইতে পারিব না।

শিক্ষিতা রমণীদিগের সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

এদেশীয় শিক্ষিতা মহিলাগণ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া কি কি কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন? ইয়ুরোপ ও আমেরিকার শিক্ষিতা মহিলাগণ জনসমাজের প্রায় সর্ব্বপ্রকার কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন; এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হন। তবে স্বয়ং বিধাতা রমণীদিগকে যে প্রীতি ও করুণায় মহীয়সী করিয়াছেন, পাশ্চাত্য মহিলাগণ সাধারণতঃ সেই স্বাভাবিক শক্তির সদ্ব্যবহারেই আশ্চর্য্য হৃদয়-মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা রুগ্ন আতুরের সেবা করিয়া, অসহায়ের সহায় হইয়া, পতিতা রমণীদিগকে কলঙ্কের পথ হইতে মুক্ত করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন। অধিক দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই, তাঁহারা আমাদের এই কলিকাতা সহরেই রুগ্নদিগের জন্য সেবাশ্রম এবং পতিতা নারীদিগের জন্য পতিতাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া, রুগ্নদের সেবা এবং পতিতাদিগের উদ্ধার সাধন করিয়া অন্নদ্বারা প্রতিপালন করিতেছেন, সদুপদেশ ও সদ্দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদের চিত্তে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিয়া দিতেছেন।

এই সকল পুণ্যকার্য্যে প্রাতঃস্মরণীয়া পাশ্চাত্য মহিলাদিগের অন্তরের যে কিরূপ আগ্রহ, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, এবং ঐ সকল কার্য্যে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহারা যে কিরূপ আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, ও নারীজন্মকে ধন্য করেন, তাহা চিন্তা করিলে তাঁহাদের প্রতি গভীর ভক্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

আমরা এই বাঙ্গালা দেশেই একটী পতিতাশ্রম-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একজন পাশ্চাত্য মহিলার উন্নত জীবনের যে উৎকৃষ্ট কাহিনী শ্রবণ করিয়াছি, তাহা এ স্থলে বর্ণনা করিতেছি।

একটী পাশ্চাত্য মহিলার সংসারে আত্মীয় স্বজন অথবা ধন সম্পদ কিছুই ছিল না। তাঁহার শিক্ষাও বোধ হয় যথেষ্ট নহে। তবে তাঁহার মনে মহৎ আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি সংসারের কোনও ভাল কাজে আপনার ক্ষুদ্র শক্তিটুকু লাগাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বদেশে

তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইবার সুযোগ হইল না। তিনি কলিকাতায় আসিয়া মনে করিলেন তাঁহার স্বদেশবাসিনী বিপথগামিনী যে সকল দুর্ভাগিনী পীড়িতা হইয়া হাঁসপাতালে বাস করে, এবং হতাশ-হৃদয়ে নিদারুণ রোগযন্ত্রণা ভোগ করে, তিনি তাহাদের কাছে গিয়া প্রতিদিন একটু একটু বাইবেল পড়িয়া শুনাইবেন।

তিনি কলিকাতার একটী ভদ্র ইংরাজ পরিবারে বাস করিয়া তাঁহার বাঞ্ছিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুদিন পরে একটি কলঙ্কিনী রুগ্না নারী সেই মহিলাকে বলিয়া উঠিল :—

"একেইত আমরা রোগের যন্ত্রণায় জ্বলিয়া মরি, তাহার উপর আপনি আবার প্রতিদিন জ্বালাইতে আসেন কেন?"

সেবা-পরায়ণা রমণী একটু বিস্মিত হইলেন। কহিলেন "তুমি অমন কথা কেন বলিতেছ? আমি ত তোমাদের ভাল বই কোনরূপ মন্দ চিন্তা করি না।"

পতিতা রমণী।—আমরা ত ঈশ্বরের কথা—যীশুর কথা ভুলিয়া নিশ্চিন্তমনে পাপের সেবাই করিতেছিলাম। এখন আপনার মুখে বাইবেল শুনিতে শুনিতে ঈশ্বরের কথা মনে হয়, যীশুর কথা মনে হয়; আর রোগের যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপ যন্ত্রণাও বৃদ্ধি হয়।

সেবাপরায়ণা রমণী।—মনে যদি অনুতাপই হয়, তবে পাপের পথ ত্যাগ কর না কেন?

পতিতা।—ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব? কে আশ্রয় দিবে? কিরূপে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিব?

সেবাপরায়ণা।—ডাক্তার বলিয়াছেন, শীঘ্রই তুমি আরোগ্য লাভ করিবে। তুমি যদি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করিতে চাও, তাহা হইলে আমি তোমাকে আশ্রয় দিব, তোমায় অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিব।

পতিতা রমণী আনন্দ ও বিষাদ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে সেবাপরায়ণা রমণীর প্রস্তাবে সম্মত হইল। তৎপরে আরো দুইটি দুর্ভাগিনী রমণী পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিবার জন্য উক্ত রমণীর আশ্রয় ভিক্ষা করিল। তিনি তাঁহা-দিগকেও আশ্রয় দান করিতে স্বীকৃত হইলেন।

তিনি স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিজেরই মাথা রাখিবার স্থান নাই। একজন সহৃদয় ইংরাজের দয়ার উপরেই তাঁহার জীবন নির্ভর করিত। তিনি শুধু আপনার অন্তরস্থ উজ্জ্বল ধর্ম্মবিশ্বাসের বলেই একমাত্র ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর করিয়া তিনটি পতিতা রমণীকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত হইলেন।

ইহার পর অনেক দিন চলিয়া গেল, তথাপি তিনি আপনার সংকল্প রক্ষা করিবার কোনরূপ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। একদিন আহারের সময় যখন এই পুণ্যশীলা রমণীর ডাক

পড়িল, তখন তিনি দ্বিতল গৃহের সিঁড়ি হইতে নীচে নামিতে নামিতে একটি স্থানে বসিয়া পড়িলেন—আর তাঁহার পা চলিল না, কে যেন তাঁহার মনের ভিতর বলিতে লাগিল "যাহাদিগকে আশ্রয় দিতে চাহিয়াছিলে, তাহারা পাপের পথ ত্যাগ করিয়া খাদ্যাভাবে ক্লেশ পাইতেছে, আর তুমি প্রতিদিনই উৎকৃষ্টরূপে আহার করিয়া অপনার শরীর পরিপুষ্ট করিতেছ?"

রমণী বিবেকের এই তীব্র তিরস্কারে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং অশ্রুপূর্ণলোচনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সে দিন তাঁহার নিভৃত মর্ম্মস্থল হইতে এমন গভীর প্রার্থনা উত্থিত হইতে লাগিল যে, তিনি তাঁহার জীবনে আর কখনও এমন জীবন্ত ভাবে প্রার্থনা করেন নাই।

প্রার্থনা করিতে করিতেই তিনি অনুভব করিলেন যথার্থই যেন ঈশ্বরের করুণা তাঁহার মস্তকের উপর বর্ষিত হইতেছে। তিনি তখন আহার করিতে গেলেন। তাঁহার আশ্রয়দাতা গৃহকর্ত্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"অনেক দিন হইতেই আপনার ভিতর কেমন একটি বিষণ্ণ ভাব লক্ষ্য করিতেছি। আজ সেই বিষণ্ণতা আপনাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। আপনি নিশ্চয়ই কোনও দারুণ মর্ম্মবেদনায় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন।"

রমণী তাঁহার নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। গৃহকর্ত্তা ধীরভাবে সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—"আমি আমার গৃহে তাহাদিকে আশ্রয় দিব; সর্ব্বপ্রকার ব্যয়ভার বহন করিব; আপনি তাহাদিগকে লইয়া আসুন।"

রমণী সেই দুর্ভাগিনীদিগকে লইয়া আসিলেন। তৎপরে আরো অনেক পতিতা রমণী পবিত্র জীবন যাপন করিবার জন্য তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিল। তিনি তখন স্বর্গে ঈশ্বরের করুণা, এবং মর্ত্ত্যে আপনার প্রার্থনাকেই সম্বল করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলেন। অবশেষে এরূপ হইল যে, পদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহার সংকল্পের কথা শুনিতে পাইয়া তাঁহাকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন।

এখন ত সেই রমণী পতিতাদিগের জন্য রীতিমত একটী আশ্রম* খুলিয়াছেন। পূর্ব্বে সেখানে ইংরাজ এবং য়িহুদী রমণীরাই স্থান পাইত। কিন্তু শুনিয়াছি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নাকি ঐ প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীকে বলিয়াছিলেন "আপনি কি শুধু আপনার স্বদেশের ভগিনীদেরই কলঙ্কভার মোচন করিবেন? এ দেশের দুর্ভাগিনী নারীগণ কি আপনার কেহই নয়?"

রমণী উত্তর করিলেন,—"এ দেশের পতিতা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এমন কি কেহ আছে যে, কলঙ্কের পথ পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র ভাবে জীবনযাপন করিবে?"

শাস্ত্রী মহাশয় কহিলেন—"আছে বই

* কলিকাতা অপার সার্কুলার রোডের মিস্ ফিগুলের স্থাপিত "প্রটেষ্টাণ্ট হোম" এই আশ্রম।

কি? আমি ব্রাহ্মসমাজের লোক বলিয়া আমার কাছে সময় সময় অনেক দুর্ভাগিনী আসিয়া অনুতাপ করে, পবিত্র জীবন যাপন করিবার জন্য আশ্রয় চায়।”

রমণী কহিলেন—“আমি এ দেশের পতিতা স্ত্রীলোকদিগকেও আমার আশ্রমে গ্রহণ করিব। কেহ অনুতাপ করিয়া আপনার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করিলে আপনি তাহাকে আমার আশ্রমে পাঠাইয়া দিবেন।”

এই ঘটনার পর হইতে উক্ত রমণীর আশ্রমে এ দেশের পতিতা স্ত্রীলোকদিগকেও গ্রহণ করা হইয়া থাকে।*

আমরা এই ধর্ম্মশীলা রমণীর কার্য্যের বিষয় চিন্তা করিলে পাশ্চাত্য মহিলাদিগের মহৎকার্য্য সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারি।

কিন্তু পাশ্চাত্য জাতির সঙ্গে যেমন প্রতীচ্য জাতির তুলনা হইতে পারে না, তেমনি পাশ্চাত্য রমণীদিগের সঙ্গেও এ দেশের রমণীদিগের তুলনা হইতে পারে না। তুলনা কেমন করিয়া হইবে? তাঁহারা স্বাধীন সৌভাগ্যশালী জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা রমণী হইলেও তাঁহাদের শিক্ষা আছে, স্বাধীনতা আছে, সর্ব্বপ্রকার মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিবার মত শক্তি, সুযোগ ও সাধনা আছে। সুতরাং পাশ্চাত্য রমণীগণ যে সকল লোকহিতকর কার্য্য সম্পন্ন করেন, এ দেশের শিক্ষিতা রমণীদিগের তন্মধ্যে অনেকগুলি কার্য্যই সম্পন্ন করিবার সুবিধা নাই। তবে তাঁহারা স্বদেশের কল্যাণার্থ কিছু করিতে চাহিলে কাজের যে একেবারে অভাব আছে, তাহাও বলিতে পারি না।

প্রথমতঃ তাঁহারা এ দেশের রমণীদিগের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য অনেক রকম কাজ করিতে পারেন। কলিকাতার এবং বাঙ্গালা দেশের অন্যান্য অনেক বড় বড় সহরেই দুই একটী উচ্চশিক্ষিতা মহিলা আছেন, এবং প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর গৃহের মেয়েরাই কিছু না কিছু লেখা পড়াও শিখিয়াছেন। সুতরাং উচ্চশিক্ষিতা মহিলাগণ যদ্যপি হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর মহিলাদিগকে লইয়া এক একটী “মহিলা-সমিতি” প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং মহিলাদিগের অবস্থার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, তাহা হইলে দেশের অনেক দুঃখ দুর্গতি দূর করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে ‘বঙ্গমহিলা সমাজ’ ও ‘সখীসমিতি’র মহিলাগণ যাহা করিয়াছেন, এবং বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতায় “ভারত-মহিলা-সমাজ” ও শ্রীহট্টপ্রদেশে “অন্তঃপুর” সম্পাদিকা যাহা করিতেছেন, তদ্বিষয় আগামী বারে একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষিতা রমণীগণ এ দেশের

* বহুদিন পূর্ব্বে এই বিবরণটি কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি। এখন দূরদেশে বসিয়া আমার স্মৃতি হইতে সমস্ত কথা লিখিতেছি। উক্ত আশ্রমের কর্ত্রীদিগের নিকট এই সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ অবগত হইবার সুযোগ হইল না।

সাহিত্য ও কলাবিদ্যার উন্নতি বিষয়ে যথেষ্ট শ্রম করিতে পারেন। আমরা সকলেই জানি এ কার্য্যে তাঁহারা আমাদের মত এই নগণ্য প্রবন্ধলেখকদিগের পরামর্শের প্রতীক্ষায় অলসভাবে বসিয়া থাকেন নাই। মাননীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, কামিনী রায়, লাবণ্যপ্রভা বসু, প্রিয়ম্বদা দেবী, সরোজকুমারী দেবী, মানকুমারী, গিরীন্দ্রমোহিনী, রাণী মৃণালিনী, হেমলতা দেবী, হেমন্তকুমারী চৌধুরী ও "নন্দিনী" রচয়িত্রী প্রভৃতি মহিলাগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির জন্য উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ও পুস্তক পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের গ্রন্থাদি সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। যাহা'ক এ দেশের অধিকাংশ শিক্ষিতা মহিলা যদি বাঙ্গালা সাহিত্যের ও সঙ্গীত-বিদ্যার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষিতা রমণীগণ ইংলণ্ডের আদর্শে রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া, গল্প গান, আমোদ প্রমোদ, ও বালক বালিকাদিগের সুকুমার হৃদয়ের কৌতূহলোদ্দীপক সহজ ও স্বাভাবিক শিক্ষাপ্রণালীর ভিতর দিয়া তাহাদিগকে যদি নীতি শিক্ষা দিতে পারেন, তাহা হইলে বালক বালিকদিগের যথেষ্ট উপকার হয়। বর্ত্তমান সময়ে গবর্ণমেণ্ট পাঠ্য নির্ব্বাচন কমিটীর নির্ব্বাচিত কতকগুলি শুষ্ক নীরস স্কুলপাঠ্য গ্রন্থের দ্বারা বালক-বালিকাদিগের সুনীতি শিক্ষা দিতে সংকল্প করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা বলিতে পারি, সরস্বতীর প্রতি বিদ্রোহী হওয়া ভিন্ন ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিয়া বালক বালিকাদিগের নৈতিক উন্নতি হইবার কোনরূপ সম্ভাবনা নাই। সুতরাং শিক্ষিতা মহিলাগণ যদি তাঁহাদের সুকোমল মাতৃভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া শিশুদিগকে সুনীতি শিক্ষা দিতে ও সঙ্গীতাদি দ্বারা আমোদ প্রমোদ দান করিতে কৃতসংকল্প হন, তাহা হইলে যথার্থই দেশের কল্যাণ হয়।

চতুর্থতঃ, এদেশে পুরুষদিগের দ্বারা যখন কোন মহৎকার্য্যের সূচনা হয়, তখন শিক্ষিতা মহিলাগণ পুরুষদিগের পশ্চাতে থাকিয়া নানা প্রকারে তাঁহাদের সাহায্য করিতে পারেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পুনর্ব্বার মাননীয়া সরলা দেবীর উল্লেখ করিতেছি। দুইবৎসর পূর্ব্বে যখন কলিকাতায় কন্‌গ্রেসের অধিবেশন হয়, তখন সরলা দেবী সমগ্র ভারতবর্ষের উপযোগী উদ্দীপনা-পূর্ণ একটি অত্যুৎকৃষ্ট সঙ্গীত রচনা করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই, তিনি স্বয়ং অনেক ভদ্রমহিলাকে লইয়া কন্‌গ্রেসমণ্ডপে উক্ত সঙ্গীতটি গাহিয়াছিলেন এবং শুনিয়াছি নানা প্রকারে কন্‌গ্রেসের কার্য্যের সহায়তা করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি নানা প্রকার সদনুষ্ঠানে পুরুষদিগকে যেরূপ উৎসাহিত করিয়া তুলিতেছেন, তাহাতে আমাদের

আশা হয়, যদ্যপি এদেশের শিক্ষিতা রমণীগণ তাঁহার সঙ্গে মিলিত হন, তাহা হইলে ইয়ুরোপের ন্যায় এ দেশেও বিলুপ্ত নারীশক্তির পুনর্বিকাশ হইতে পারে।

যাহা হউক আমরা আপাততঃ শিক্ষিতা রমণীদিগের করিবার মত কয়েকটি কার্য্যের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। আমাদের মনে হয় দিন দিনই যখন উচ্চ শিক্ষিতা রমণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা দেশের ঢাকা, ময়মনসিং, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বড় বড় সহরগুলিতে মেয়েদের জন্য উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়া মেয়েদের এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়ার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতেছেন; তদ্ভিন্ন যখন শিক্ষিতা রমণীদিগেরও দেশের জন্য কিছু কিছু করিতে আগ্রহ জন্মিয়াছে, তখন যাহাতে তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র উন্মুক্ত ও প্রসারিত হয়, তৎসম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের উপায় চিন্তা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

কোরিয়াদেশীয়া স্ত্রীলোক।

বর্ত্তমান 'রুষ জাপান' যুদ্ধ উপলক্ষে পূর্ব্বদেশ সকলের অনেক অজ্ঞাত বিষয় প্রকাশিত হইতেছে। জাপানের ধর্ম্ম এবং সামাজিক রীতি নীতি এবং কোরিয়ার আচার ব্যবহার সময় সময় সংবাদপত্রাদিতে আলোচিত হইতে দেখা যায়। অদ্য আমরা কোরিয়ার স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে এবং বিবাহাদি বিষয়ে আলোচনা করিব।

কোরিয়ার অবরোধপ্রণালী এরূপ সুদৃঢ় যে, তত্রত্য গৃহস্থদিগের অন্তঃপুরে অন্য পুরুষের প্রবেশ করিবার নিয়ম নাই। জাপানের জনৈক রাজকীয় প্রধান চিকিৎসক এই অবরোধপ্রণালী বিদূরিত করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি স্বীয় পত্নীকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার স্ত্রী সহজেই সেই অসূর্য্যম্পশ্যা কোরীয় স্ত্রীদিগের অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার মুখে যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাই এ স্থলে প্রকাশিত হইল।

কোরীয়েরা এই মনুবাক্যে আদর করেন;—

"প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥"

সন্তান-উৎপত্তির নিমিত্ত স্ত্রীগণ বহু কল্যাণপাত্রী, ইহাঁরা গৃহকে উজ্জ্বল করেন এবং পূজার্হা হয়েন। স্ত্রীরা গৃহের শ্রীস্বরূপা, স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই। কোরীয়েরা স্ত্রী-জাতিকে অতিশয়

সমাদর করেন। কিন্তু পক্ষান্তরে বালক ও বালিকার মধ্যে তাঁহারা এরূপ প্রভেদ করিয়া থাকেন যে, তদ্দর্শনে ইহাই বোধ হয় যে, তাঁহারা স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যন্ত অনুচিত ব্যবহার করেন। কোন গৃহস্থের বাটীতে পুত্র কিম্বা কন্যা জন্মিলে গৃহদ্বারে একগাছি রজ্জু স্থাপন করা হয়। পুত্র জন্মিলে ঐ রজ্জুতে এক খণ্ড কয়লা ও একটী বৃক্ষপত্র সংলগ্ন করা হয়, কিন্তু কন্যা জন্মিলে ঐ চিহ্ন থাকে না। এই রীতির অভিপ্রায় কি এবং ইহার উৎপত্তির কারণ কি, তাহা বোধগম্য হয় না। বোধ হয় পুত্রেরাই কৃষিবাণিজ্য বৃত্তি অবলম্বন করে, কন্যাদিগের তাহা করিতে হয় না, ইহাই ঐ চিহ্ন দ্বারা প্রকাশিত হয়। পুত্রদিগের নামকরণ হয়, কিন্তু কন্যাদিগের নাম থাকে না। শৈশবকালে আদর করিয়া কোন নামে কন্যাকে সম্বোধন করা হয়, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অমুকের স্ত্রী, অথবা ভগ্নী এই বলিয়া তাহারা পরিচিত হয়। কন্যার অস্তিত্ব একপ্রকারে তাহারা অস্বীকার করে। যদি কোন ব্যক্তিকে তাহার সন্তানের সংখ্যা জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা হইলে কেবল পুত্রসংখ্যাই বলে, কন্যার উল্লেখ করে না।

শৈশবকালে কোরীয় শিশুদিগের গৃহে একটী দীপ সর্ব্বক্ষণ প্রজ্বলিত করিয়া রাখা হয়, উহা কখনও নির্ব্বাণ করা হয় না। কোরীয়গণ বিশ্বাস করে যে, আলোক শিশুদিগের মনের বিকাশ সাধন করে। যখন শিশু পদচারণা করিতে আরম্ভ করে, তাহার সঙ্গে একটী কুকুর থাকে। সে তাহার রক্ষক হয়। বিদ্যালয়ে ৮ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বালক ও বালিকা একত্রে শিক্ষা করে। তাহার পর তাহাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে ও ভিন্ন প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়। বালকদিগকে তাহাদিগের ভাবী জীবনের প্রয়োজনানুসারে বিবিধ বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হয়। কন্যাকে সদাচার, ধর্ম্মনীতি ও গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। দরিদ্র লোকেরা কন্যাদিগকে শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা দেয়। কোরীয় স্ত্রীলোকদিগের শিল্পকার্য্যের সর্ব্বত্র প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। রেশমের বস্ত্রের উপর তাহারা অতিশয় সুন্দর শিল্প কার্য্য করে।

স্ত্রীপরিচ্ছদ—কোরীয় স্ত্রীরা শুভ্র বসন ভালবাসে, সেইজন্য ঐ প্রকার পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে তাহারা বহু অর্থব্যয় ও শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করে। কোরীয়েরা শোকচিহ্ন স্বরূপ শুভ্র বসন পরিধান করে। কোন গুরুজনের মৃত্যু হইলে তিন বৎসর এই শুভ্র বসন পরিধান করিতে হয়। রাজার মৃত্যু হইলেও ঐরূপ শোকচিহ্ন-ধারণ করিতে হয়। একবার দশ বৎসরের মধ্যে তিনজন রাজার মৃত্যু হওয়ায় তাহাদিগকে দীর্ঘকাল শোকচিহ্ন ধারণ করিতে হইয়াছিল। সেইজন্য তাহারা তিন বৎসর ব্যবধানে শোকচিহ্ন পরিত্যাগ না করিয়া শেষ পর্য্যন্ত রাখিয়াছিল। ঐ বস্ত্র রজকালয়ে প্রেরণ করিবার সময় তাহার সকল খণ্ডগুলি স্বতন্ত্র করা হয়, এবং তাহা-

দিগকে একখণ্ড কাষ্ঠদ্বারা দীর্ঘকাল তাড়িত করা হয়। এদেশের রজকেরা যেমন বস্ত্র "ইস্ত্রি" করে এবং মুদগর দ্বারা পিটিয়া বস্ত্রকে চিক্কণ করে, তাহার পরিবর্ত্তে কোরীয় রমণীগণ কেবল হাতা দিয়া পিটিয়া বস্ত্র রজতবর্ণ করে।

বিবাহ।—কোরিয়াদেশে বালকদিগের শারীরিক পুষ্টি ও বৃদ্ধি বড় অল্প, কিন্তু বালিকাদের ইহার বিপরীত। সেইজন্য এদেশে স্বামী অপেক্ষা স্ত্রী প্রায় অধিক-বয়স্কা হয়। বিবাহের পূর্ব্বে বর তাহার মনোনীতা পাত্রীর পাণিগ্রহণার্থে কোন বন্ধু দ্বারা কন্যার নিকট পত্র প্রেরণ করেন। কন্যার অভিভাবকেরা সেই পত্রের উত্তর দেন এবং বর কন্যার জন্মপত্রিকা দেখিয়া শুভ দিন স্থির করা হয়। নির্দ্দিষ্ট দিবসে বর সময়োচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অশ্ব অথবা যানারোহণে স্বীয় পিতার সমভিব্যাহারে কন্যার গৃহে সমাগত হয়েন। বহিঃপ্রাঙ্গণের সিঁড়ির নিম্নে বিবাহের স্থান। বর উত্তরাস্য হইয়া বিবাহ স্থানে গমন করেন এবং জানু পাতিয়া উপবেশন করত কন্যার জন্য একটী বন্য হংসী অথবা তদভাবে তাহার এক খোদিত প্রতিমূর্ত্তি সেই স্থানে রাখিয়া দুইবার নমস্কার করত পশ্চিমাস্য হইয়া কিয়দ্দূরে দণ্ডায়মান থাকেন। এই অদ্ভুত উপঢৌকনের ইতিহাস এই;—"একদা কোনও ব্যাধ একটি হংস বধ করিয়াছিল। হংসী মধ্যে মধ্যে ঐ স্থানে আসিয়া হংসকে অনুসন্ধান করিত। কন্যা যেন পাত্রের প্রতি সেইরূপ অনুরাগ ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে, ইহাই এই উপঢৌকন দিবার উদ্দেশ্য। উপঢৌকন প্রদানের পর এইরূপ একটী প্রতিজ্ঞা করা হয়। "এখন আমাদের মস্তকের কেশ এই হংসের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন উহা শুক্লবর্ণ হইবে, তখনও যেন আমরা পরস্পরের সহিত বিশ্বাস ও অনুরাগে আবদ্ধ থাকি।" কন্যা নানা বর্ণে সুরঞ্জিত বসনাবৃতা হয়েন এবং মুখে "পাউডার" ও নেত্রে কজ্জল দেন, এবং ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণে চিত্রিত করেন। মস্তকে তিনটী 'হেয়ার পিন', তাহাতে 'পেরেডাইজ' পক্ষীর সুবর্ণময় প্রতিমূর্ত্তি এবং তদুপরি একটী ক্ষুদ্র টুপি। পরিচ্ছদ বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত, স্কন্ধদেশে বেগুণে রঙ্গের বন্ধনী। নিম্নভাগের পরিচ্ছদ লোহিত বর্ণের, কটিদেশে শুভ্র কটিবন্ধ, হস্তে শুভ্র দস্তানা এবং পদে শুভ্র মোজা এবং লোহিত, নীল, বেগুণে অথবা হরিদ্বর্ণের রেশমের পাদুকা। কোরীয় কন্যা এইরূপে বিভূষিতা হইয়া বিবাহমণ্ডপে গমন করেন। সময়োচিত মৃদুগতিতে তিনজন সুসজ্জিতা সখী সমভিব্যাহারে তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীতা হইয়া এবং পূর্ব্বাস্য হইয়া হস্তস্থিত ব্যজনী দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করেন এবং বরকে দুইবার নমস্কার করেন, বরও প্রতিনমস্কার করেন। তদনন্তর দুইজন দাসী দুইটী পাত্রে মদিরা লইয়া বর ও কন্যার হস্তে প্রদান করে, তন্মধ্যে একটী পাত্র

লোহিত বর্ণের ফিতা ও অপরটী নীল বর্ণের ফিতা দ্বারা অলঙ্কৃত। বর ও কন্যা উভয়ে নিজ নিজ হস্তস্থিত পাত্র হইতে অল্প অল্প সুরা পান করেন। ইহাতেই বিবাহ-পদ্ধতি শেষ। অতঃপর বর একাকী নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করেন। কন্যা পিতৃ-গৃহে অবস্থান করেন। পরে শুভ দিন দেখিয়া তাঁহাকে স্বামীর গৃহে প্রেরণ করা হয়। এই সময় হইতে কন্যা অন্তঃ-পুরেই বাস করেন, পুরুষের মুখ দেখিতে পান না। এমন কি পিতৃ-গৃহের অথবা শ্বশুর-গৃহের কোনও বিবাহিত পুরুষেরও মুখ দেখা নিষিদ্ধ। পূর্ব্বে সিউলনগরে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, সন্ধ্যার পর রমণী-গণ রাজপথে ভ্রমণ করিতেন, সেই সময়ে তথায় কোন পুরুষ ভ্রমণ করিতে পারিতেন না। রমণীগণ অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া স্ব স্ব হস্তে এক একটী ক্ষুদ্র চীনের কাগজের লণ্ঠন লইয়া বেড়াইতেন। পুরুষ সঙ্গে না থাকায় অনেক সময় তস্করদিগের সুবিধা হইত এবং তাহারা মহিলাদিগের অলঙ্কারাদি অপহরণ করিত। সেই জন্য ঐ প্রথা বন্ধ হইয়াছে। এখন মহিলারা ইচ্ছা করিলে স্ব স্ব স্বামীর সঙ্গে রাজপথে রজনীযোগে বেড়াইতে পারেন। ইতর-জাতীয় স্ত্রীগণ দিবাভাগেও রাজপথে বাহির হয়।" তাহারা হরিদ্বর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করে। তাহাদের জাকেটের হাতা লোহিতবর্ণ। তাহারাও অবগুণ্ঠন ধারণ করে।

এই কি জীবন?

১

এই কি জীবন?—
এই যে কঙ্কর-স্তূপ,
বিষাক্ত আস্যের কূপ,
দরিদ্রের দীর্ঘশ্বাস, ভুজঙ্গ-দংশন,
বিধবার শোক ক্লান্তি,
কলুষের শেষ শ্রান্তি,
বিরহীর হতাশ্বাস—এই কি জীবন?

২

এই কি জীবন?—
এই জীবনের তরে,
মানবেরা বাঁচে মরে,
এত বাদ বিসম্বাদ এত কোলাহল?
এই জীবনের লাগি,
এত কাল ভিক্ষা মাগি,
এরি লাগি গর্জ্জে সিন্ধু, বিস্তারে অনল?

৩

আসুক বিশুভ্রা ঊষা
পরিয়া কুসুম-ভূষা,
অথবা আসুক নিশা তিমির-বসনা;
বিশ্বকাব্য পরিচ্ছেদে,
নিত্য ছয় রিপু ভেদে,
প্রকৃতি জাগা'ক চিতে অদ্ভুত কামনা;

৪

হোক সুখ হোক দুখ,
হাসি বা বিষণ্ণ মুখ,
আলো বা আঁধার ঘোর থাকুক ঘিরিয়া ;
নিন্দা কিম্বা যশোগীতি,
জগত শুনা'ক নিতি,
প্রীতি বা ঘৃণার রাশি দিক্ না ঢালিয়া ;

৫

আমার "অদৃষ্ট-লেখা"
আমারে দিবে না দেখা,
আমি না পড়িতে পার জীবন-কাহিনী ;
এমনি পরাণ পণে,
বুঝিব ভাগ্যের সনে,
বহিব অজ্ঞেয় আজ্ঞা দিবস যামিনী।

৬

এমনি রহিব অন্ধ,
জানিব না ভাল মন্দ,
বুঝিব না কেন জন্ম, শুভ কর্ম্ম কিসে,
না জানি কিসের তরে,
প্রাণ হাহাকার করে,
কোথা সে অমৃত-সুধা, কেন জ্বলি বিষে !

৭

সে শুভ মাহেন্দ্র ক্ষণ,
জীবনে যা' প্রয়োজন,
আমারে দিলে না নাথ, কাঁদালে কেবল ;
সে রহস্য নহে জ্ঞেয়,
তাই আমি হেন হেয়,
তাই মোরে পায়ে দলে মম "কর্ম্মফল" !

৮

কোথা কোন্ সুপ্রভাতে,
বসিয়া তোমার সাথে,
শিখিলাম ধর্ম্মাধর্ম্ম কোন্ তপোবনে ;
কিবা শুভাশীষ দিয়া,
দিলে হেথা পাঠাইয়া,
আজি যে সে সব কিছু পড়েনাক' মনে !

৯

ভুলিয়া সে মহামন্ত্র,
ছিঁড়িয়া নির্ব্বাণতন্ত্র,
সংসার-বালুকারণ্যে বেড়াই কাঁদিয়া ;
আর কি করুণা করে,
সে স্নেহ আদর ভরে,
জীবনের মহাতত্ত্ব দিবে গো বলিয়া ?

১০

আর কি কখন নাথ !
পাইব তোমার সাথ,
এ দীর্ঘ অচেনা পথে হবে কি মিলন ?
বিশ্বে মাখা মধুরতা,
জনমের সার্থকতা,
বুঝিব সে শুভক্ষণে অমূল্য জীবন ?

শ্রীবীরকুমারবধ কাব্য-রচয়িত্রী।

কাশ্মীর-চিত্র।

চিনার বৃক্ষ।

পর্ব্বত-দুহিতা বিতস্তার উভয় তীর-ভূমি শীতপ্রধান দেশজাত দুর্লভ ও পরম শোভনীয় ওষধি, গুল্ম, ফল ফুলে যেরূপ পরিশোভিত, একাধিকবার পাঠকবর্গকে তাহার আভাস দিবার প্রয়াস পাইয়াছি। আজি বিশাল-দেহ নিবিড়পত্র-ভূষিত, "চিনার" বৃক্ষের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছি। কাশ্মীর ইতিহাসে বর্ণিত আছে ও লোকমুখেও শ্রুত হইলাম, মুসলমান-সম্রাট-কুলভূষণ মহাত্মা আকবর অনেক আয়াস স্বীকারপূর্ব্বক সুদূর প্রদেশ হইতে আপন বিজয়পতাকার নিদর্শন স্বরূপ এই ভীম-দর্শন চিনার তরুরাজী তাঁহার গ্রীষ্মাবাসের প্রমোদকানন এই কাশ্মীর রাজ্যে স্বহস্তে রোপণ করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী সম্রাটগণও এই বিষয়ে তাঁহার সুদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশ সূক্ষ্মভাবে পরিদর্শন ভাগ্যে ঘটিয়াছে, কিন্তু এমন ভীমকায় তরু কখনও দর্শন করি নাই। 'বট, অশ্বত্থই' সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদায়তন তরু, কিন্তু একটী "চিনারের" এতই বিশাল দেহ যে, ৮।১০টা বট অশ্বত্থের সমষ্টিও ইহার সমতুল্য হয় না। শত শত বৎসরের ঝটিকাঘাত অগ্রাহ্য করিয়া তরুবর গগন প্রদেশে শির উন্নত করিয়া রহিয়াছে। কালের ভীষণ আঘাতেও ইহার পরম রমণীয় নয়নরঞ্জন শ্যামলতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, ইহা লক্ষ্য করিয়া মন বড়ই বিস্ময়পূর্ণ হইল। একটী "চিনার" পত্রের আকৃতি পেন্সিল দ্বারা অঙ্কিত করিয়া প্রেরণ করিলাম।* আমি চিত্রবিদ্যার "চ"ও জানি না। পাঠকগণকে এই পত্রের সুন্দর আকার সম্বন্ধে একটু আভাস প্রদানের ইচ্ছাই আমাকে এ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিল।

শরতের আগমনে বিতস্তার উভয়-তীরবর্ত্তী বিশাল-দেহ "চিনার"শ্রেণী পত্রাবলীর যে পরম রমণীয় বর্ণচ্ছটায় সুরঞ্জিত হইয়া নয়ন মন বিমুগ্ধ করিল, কোন্ কথায় তাহার বর্ণনা করিব? নৌকা গুণ টানিয়া অতি ধীরে ধীরে খরস্রোতের প্রতিকূলে চলিল। মাঝিগণ যখন গলদঘর্ম্ম হইল, আমিও সেই সুযোগে তীরে অবতরণ করিয়া নানা অবস্থার অনেকগুলি চিনার পত্র 'এলবামে' রক্ষা করিলাম। এখন পর্য্যন্তও তাহাদের অধিকাংশই তেমনি সুন্দর অবস্থায় আছে। আমার কনিষ্ঠা তাহা দর্শন করিয়া বিস্ময়-পূর্ণহৃদয়ে চিনার বৃক্ষ সম্বন্ধে কতই প্রশ্ন করিয়া লেখার ব্যাঘাত ঘটাইতেছে। পাঠকগণ শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবেন যে, মহাত্মা আকবর ও ভুবন-জ্যোতি সাম্রাজ্ঞী নূরজিহান স্বহস্তে যে সকল চিনার তরু

* দুর্ভাগ্যক্রমে চিত্রটী হারাইয়াছে। বা, বো, স।

রোপণ করিয়াছিলেন, অদ্যাপি শুধু তাহারা জীবিত নয়, কিন্তু শ্যামল ছটায় পূর্ণ ও অত্যন্ত বর্দ্ধনশীল অবস্থায় সগর্ব্বে আকাশপথে শিরোদেশ উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া সহযাত্রীদের সহিত মনের সুখে পাদচালনা করিতে করিতে কয়েক মাইল অগ্রসর হইলাম। পরে আচম্বিতে তুষার ঝটিকা উত্থিত হইয়া আমাদিগকে যেরূপ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, তাহা কি লিখিব? একেইত দুরন্ত শীতের প্রকোপে প্রাণান্ত, তাহার উপর ঝটিকা ও তুষার-পাতের তাড়নায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল। ভাবিলাম এইবার বুঝি ভবলীলার অবসান হইবে। সহযাত্রীর পরামর্শেপুরু গরম বস্ত্রে আপাদ-মস্তক আবৃত করিয়া চিনারের এক প্রকাণ্ড গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। অত বড় (House boat) নৌকাখানা ঝটিকাবেগে বিষম আন্দোলিত হইতে লাগিল—মনে হইল উলটিয়া বিতস্তা-প্রবাহে নিমগ্ন হইয়া যাইবে। রণরঙ্গিণী ভীষণস্রোতা "পদ্মার" মাঝিগণের ন্যায় এদেশীয় নৌকার মাঝিগণ নাবিকতা কি বাহন কার্য্যে সুদক্ষ নহে। বিতস্তার অগভীর ভাগে গুণটানা ও ক্ষেপনী নিক্ষেপ ভিন্ন হালধারণ বিষ্যায় ইহারা একবারেই অপটু। ঝটিকার আরম্ভেই "আল্লা আল্লা" চীৎকারধ্বনিতে আমাদেরও উদ্বেগের সূচনা করিয়া দিল। একটী ভীমদর্শন চিনারের গুঁড়ির সহিত নৌকা বাঁধিয়া ফেলিল। নৌকা হইতে অবশিষ্ট সহযাত্রী ২টীও অবতরণপূর্ব্বক আমাদের পথানুসরণ করিলেন। আজি পূর্ণিমা-বিভাসিতা রজনীর নির্ম্মল সুষমার কি বর্ণন করিব? অল্প সময় মধ্যেই ঝটিকা-বেগের নিবৃত্তি হইল। নীল আকাশপট হইতে পূর্ণিমার শশী বৃষ্টির জলে ধৌত পত্ররাজী ও বিতস্তা-প্রবাহ রজতকিরণে প্লাবিত করিল। আমরা পুরু কম্বলে গাত্রা-চ্ছাদন পূর্ব্বক ঝটিকাবসানে নিরাপদে প্রাণরক্ষার জন্য কৃপাময়কে প্রাণ খুলিয়া ধন্যবাদ করিয়া নৌকায় প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক পরম আনন্দিতমনে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে গভীর ভাবে নিমগ্ন হইলাম।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখিলাম, ১৫০০০ ফিট্ উচ্চ পিরপঞ্জল পর্ব্বতমালা উলার হ্রদের সুগভীর নীল জলরাশি হইতে চির-তুষার-মণ্ডিত শির উত্তোলন করিয়া নীলাকাশ স্পর্শ করিতেছে। আজি বৃষ্টি-বিধৌত পূর্ণিমা রজনীতে প্রকৃতি দেবীর শুভ্রোজ্জ্বল শোভায় মন প্রাণ ডুবিয়া গেল। শ্রীনগরের অভ্যন্তরে যে সকল হ্রদ বিরাজ করিতেছে, "ডাল হ্রদ" (Dal lake) তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নানা ঐতিহাসিক চিহ্নে এই বিশাল হ্রদ-বক্ষ পরিপূর্ণ। অতি প্রত্যূষে মাননীয় বিচারপতি মহাশয়ের প্রেরিত সুসজ্জিত ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নৌকা-রোহণে "পুকুল খাল" ভেদ করিয়া গন্তব্য স্থলে যাত্রা করিলাম। ভাগুরি-রক্ষয়িত্রী সহযাত্রিণী এই দুরন্ত শীত ও

যাত্রার গোলমালের মধ্যেও প্রচুর আহারীয় সঙ্গে লইতে ত্রুটি করিলেন না। "প্রথমেই নিষাদবাগ" নামে চৌতালা পরম রমণীয় এক প্রমোদ-কানন-বাটীতে প্রবেশ করিলাম। Lalla Rookh কাব্যে এই "পুষ্প খালের" বর্ণনা আছে। তাহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। যাঁহারা লাহোর নগরীর "সাহাদারা" উদ্যান দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসেই এ উদ্যানের নির্ম্মাণপ্রণালী হৃদয়ঙ্গম করিবেন। ভারত যে পুরাতন কাল হইতে স্থপতি-বিদ্যায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, "কুতব মিনার" ও এই সকল উদ্যান তাহার জীবন্ত নিদর্শন। সুদীর্ঘ সরল "মেমন" বৃক্ষশ্রেণী শরতের মনোহারী বর্ণে অনুরঞ্জিত ও বিচিত্র পুষ্পাভরণভূষিতা হইয়া যে অতুলনীয় সুষমা বিস্তার করিয়া নয়ন মন মুগ্ধ করিল, তাহা লিখিতে অক্ষম। শ্রুত হইলাম, সম্রাট জাহাঙ্গীর "ভুবন জ্যোতি" নূরজিহানের গ্রীষ্মাবাস জন্য নিজে এই উদ্যানের সমস্ত নির্ম্মাণকার্য্যের নক্সা প্রস্তুত করেন। পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে বেলা হওয়াতে এক বিশাল চিনার তরুমূলে উপবেশনপূর্ব্বক ক্লান্তি দূর করিতে লাগিলাম।

পত্র।

(৪৮৭-৮৮ সংখ্যা—৩৩৩ পৃষ্ঠার পর)

বোম্বাই ভ্রমণ।

প্রিয় শ—এই মহানগরীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি এই সুদূর প্রবাসে থাকিয়া আমার চক্ষে যাহা যাহা রমণীয় জ্ঞান হইয়াছে, তাহাই তোমাকে বলিতেছি। শীতকালের রৌদ্র প্রখর নহে সকল দেশেই, তথাপি এখানকার আর একটু বিশেষত্ব আছে। শীত গ্রীষ্মের আতিশয্য নাই, যেন চিরবসন্ত এখানেই বিরাজমান। এমন মিষ্ট স্নিগ্ধ পবন ও স্বচ্ছ কোমল আলোক অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

"নিরন্তর ভৃত্যভাবে বহে সমীরণ"

বাস্তবিক এইখানেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে শীত গ্রীষ্মের যেমন শান্ত ভাব, বরষার তেমনি প্রবলতা। শ্রাবণের দর দর ধারা অবিরাম সবেগে বহিয়া থাকে, সেই সঙ্গে দুরন্ত সমীরণের জলক্রীড়া অতি কৌতুকময়ী বটে।

আজ মধ্যাহ্নের পর আমরা সমুদ্রের লহরী-লীলা দেখিব বলিয়া বাহির হইলাম। একখানি ভাড়াটে ফিটন (যাহাকে এ দেশের লোকেরা "বিক্টোরিয়া" বলে) আনা হইল। এখানকার গাড়িগুলি সবই রবর

টায়ের, এই জন্ম ঘোড়ার গলায় ঘুমুর গাঁথা। আমার সঙ্গীটি ও আমি উভয়েই এখানে নবাগত, সুতরাং সকল দিকেই দৃষ্টি প্রসারিত। আজ আমাদের গন্তব্য স্থান আপলো বন্দর। কয়েকটী বৃহৎ বৃহৎ রাজপথ অতিক্রম করিয়া আমরা অত্রত্য সিরিল লাইনে উত্তরিলাম। পথে জনতার কোলাহল বা গাড়ী ঘোড়া কলিকাতার মত অধিক দেখা যায় না, কিন্তু ট্রামের যাতায়াত প্রায়ই হইতেছে।

আপলো বন্দরটি সুপ্রশস্ত, দুধারি শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষরাজি যেন প্রহরী হইয়া রহিয়াছে। অদূরে স্থানীয় ধর্মাধিকরণ (হাইকোর্ট) প্রকাণ্ড প্রাসাদ বটে, কিন্তু একতল। পরেই বিখ্যাত "রাজবাই-টাউয়ার।" একটী পারসী মহিলা এই স্থানে কোন দুষ্ট লোক কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহা সকলেই বিদিত আছেন। ইহা তাঁহারই স্মরণার্থ। মধ্যে মধ্যে কয়েকটি অর্দ্ধপ্রতিকৃতিও প্রতিষ্ঠিত আছে। কোন দুর্ব্বুদ্ধি বর্ব্বর এ প্রস্তর-খোদিত মুখমণ্ডলে কালি মাখাইয়া জিঘাংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছিল। এই দিকেই বম্বের যত বড় বড় ইংরাজ দোকান। খানিক দূর ব্যাপিয়া উচ্চ সৌধাবলিতে পথের দুই পাশ শোভিত। ইহার পরেই আপলোবন্দরের ঘাট; অথবা বিলাতের দ্বারদেশ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এক দিকে সুপ্রশস্ত সমতল ভূমির উপরে প্রকাণ্ড হর্ম্যতল জনসাধারণের বিশ্রামের জন্য। কিন্তু অধিকাংশ স্ত্রীলোক গাড়ি হইতে অবতরণ করেন না, ইহা তথাকার নিয়ম। অপর দিকে ক্লব ও অদূরে ব্যাণ্ডষ্টাণ্ড। সম্মুখে অনন্ত-বিস্তার মহার্ণব। সেই সুন্দর দৃশ্য দেখিলে প্রাণে যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ের আবেগ উথলিয়া উঠে। সে অতুল শোভা অনুভবে উপভোগ হয় না, নয়ন মন খুলিয়া অনিমেষে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। জলধির বিশাল বক্ষে কয়েকখানি বিলাতী জাহাজ বদ্ধ আছে। ইহা ছাড়া কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বোট যৌবনমত্তা বিলাসিনীর মত হেলিয়া দুলিয়া বেড়াইতেছে। এই বন্দরটি বিলাতী যাত্রিগণের নামিবার স্থান, এই খানেই মেল আসে। বোটগুলি লইয়া মাঝিরা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। তাহারা দর্শকগণকে লইয়া সমুদ্রের বক্ষে ভ্রমণ করায়। আমাদের গাড়ীখানি পৌঁছিবামাত্র, লম্বা পাজামা ও জামা পরা সেলরগণ আসিয়া কহিল,—"সাব ফিরুণে জায়গা দরিয়াকে মধ্যে, এলিফেন্টাকেভ যায়গা"। ঠিক যেন তীর্থের পাণ্ডা স্বরূপ। কিন্তু একে একে সকলগুলিই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। এই আপলো বন্দরের সন্নিকটেই বিখ্যাত দানশীল তাতার একটি প্রকাণ্ড সপ্ততল হোটেল নির্ম্মিত হইতেছে। একদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময় এই বিশাল পারাবার, অপর দিকে মহোচ্চ পর্ব্বতমালা। মধ্যে উপকূলবর্ত্তী বম্বে নগরী সুন্দর ছবিখানির মত। ইহার অধিবাসিগণের চরিত্রবলে ইহা আরও উজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছে। এই ভারতখণ্ডের মধ্যে এমন

সজীবতা আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। বোম্বাই দেশীয় বাণিজ্যের আগার বলিলে অত্যুক্তি হয় না! যেখানে বাণিজ্য, সেইখানেই লক্ষ্মী বিরাজিত, সেই সঙ্গে সঙ্গে এস্থান বদান্ততার আদর্শস্থল। এ দেশের পারসীগণ—সার জেমসেটজি জিজি-ভাই, মহাত্মা পেটিট, প্রভৃতি—লক্ষ লক্ষ টাকা অবাধে এককালীন দান করিয়া পরোপকার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন। ইহাদের যত্নে দাতব্য ঔষধালয়, বিদ্যালয়, ধর্ম্মশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহারা যেমন ধনকুবের, তেমনি দাতা। গুজরাটি ভাটিয়াদেরও ধনের অভাব নাই, কিন্তু তাহারা দান অপেক্ষা সঞ্চয় প্রিয়। তথাপি কয়েক জন অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আছেন, যেমন—গোকুলদাস তেজপাল, মঙ্গলদাস নাথুভাই, কেশোদাসজি ও প্রেম-চাঁদ রায়চাঁদ। ইহাদের প্রতিষ্ঠিত দাতব্য আলয়, স্কুল, ঔষধালয়, বিদ্যালয়, ছাত্রা-বাস ও দেবমন্দির আছে। গুজরাটীরা অনেক সহায় সম্পত্তি হীন বালকগণকে অন্ন বস্ত্র দ্বারা ভরণ পোষণ করিয়া থাকেন।

এখানকার সকল দৃশ্য বস্তুর মধ্যে দান-শীল তাতার প্রাসাদ একটী দেখিবার বস্তু। তাতার বাড়ীটিকে "Palace" রাজপ্রাসাদ বলিয়া থাকে। সেখানে দর্শক-বৃন্দের প্রবেশের সময় ও পাশ আছে। এরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম শুনিয়াও "প্যালেস" শব্দটি কাণে যাওয়াতে দর্শন-স্পৃহা বলবতী হইল ও আমরা কয়েকটি বন্ধু মিলিয়া একদিন তাতার প্যালেস দেখিতে গেলাম। আমার ধারণা ছিল লক্ষ্ণৌর হুসেনাবাদ ছত্রমঞ্জিল, দিলকুসা, মচ্ছিভবন বা দিল্লীর দেওয়ান আম বা খাস, কি মতিমসজিদ, আগরার তাজ অথবা বাদশা মহলের মত কিছু দেখিব। অনেক আশা ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছ-ছিলাম। প্রথমে আমাদের গাইডটি পাস লইয়া গেটের নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র দ্বারবান সবিনয়ে জানাইল—এখনও ২টা বাজে নাই। আমরা ততক্ষণ গাড়ীতে থাকিয়া বাহ্য দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। মধ্যাহ্নকালের পথ তত সজাগ নহে, মাঝে মাঝে দুচারি জন পথিক চলিয়া যাইতেছে মাত্র। তাতার প্যালেস সংলগ্ন একটি দ্বিতল গৃহে কতকগুলি পার্শী বালিকা ও যুবতী নানাবর্ণের রেসমী শাড়ী ও জ্যাকেট পরা, কাহারও চোখে চশমা ও ন্যূনবয়স্কারা ফ্রক ও সলমার টুপি মাথায় সেই দ্বিতলের বারাণ্ডায় দলে দলে আসিয়া তাহাদের দেশে নূতন চিত্র (বাঙ্গালীর মেয়ে) দেখিতে লাগিল। পরে জানা গেল যে, ঐটি একটি পার্শী বালিকাদের পাঠাগার। কিয়ৎক্ষণ পরে যথাসময়ে আমরা গেটের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। দ্বারের নিকট গিয়া ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেল। প্যালেসটি একটি ধনী লোকের মস্ত বাড়ী বলা যায়। প্রথমে "পোরটিকো", দুই পাশে রাঙ্গা চীনে মাটির বড় বড় টবে গাছ দেওয়া ও দুইটি চীনে মাটির সুন্দর স্ত্রীমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। সেখানে একটি বাতায়নের মধ্য দিয়া

উপরে উঠিবার সোপানশ্রেণী, তাহার দুই পার্শে দুইটি ইলেকট্রিক আলোকাধার, যেন ফলফুলসমন্বিত দুইটি আলোক-বৃক্ষ স্থাপিত। সেই পরিচ্ছন্ন আবরণ-মণ্ডিত সোপানশ্রেণী বাহিয়া আমরা উপরে উঠিলাম। প্রথমে একটি শ্বেত মার্ব্বেলের প্রকোষ্ঠ, তাহার সম্মুখে বারাণ্ডা, নীচে নাতিবৃহৎ প্রাঙ্গণ, সাদা কথায় বলিতে গেলে বাঙ্গালা ধরণে চকমিলান বড় বাড়ী। অবশ্য এ দেশের বাড়ী এ ক্যানানের কম দেখা যায়। দ্বিতলের উপর প্রাঙ্গণের তিন দিকে প্রকোষ্ঠগুলি অতি সুন্দররূপে সজ্জিত। অনেকগুলি গ্রীশদেশীয় খোদাই করা প্রস্তরমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। বেলওয়ারি কাঁচের জিনিষ পত্র ছিল। গৃহমধ্যস্থল নানাপ্রকার ড্রয়িং রুমের সামগ্রীতে শোভিত, তদ্ব্যতীত চীন জাপানের নানাবিধ সুন্দর ও অদ্ভুত শিল্প দেখিতে পাওয়া যায়। ঘরের দরজা জানালাগুলি টীক উডের সার্সিতে ও নানা কারুকার্য্যে খচিত।

নানাবিধ শোভনীয় বস্তুর মধ্যে অনেক প্রকারের মনোহারী দর্পণ দেখিলাম, কতকগুলি সোনালি ফ্রেমে ও কতকগুলি টিক উডে বাঁধান। কোনটি বড়, কোনটি ছোট, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, কোনটি বা বেহালার মত। এই প্রকার কাঁচের মধ্যে তারতম্য আছে। কোনটিতে দেখিলে অতি ক্ষুদ্র, কোনটিতে বা বৃহৎ আকৃতি দেখায়। এক এক খানিতে এমন অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখায় যে, নিজেই নিজেকে দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা যায় না। ইহা ব্যতীত তাতার পাঠাগার, আহার-স্থান ইত্যাদিও দেখিলাম, অবশ্য সে সকলের কোন বিশেষত্ব নাই। সজ্জিত গৃহগুলির মধ্যে তাতার পরিবারের আলবম দেখা গেল। সমুদয় শোভনীয় সুন্দর বস্তু সংগ্রহ করিয়াও তাতার পরিতৃপ্তি হয় নাই, তিনি একখানি "পাঞ্জা" পঞ্চ অঙ্গুলি-চিহ্ন প্রাসাদোপরি সংরক্ষিত করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন। ঐ হস্তাঙ্কনের অর্থ এই যে, স্বভুজের পরিশ্রমে স্বোপার্জ্জিত এত ঐশ্বর্য্য। বম্বের ধনী লোকের ইতিহাস শুনিলে ইহাই জানা যায় যে, প্রায় অতি সামান্য অর্থবল বা ক্ষুদ্র ব্যবসায় হইতে তাহারা ধনবান্ হইয়াছে, যেমন কেহ টুপি বিক্রয়, কেহ বোতল বিক্রয়, কেহ পেড় (মিষ্টান্ন) লইয়া দ্বারে দ্বারে বিক্রয় করিয়া অবশেষে এক একজন সম্পত্তি-শালী হইয়া উঠিয়াছে। চাকরী করিয়া জীবন কাটাইতে তাহারা সুখী নহে।

বম্বেতে একটি আর্ট স্কুল আছে। সেখানে অনেক প্রকারের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। আর্ট ষ্টুডিওতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর-খোদিত মূর্ত্তি ও ফল ফুলের চিত্র দেখিলাম। কিন্তু এমন সুকুমার শিল্প নারীগণকে যদি শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহা হইলে বোধ হয় আরও উন্নতি হইতে পারিত। আমাদের বাঙ্গালা দেশে অনেক কৃতবিদ্য মহিলার আবির্ভাব হইয়াছে, কিন্তু এ সকল ললিত বিদ্যায় কাহাকেও অনুরাগিণী দেখা যায় না।

তবুও আমার আশা ছিল, এই স্ত্রী-স্বাধীন দেশে পারসী ও দক্ষিণী রমণীগণের মধ্যে চিত্র-বিদ্যার উৎকর্ষ দেখিব। পাশ্চাত্য প্রদেশের নারীগণের মধ্যে অনেকে সুন্দর চিত্রপট আঁকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন শুনা যায়।

এখান হইতে আমরা মলোবার হিল দেখিয়া বাড়ী ফিরিলাম। এই স্থানটি অতি মনোরম ও প্রধান প্রধান ইংরাজ পার্সী ধনীদিগের বাসস্থান। বৈকালে তথায় সৌন্দর্য্যের মেলা বসিয়া থাকে। অদূরে নিম্নে পারাবারের বিস্তীর্ণ অম্বুরাশি তরঙ্গে তরঙ্গে উচ্ছ্বাসে উঠিতেছে, সেই শোভার আর অন্ত নাই—সীমা নাই। দলে দলে পারসী, ইংরাজ ও সম্ভ্রান্ত স্ত্রী পুরুষ বহুমূল্য পরিচ্ছদে শোভিত হইয়া নিঃশঙ্কে বিচরণ করিতেছেন। আবার একদিকে শ্রেণীবদ্ধ শকটরাজি দণ্ডায়মান হইয়া তন্বঙ্গীগণের বিশ্রামার্থ অপেক্ষা করিতেছে। এই মধুর সম্মিলনী শান্ত স্নিগ্ধ। উপরে পবন মৃদু সঞ্চালিত, নিম্নে ধরিত্রীর কোমল বক্ষ শান্ত —চারি দিক্ ধূসর ছায়াবিলম্বিত। প্রকৃতির সুচারু ক্রোড়ে রূপলাবণ্যবতীরা যুগবদ্ধ হইয়া নির্ণিমেষে জলধির লহরী দেখিয়া দেখিয়া সাধ মিটাইতেছেন। কাহারও কাহারও চক্ষে এ নশ্বর সুষমা তত মুগ্ধকর নহে। তাঁহারা ধীর পাদক্ষেপে বেলাভূমির উপর উপলখণ্ড দলিয়া দলিয়া একেবারে সাগরের পাদদেশে যোড়করে সেই পরম সুন্দর অবিনাশী অব্যয় অক্ষয় পুরুষের আরাধনা করিতেছেন। কি পুণ্যময় দৃশ্য!!

শ্রীনি—দেবী।

ক্ষুদ্র পদ্য।

অপরিচিতা।

নিভৃত শ্যামল কুঞ্জে শৈল-পদতলে,
কে তুমি বালিকা একা করিছ ভ্রমণ?
কি বিস্ময় মাখা তব নয়ন-কজ্জলে,
কোথায় চলেছে তব চঞ্চল চরণ?
তুমি কি গো ভালবাস নির্ঝরিণী-গান,
ক্ষীণ মর মর ধ্বনি তরু লতিকার,—
এ বিজনে বল শুনি আছে কোন্ টান,
কেন হেথা এস নিত্য করিতে বিহার?
বনফুলে চারিদিক গিয়াছে ছাইয়া,
সুখে প্রজাপতি তাহে করে বিচরণ,
হেলায় অঞ্চলখানি পড়িছে উড়িয়া,
কুঞ্চিত অলকদামে খেলে সমীরণ;
উন্মুক্ত প্রকৃতি-বক্ষে তোমারে হেরিয়া,
সুধাই কে তুমি বল রমণী-রতন?

কু-মতি।

তোমারে ছাড়িতে হবে ভাবিলে হৃদয়
বিষম বেদনা-ভারে অবসন্ন হয়;
কত যত্নে এত দিন পুষেছি তোমারে,
লুকায়ে রেখেছি সদা নিভৃত আগারে;
কিবা দিবা বিভাবরী পেলে অবসর,
তোমারেই করিয়াছি ধ্যান নিরন্তর।
বিবেক কঠোর হয়ে মরমে নিয়ত
আঘাত করিয়া বলে ছাড় পাপ যত,
ছাড় বিলাসিতা,—ছাড় ক্রোধ, অহঙ্কার,
ছাড় মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, নীচ ব্যবহার।
এতদিন করিয়াছি যারে আলিঙ্গন,
ভাবিয়াছি যারে সদা আপনার জন,
তাহারে ছাড়িতে প্রাণ চাহে না যে আর,
দুর্ব্বল প্রাণ তাই কাঁদিছে আমার।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অদ্ভুত আতিথ্য।

সন্ধ্যা হইবার আর বিলম্ব নাই। গোধূলির ধূসর বর্ণে দিগ্ দিগন্ত অনুরঞ্জিত। আকাশে দেবফুল ফুটিয়া উঠিল। নয়জন পথিক এই দিবা ও সন্ধ্যার সন্ধির সময়, নিশিন্দা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা সকলেই ঝালাকাঠী গ্রাম হইতে আসিতেছিল; কাজলাকাঠী গ্রাম তাহাদের গন্তব্যস্থান, তাহারা জমীদারকে খাজনা দিতে যাইতেছে। বলা বাহুল্য, তাহাদের সকলের নিকটেই প্রচুর টাকা আছে।

নয়জনের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই প্রৌঢ়, অবশিষ্ট যুবক ও বৃদ্ধ। নিশিন্দা গ্রামের ভিতর দিয়া আসিতেই সন্ধ্যা হইল, অতএব পথিকেরা, বিষণ্ণবদনে একটী বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইল। তাহারা গত কল্য নিশি-শেষে রওনা হইয়াছে, পথে দুর্যোগ না হইলে, সন্ধ্যার অগ্রেই পঁহুছিতে পারিত; কিন্তু পথিমধ্যে বিলম্ব হেতু তাহা হইল না। সমস্ত দিন পথ হাঁটিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণায় শরীর অবসন্ন, সঙ্গে অনেক টাকা, সেও এক মহাচিন্তা। সম্মুখে অন্ধকার রাত্রি, অতএব পথিকদের মনে ভীতির সঞ্চার হইল। তাহারা আর অগ্রসর না হইয়া ভাল একটী স্থানে অতিথি হইয়া রাত্রিযাপনের মানস করিল।

গ্রামের সম্মুখেই এক ভদ্রলোকের বাড়ী। বাড়ীটী দেখিলে বাড়ীর কর্ত্তাকে বড় ধনী লোক বলিয়া মনে হয়। তাহার সৌজন্য দেখিলে তাহাকে ভদ্রলোক বলিয়া প্রতীতি জন্মে। পথিক নয়জন সেই বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল।

পথিক নয়জনই চাষা লোক, অতএব

বাড়ীর কর্ত্তা স্বয়ং তাহাদের আহারাদির তদারক করিতেছেন দেখিয়া তাহারা মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইল। ঘি, আলু, চিংড়িমাছ, ঘনদুধ, সব্‌ড়িকলা, মিষ্ট টক্। আহা! এ সব কি উপাদেয় খাদ্য! রহিম চাচা রন্ধন করিল, সকলে মিলিয়া মহা আনন্দে আহার করিল।

আহারের সময় দাস দাসীরাও উপস্থিত ছিল, ইহার উপর স্বয়ং কর্ত্তা চোখে চস্‌মা ও ঘড়ীর চেন ঝুলাইয়া অতিথিদের আহারের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন।

অতিথিদের আহার ও আচমন শেষ হইল। গৃহকর্ত্তা ভৃত্য দ্বারা আশ্রিতদের উত্তম শয্যা রচনা করাইয়া দিলেন। শয়ন করিয়া অতিথিরা পরিতৃপ্ত হইল। গৃহকর্ত্তা গৃহদরজায় বসিয়া অতিথিদের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করিলেন।

"তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ? কোথায় যাইবে? তোমরা কোন্ জমিদারের প্রজা? বৎসরে কত খাজনা দিতে হয়? এবার কেমন ফসল হইয়াছে? খাজনা দেওয়ার পর তোমাদের কত লাভ থাকে?" ইত্যাদি।

অতিথিরা এই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিল, কেবল তাহাদের সঙ্গে যে টাকা ছিল, সে কথাটা স্পষ্ট কহিল না। কিন্তু চতুর গৃহকর্ত্তা মনে মনে তাহা বুঝিলেন।

২

গৃহকর্ত্তা আপন শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। দাস দাসীগণও যে যার স্থানে চলিয়া গেল।

অতিথিরা গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া, সকলের টাকা একত্র করিয়া রহিম চাচার নিকট রাখিয়া দিল। রহিম টাকাগুলি অতি গোপনে কোমরে বাঁধিয়া রাখিল। তখন রাত্রি কম হয় নাই, অতএব পথিকেরা ঘুমাইল। সমস্ত দিনের পরিশ্রম, তাহাতে আবার গুরুতর আহার ও সুকোমল শয্যা; দেখিতে দেখিতে তাহাদের গভীর নাসিকা-ধ্বনি উত্থিত হইল।

পৃথিবী নিস্তব্ধ। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়! আট জন পথিকের পার্শ্বে তখনও রহিম চাচা অনিদ্রিত। তাহার কোটরাগত চক্ষুযুগলকে স্পর্শ করিতে নিদ্রাদেবী যেন ইতস্ততঃ করিতেছেন। সে চক্ষু বুজিয়া কতই ভাবিতেছে—কে যেন কোথায় কুপরামর্শ করিতেছে, কাহার যেন ধীর পদশব্দ শুনা যাইতেছে, কে যেন কোথায় কাহার তীক্ষ্ণ ছুরিকা শাণে আরও তীক্ষ্ণতর করিতেছে। কোথায় যেন কে কাহাকে খুন করিতেছে।

চিন্তা করিতে করিতে রহিমের মস্তক ঘূর্ণিত হইল। পিপাসায় কণ্ঠতালু শুষ্ক হইল। সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। কিন্তু শয্যা ত্যাগ করিলেও চিন্তা তাহাকে ত্যাগ করিল না। তখনও পদশব্দ ও ছোট ছোট কথা তাহার কর্ণে সঞ্চারিত হইল। ধীরে ধীরে এই ভীতির ভাব বৃদ্ধি হইয়া তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিল। রহিম আর গৃহের ভিতর তিষ্ঠিতে পারিল না, দরজা খুলিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল। চতুর্দ্দিকে সূচিভেদ্য অন্ধকারকে আলিঙ্গন

করিয়া নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। রহিম সুমতিদেবীর প্ররোচনায় সে পাপ গৃহ ত্যাগ করিয়া সম্মুখস্থ একটী জঙ্গলের ভিতর গিয়া আশ্রয় লইল।

রজনী যখন দ্বিপ্রহর, গৃহস্বামী তখন শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। তাঁহার শরীরে আর পূর্ব্বের বেশ ভূষা নাই। তিনি এখন সে মোহন বেশ পরিত্যাগ করিয়া দস্যুর বেশ পরিধান করিয়াছেন; অতএব এখন হইতে আমরা তাহাকে দস্যুই বলিব। দস্যুর চক্ষু ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। বাম হস্ত মুষ্টিবদ্ধ, দক্ষিণ হস্তে শাণিত ছুরিকা। এই বেশে দস্যু অতিথিদের চতুর্দ্দিক দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু একজন নেমকহারাম পথিক যে কখন তাহার গৃহ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গিয়াছে, তাহা সে লক্ষ্য করে নাই।

অতিথিগণ যে ঘরে নিদ্রিত ছিল, দস্যু শাণিত ছুরিকা লইয়া ধীরে ধীরে সেই গৃহে প্রবেশ করিল। হতভাগ্য পথিকগণ অকাতরে ঘুমাইতেছিল। সকলেই পাশাপাশি শয়ন করিয়াছিল। মস্তকগুলি পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ ছিল। দস্যু ক্ষণকাল পর্য্যবেক্ষণ করিল, পরে ছুরিকা ত্যাগ করিয়া তরবারীর ন্যায় একটী কুড়ি হস্ত পরিমাণ তীক্ষ্ণ অস্ত্র বাহির করিল। তখনও অতিথিরা স্বচ্ছন্দে ঘুমাইতেছিল। দস্যু অবিচলিতচিত্তে, অকম্পিতহস্তে হতভাগ্য অতিথিদের মস্তকগুলি এক কোপে বিচ্ছিন্ন করিল। নররক্তের স্রোত বহিল। দস্যু কর্ম্ম সমাধা করিয়া সানন্দমনে প্রত্যেকের কোমরেই টাকা অনুসন্ধান করিতেছে। একি! এ যে আট জনের মৃতদেহ! দস্যু তখন বুঝিল অতিথিদের নয়জনের মধ্যে একজন পলাইয়াছে। দস্যু সন্দিগ্ধচিত্তে হত আট জনের নিকট তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল, কিন্তু একটী পয়সাও পাইল না। ঐ পলাতক ব্যক্তির নিকটে যে সমুদয় টাকা গচ্ছিত ছিল, দস্যুর তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রহিল না। রোষে, ক্ষোভে দস্যুর বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিল, দন্তে দন্ত ঘর্ষিত হইতে লাগিল, হস্ত দৃঢ়তর মুষ্টিবদ্ধ হইল। তৎক্ষণাৎ দস্যুবীর মুক্ত অসি হাতে করিয়া, পলাতকের উদ্দেশে বহির্গত হইল। অন্ধকার রজনীতে দস্যুর চক্ষু অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছিল। বাড়ীর সম্মুখস্থ বন জঙ্গল বৃক্ষতল ইত্যাদি যত নির্জ্জন স্থল ছিল, দস্যু তরবারী চালনা দ্বারা সে সব স্থান পরীক্ষা করিয়া দেখিল; তাহার মনে ধ্রুব ধারণা —পলাতক নিশ্চয় এই স্থানে লুক্কায়িত আছে। বস্তুতই পথিক এই ঘোরান্ধকার রজনীতে আর কোথাও যাইতে সাহস পায় নাই। সে সঙ্গীদের মমতা ত্যাগ করিতে না পারিয়া এই স্থানেই বনের ভিতর একটী নির্জ্জন স্থানে লুকায়িত ছিল বটে, কিন্তু উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে এক একবার বাহির হইয়া বাড়ীর দিকে দৃষ্টি করিতেছিল। সে যে দুশ্চিন্তা করিতেছিল, তাহা সত্য কি মিথ্যা জানিবার জন্যই সে

এরূপ চঞ্চল হইয়াছিল। এমন সময় সেই বাড়ী হইতে অগ্নির ন্যায় কি জ্বলিতে জ্বলিতে বাহির হইয়া আসিতেছে দেখিতে পাইল। পথিক বুঝিল, সেই গৃহস্বামীর গৃহ হইতে দস্যু আসিতেছে ও তাহার চক্ষু ও হাতের তীক্ষ্ণ তরবারী হইতেই অগ্নির ন্যায় তেজ বাহির হইতেছে। দস্যু যে তাহার উদ্দেশেই আসিতেছে, সে তাহা বুঝিতে পারিল। রহিম প্রাণভয়ে অধিকতর নির্জ্জন স্থলে গিয়া লুক্কায়িত হইল। দস্যু অনেক স্থানে অস্ত্র চালনা করিল, কিন্তু অতিথির অঙ্গ তাহাতে ক্ষত হইল না, ভাগ্য তাহাকে রক্ষা করিল।

নৃশংস দস্যু নিরাশ হইয়া গৃহে ফিরিল। এই ভদ্রবেশী বিদেশী ব্যক্তি এইরূপ অদ্ভুত আতিথ্য পালন করিবার জন্যই গ্রামের সম্মুখে, জন-মানব-শূন্য মাঠের ভিতর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। তাহার দলে প্রায় হাজার লোক আছে। সকলেই এই গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, কোন না কোন কর্ম্ম উপলক্ষে বসতি করিতেছে। তাহাদের অভিসন্ধি কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। প্রয়োজন মত নিমন্ত্রণ উপলক্ষে সকলে মিলিয়া পরামর্শ করে। এক একবার এইরূপ অদ্ভুত আতিথ্যপালনের পরেই এই সুদক্ষ দস্যু-বীর এই সব লোকের সাহায্যে এক রাত্রির মধ্যে ঘরবাড়ী ও আপনার বেশ ভূষা রীতি চরিত্রের এরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলে যে, অপরিচিত ব্যক্তি কেহ তাহা বুঝিতে পারে না। গ্রামবাসীরা বরাবর তাহার এই ভাব দেখিয়া তাহাকে একজন মাথাপাগলা বা মায়াবী লোক বলিয়া ঠিক্ করিয়াছে।

এই ঘটনার পরদিন পূর্ব্বাহ্নে সেই পলাতক পথিক রহিম পুলিসের দলবলসহ দস্যুর গৃহ ঘেরাও করিল। কিন্তু একি? এই কি সেই গৃহ? আর এই ব্যক্তিই কি সেই ভদ্রবেশধারী? অসম্ভব পরিবর্ত্তন দেখিয়া রহিম বিস্মিত হইল। বাড়ীতে খুনের বা তাহার সঙ্গীদের চিহ্নমাত্র নাই। সে সব পুরাতন দাস দাসীর একটিও নাই। এখনকার বেশ দেখিলে, কাহার সাধ্য যে এই ব্যক্তিই কল্যকার সেই গৃহ-স্বামী বলিয়া ঠিক্ করিবে? গত কল্য যে স্থলে বৃহৎ ঘর ছিল, অদ্য সে স্থলে ঘরের চিহ্নমাত্র নাই। গত কল্য যে স্থলে পরিষ্কার বারাণ্ডা ছিল, অদ্য সে স্থলে নব দূর্ব্বারাশি শোভা পাইতেছে ইত্যাদি।

দস্যু পুলিসের নিকট কল্যকার আতিথ্য স্বীকার করিল না, তখন উপযুক্ত মত কোন প্রমাণও পাওয়া গেল না; অতএব বাধ্য হইয়া পুলিশ-প্রহরীদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইল। কিন্তু হতভাগ্য দস্যু আর সে যাত্রা রক্ষা পাইল না। উপযুক্ত ডিটেক্‌টিভের হস্তে শীঘ্রই তাহাকে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইয়াছিল। চোরে দশদিন পরদ্রব্য আত্মসাৎ করে, কিন্তু একদিন নিশ্চয়ই ধরা পড়ে।

এ বিষয়ে একটি প্রবচন আছে—"দশ-দিন চোরের, একদিন সাধুর।"

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা।

রমণীদিগের শিক্ষা ও কার্য্য।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবল স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে, এদেশের রমণীগণ জ্ঞান ও শিক্ষায় কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সেই ত একদিন গিয়াছে, যে দিন রমণীজাতি নিকৃষ্টতম বলিয়া সমাজে পরিগণিতা ছিলেন। কত লাঞ্ছনা, কত নির্যাতনের মধ্য দিয়া তাঁহাদের জীবন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। আর আজ সেই রমণীদিগের অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়াছেন। অনেকে উপাধি লাভ না করিয়াও উচ্চশিক্ষায় সুশিক্ষিতা হইয়াছেন; অনেকে কুমারী থাকিয়া স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন, অনেকে কাব্য এবং উপন্যাস লিখিয়া প্রশংসা ও খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এই সকলই রমণীজাতির উন্নতির লক্ষণ।

কিন্তু এ সকল উন্নতির লক্ষণ হইলেও মনের মধ্যে একটী চিন্তার উদয় হয়। আগেকার সেই শিক্ষা ও স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিতা রমণীগণ শত প্রকার নির্যাতনের মধ্যেও নারীচরিত্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূষণ স্নেহ করুণা, লজ্জা ও বিনয় প্রভৃতি গুণগুলি হারান নাই। তাঁহারা এক দিকে যেমন এই সকল সদ্গুণে ভূষিতা ছিলেন, অন্য দিকে আত্মসুখ তুচ্ছ করিয়া গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন এবং নিঃস্বার্থ সেবা দ্বারা পরিবারের সকলকেই সুখী করিতেন।

ইহাও ত অল্প দিন পূর্ব্বের কথা। যদি সময়ের যবনিকা উঠাইয়া ভারতের সেই পুরাকালীন পুণ্যশীলা রমণীদিগের বিষয় একবার চিন্তা করি, তাহা হইলে তাঁহাদের আদর্শ-জীবনের কথা ভাবিয়া বিস্মিত হই। আমরা যে সকল রমণী কিঞ্চিৎ শিক্ষা ও স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি, আমরা কি ঐ সকল ধর্ম্মশীলা রমণীদিগের ন্যায় উন্নত জীবন লাভ করিতে পারিতেছি? আমরা কি আত্মসুখ তুচ্ছ করিয়া সমাজের হিত চিন্তা করিতে পারিতেছি? যে পবিত্র সমাজ আমাদের শিক্ষার জন্য, স্বাধীনতার জন্য, আমাদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্য কত চেষ্টা করিলেন, আমরা কি সেই চেষ্টার উপযুক্ত প্রতিদান দিতে পারিতেছি?

এ সকল কথা প্রত্যেক রমণীরই একবার চিন্তা করিবার বিষয়। আমরা যদি আত্মসুখে রত হইয়া দিবারাত্রি কেবল আপনারই স্বার্থ চিন্তা করি, তবে আর আমাদের শিক্ষার সার্থকতা কি? রমণীরাই গৃহলক্ষ্মী, গৃহের শান্তি, গৃহের সুখদুঃখ সকলই রমণীজীবনের উপর নির্ভর করে। সেই রমণীগণ যদি কেবল আত্মসুখাকাঙ্ক্ষিণী হন, তাহা হইলে গৃহের শান্তি ও শৃঙ্খলা কি নষ্ট হইয়া যাইবে না? যে গৃহে রমণীগণ নিজের স্বার্থ ভুলিয়া যাইতে পারেন নাই, সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতাকে

বর্জ্জন করিতে পারেন নাই, সেবাকেই জীবনের ব্রত বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই, সে পরিবারের রমণীগণ যতই কেন শিক্ষিতা ও স্বাধীনভাবাপন্ন হউন না, সেখানে প্রকৃত পারিবারিক সুখের আশা করা যায় না।

সুতরাং শিক্ষিতা রমণীদিগের নিঃস্বার্থ-ভাবে যেমন সমাজের হিতচিন্তা করা প্রয়োজন, তেমনি সেবার দ্বারা পারিবারিক সুখ শান্তি বর্দ্ধিত করা প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন আর একটী বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। সে এই যে এখনও এদেশে এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে স্ত্রীশিক্ষার আলোক ভালরূপে প্রবেশ করে নাই। সে সকল স্থানের পুরুষেরা স্ত্রী-শিক্ষার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়াই মনে করেন নাই। রমণীগণ লেখাপড়া শিখিবে না, আত্মোন্নতির জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিবে না, কেবল দাসীর ন্যায় পুরুষের সেবা করিবে, ইহাই তাঁহাদের মনের ভাব। এই সকল স্থানে শিক্ষিতা রমণীদিগের অনেক করিবার আছে। এক দিকে যেমন শিক্ষা হইতে বঞ্চিতা রমণীগণের সঙ্গে মিশিয়া তাঁহাদের মনে স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি একটা ব্যাকুলতা জাগাইয়া দিতে হইবে; অন্য দিকে নিজ নিজ জীবনকে আদর্শ-রমণী-জীবন করিয়া তুলিতে হইবে। সমাজ যতই স্ত্রী-শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রচার করুক না কেন, যখন স্ত্রী-শিক্ষা-বিরোধিগণ দেখিবেন, শিক্ষিতা রমণীরা অতি উন্নতভাবে জীবন যাপন করিতেছেন, তাঁহাদের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর-ভক্তি এবং নিঃস্বার্থ সেবার ভাব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছে, তাঁহারা নিজ নিজ সুখের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া পরের জন্য অকাতরে জীবন ঢালিয়া দিতেছেন, তখন সেই বিরোধী লোকেরা নিশ্চয়ই শিক্ষিতা রমণীদিগের গুণে আকৃষ্ট হইবেন, এবং নিজ নিজ পরিবারে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার করিতে যত্নবান্ হইবেন।

আমরা যে ইয়ুরোপীয়দিগের রীতি নীতি সভ্যতার স্রোতে ভাসিতেছি, সেই ইয়ুরোপীয় রমণীদিগের নিকটে এ বিষয়ে অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারি। ইয়ুরোপীয় মহিলাগণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া আপনাদের অবস্থাকে উন্নত করিয়া কেবল বিলাসিতা, কেবল নিজের সুখস্বার্থ লইয়া ব্যস্ত নহেন। তাঁহারা তাঁহাদের জীবনে এমন মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন, যাহা এ দেশের প্রত্যেক শিক্ষিতা মহিলারই অনুকরণযোগ্য। কিন্তু আমরা যদি তাঁহাদের সেই মহত্ত্বের অনুকরণ না করিয়া এক-শ্রেণীর বিলাসিনী রমণীর বিলাসিতা, আমোদ প্রমোদ ও আত্মাভিমানেরই অনুকরণ করি, তাহা হইলে দেশের লোকের স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ বই সদ্ভাব হইবার আশা কোথায়?

ইয়ুরোপীয় মহিলাগণের মধ্যে দেখিতে পাই, অনেকে ধর্ম্মের জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছেন, অকূল-সমুদ্র পার হইয়া এই ভারতের কত স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। কত সেবাপরায়ণা রমণী

পরোপকার-রূপ মহাব্রতে জীবন ঢালিয়া দিয়াছেন। এই যে কলিকাতায় আমাদের সম্মুখে "Little Sisters of the Poor" (গরিব দুঃখীর ছোট ভগিনী) নামক একটী রমণীসম্প্রদায় একটী আতুর-আশ্রম খুলিয়াছেন, সেখানে তাঁহারা চিররুগ্ন অনাথা ও অনাথিনীদিগের সেবায় জীবন ঢালিয়া দিয়াছেন। তাহাদের সেবা শুশ্রূষার জন্য এই ইউরোপীয় রমণীরা দ্বারে দ্বারে গিয়া ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। এ পৃথিবীতে এমন পাষাণ-হৃদয় কে আছে যে, এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ না হয়? এই রমণীরা স্বদেশ স্বজন পরিত্যাগ করিয়া সুদূর বঙ্গদেশে আসিয়া অসহায় বাঙ্গালীর সেবা করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন। আর আমরা যে কত বৎসর ধরিয়া শিক্ষা ও স্বাধীনতা পাইয়াছি, আমরা আমাদের স্বদেশবাসীর জন্য কি করিতেছি?

ঈশ্বর করুন আমরা যেমন ইয়ুরোপীয় মহিলাদিগের অনুকরণে শিক্ষা ও স্বাধীনতা লাভ করিতেছি, তেমনি যেন তাঁহাদের মহৎ দৃষ্টান্তে আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া যায়। আমরা যেন তাঁহাদের মহৎ জীবনের অনুসরণ করি, মহৎ আকাঙ্ক্ষায় আমাদের হৃদয় যেন জাগিয়া উঠে; আমরা যেন গর্ব্ব, বিলাসিতা, স্বার্থপরতা ও আত্মাভিমান দূরে রাখিয়া অশিক্ষিতা অসহায়া রমণীদিগের জন্য কিছু করিতে পারি, দেশের কল্যাণের জন্য যেন চিন্তা করি, আমাদের কার্য্য দ্বারা আমাদের সমাজ যেন উন্নত হয়।

শ্রীলাঃ—

নবীন ভারতী।

(১২)

প্রাচীনকালের লোকে মনে করিত বিদ্যুৎ পদার্থ পৃথিবীর জিনিষ নয়, ইহা স্বর্গীয় বস্তু—বহু দূরে থাকে এবং পৃথিবীবাসীদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য সময় সময় দেখা দেয়। কিন্তু এখন বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে, বিদ্যুৎ বা তাড়িত আমাদিগের অতি নিকটে—পৃথিবীর অণু পরমাণুতে বিদ্যমান। এই বিদ্যুৎকে মানুষ কলের ভিতর পুরিয়া বাতি জ্বালা, গাড়ী চালান, সংবাদ বহন এবং নানা প্রকার যন্ত্র পরিচালন দ্বারা নিত্য প্রয়োজনীয় কার্য্য সকল সম্পাদন করিতেছে। যাহা ছিল দূরস্থ, গুপ্ত ও ভয়ানক, তাহা হইয়াছে এখন নিকটস্থ, সুপ্রকাশিত ও সুন্দর। ঈশ্বর সম্বন্ধে এই কথা খাটে। তিনি বিদ্যুৎপুরুষ। অজ্ঞান ও অসভ্যযুগের লোক সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরকে দূরস্থ, ভয়ঙ্কর বস্তু বলিয়া মনে করে। তাহাদের বিশ্বাস তিনি কদাচ কখন মানুষের নিকট দেখা দেন, কিন্তু সে কেবল ভয় দেখাইবার জন্য। এই ভয়ানক ঈশ্বরকে তুষ্ট

রাখিবার নিমিত্ত বলিদান প্রভৃতি কত ভয়ঙ্কর অনুষ্ঠান করিতে হয়! কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি এই ঈশ্বরকে নিকটে দেখেন। তিনি দেখেন কেবল জড়জগতের অণু পরমাণুতে নয়, দেহের অস্থি মজ্জা এবং রক্তের অণু পরমাণুতেও তিনি বিদ্যমান এবং আত্মার অন্তরাত্মা হইয়া সকল বস্তু অপেক্ষা নিকটে আছেন। এই অন্তরতম দেবতা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম। ইঁহাকে ভালবাসিয়া চিরদিন পরমানন্দ লাভ করা যায়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের অতীত, বচনের অগ্রাহ্য, বুদ্ধি মনের অগোচর এই বিদ্যুৎপুরুষকে কি-রূপে ধরা যায়? জড়বিজ্ঞানবিৎ যেমন কৌশলে ধাতুপাত্রে (এসিড) দ্রাবক পদার্থ রাখিয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন করেন এবং তাহা দ্বারা আপনার অভিমত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া লন; তত্ত্বজ্ঞানী সেইরূপ দৃঢ়-বিশ্বাস-পাত্রে ভক্তি-দ্রাবকে ব্রহ্ম-পদার্থের প্রকাশ দেখেন এবং সেই প্রকাশে জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি লাভ করিয়া জীবনের কার্য্য সকল সুসম্পন্ন করেন। ভক্তবৎসল ভক্তের নিকটেই ধরা পড়েন এবং ভক্তকে কখনও ছাড়িতে পারেন না।

(১৩)

বড় মানুষের ছেলে, তার অগাধ বিষয় সম্পত্তি; কিন্তু সে নাবালক। সে পৈতৃক ধনের একমাত্র উত্তরাধিকারী হইলেও যতক্ষণ নাবালক, ততক্ষণ তাহার নিজের কোনও ক্ষমতা ও অধিকার নাই। অন্যে যতক্ষণ হাত তুলিয়া আহার দিবে, সে খাইবে; বস্ত্র দিবে, সে পরিবে; অন্যে টাকা দিবে, সে ব্যয় করিবে। বিষয়ের যিনি অছি, নাবালক সম্পূর্ণ তাঁহারই অধীন। সে বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছা করিলে তাঁহার অনুমতি চাই, কোন আমোদ প্রমোদ ভোগ করিতে চাহিলে তাঁহার অনুমতি চাই। এক পয়সা দান করিতে হইলেও তাঁহার অনুমতি ভিন্ন পারে না। তাহার সকল থাকিয়াও যেন নিজস্ব কিছুই নাই, সে সম্পূর্ণ পরপ্রত্যাশী ও পরাধীন। তাহার নিজের নামে বিষয় সম্পত্তি থাকিলেও তাহার নিজের সই চলে না, তৎসঙ্গে অছির নাম সই চাই। নাবালক অবস্থায় এই দুর্গতি। কিন্তু সে যখন সাবালক হয়, তাহার নিজের বিষয় বুঝিয়া লইবার তাহার অধিকার হয়; তখন সে প্রভু, অছিকে তাহার নিকট হিসাব দিয়া সকল বুঝাইয়া দিতে হয়। তখন তাহার সই ভিন্ন আর কোনও কাজ হয় না। তখন সে আপনার সম্পত্তি আপনি হস্তগত করিয়া স্বাধীন—যেমন ইচ্ছা খায়, পরে, আমোদ করে এবং অপরকে দান করে। তাহার বর্ত্তমান অবস্থা নাবালকের অবস্থা হইতে কত উন্নত ও সুখকর!

ধর্ম্মজগতে এইরূপ নাবালক ও সাবালক অবস্থা অনুসারে অধিকারভেদ আছে। ধর্ম্মজগতে নাবালকেরা পরের অধীন এবং পরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া চলে। তাহারা নিজে কোনও বিষয় বিচার করিয়া বুঝিতে পারে না। অন্যের কথা মানিয়া ও ধরিয়া চলে। শাস্ত্র, গুরু, লোকাচার তাহাদের পরিচালক। ধর্ম্ম-

জগতে যাঁহারা সাবালক হন, তাঁহারা স্বাধীন চিন্তা করেন এবং আপনাদের ধর্ম্মবুদ্ধি ও বিবেক হইতে ধর্ম্মের নিয়ম সকল আবিষ্কার করিয়া তদনুসারে চলেন ও তাহা জগতে প্রচার করেন। তাঁহারা স্বচক্ষে ঈশ্বরের আলোক দেখেন ও স্বকর্ণে তাঁহার বাণী শ্রবণ করেন। তাঁহারা বেদকর্ত্তা ব্রহ্মা, দেবগুরু বৃহস্পতি অথবা মানব-ধর্ম্ম-প্রণেতা মনুর মত শাস্ত্রকার হন এবং ঈশা, মুশা, মহম্মদ, নানক, চৈতন্যের মত সাক্ষাৎ-ভাবে পরম পিতার পরম ঐশ্বর্য্য ও পরম আনন্দ ভোগের অধিকারী হইয়া থাকেন। নাবালক অবস্থা না ঘুচিলে এ সৌভাগ্য হয় না। কিন্তু নাবালক একদিন সাবালক হইবে, ইহা স্থির নিশ্চয়।

জীবের চক্ষু।

চক্ষু হইতে ভাব ও চরিত্র উভয়ই বুঝা যায়। দেহের সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এই সুকোমল ইন্দ্রিয়ের গঠনকৌশল অতীব আশ্চর্য্য!

চক্ষু মনের চিন্তা ও হৃদয়ের ভাব অনেক সময় জ্ঞাপন করে। ভাষা যে ভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম, চক্ষু তাহা সহজেই প্রকাশ করে। চক্ষের কোণে যে জলবিন্দু মাঝে মাঝে দেখা দেয়, উহার অর্থ কতই গভীর! কখন আনন্দ, কখন দয়া, কখন বিষাদ, কখন প্রেমের কথা বলে। অবাক্ গূঢ় কথা চক্ষের কোণে প্রকাশ পায়। লোভীর চঞ্চল চক্ষে, প্রেমিকের স্নিগ্ধ নয়নে, ক্রোধীর ভ্রূকুটীতে, যোগীর শান্ত পলকশূন্য দৃষ্টিতে অনেক কথাই বলে। হঠাৎ বনমধ্যে ব্যাধের বন্দুক ধ্বনিত হইলে মৃগকুল তৃণভক্ষণ ত্যাগ করিয়া কেমন চকিতনয়নে সজাগ-ভাবে সভয়ে নিরীহ মস্তক ঈষৎ উত্তোলন করিয়া চাহে। আবার ধ্বনি নিস্তব্ধতায় মিশাইয়া যাইলে পুনরায় নিশ্চিন্ত হইয়া স্থিরনেত্রে ত্যক্ত তৃণগ্রাস অন্বেষণ করে। সিংহ হইতেও ভয়ানক বঙ্গীয় বৃহৎ ব্যাঘ্র অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইলে কেমন রক্তলোলুপ রোষ-কষায়িত প্রতিহিংসাপরায়ণ দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক আঘাতকারীর প্রতি ধাবমান হয়!

আবার ক্ষীণদেহা, অভুক্ত ভিখারিণীকে উত্তম আহারীয় ভক্ষণ করাইয়া তাহার চক্ষের প্রতি চাহিয়া দেখ—কেমন কৃতজ্ঞতার কথা। পত্রের প্রত্যুত্তর যথা-সময়ে হস্তগত না হইলে প্রণয়ীর প্রতি প্রণয়িনীর কতই অভিমান! সকলি অধোদৃষ্টিতে কেমন সুপ্রকাশ!

হরিণীর চক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহার কতই তরলতা, সরলতা, গম্ভীরতা ও সৌন্দর্য্য! শৃগালীর তাহার বিপরীত!

কুক্কুরের নয়নভঙ্গীতে ক্ষুধা, পিপাসা,

আদর, স্নেহ, হর্ষ, বিষাদের কাহিনী অনেক পরিমাণে পাঠ করা যায়।

উষ্ট্র মরুভূমির মধ্যে ক্ষুধার্ত্ত বা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া প্রভুর দিকে গ্রীবা বাঁকাইয়া নয়নের ভাব ভঙ্গীতে কতই কাতরতা প্রকাশ করে। গর্দ্দভ ভারাক্রান্ত হইয়া রোদন করিলেও যে ভাব প্রকাশ না পায়, তাহার অর্থশূন্য দৃষ্টিতে তাহা ব্যক্ত। মৃত পক্ষীর নিমীলিত চক্ষে কেমন সুন্দর ভাবে মৃত্যুর বৃত্তান্ত পাঠ করা যায়।

কোন কোন মৎস্যের পুচ্ছে চক্ষু অঙ্কিত থাকে। ইহাকে প্রকৃত দর্শনেন্দ্রিয় বলা যায় না বটে, পৃথক্ দর্শনেন্দ্রিয় তাহাদের থাকে, কিন্তু ইহার দ্বারা তাহাদের বিপদের সময়ে বিশেষ উপকার হয়। অনেক সময়ে শত্রুগণ অনুসরণ করিয়া লাঙ্গুলে অঙ্কিত চক্ষুটী কাটিয়া লইয়া প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করে। ইহাতে মৎস্য দেহ লইয়া বাঁচিয়া যায়। এই প্রকার অতিরিক্ত-নয়নাঙ্কিত-পক্ষবিশিষ্ট কোন কোন পোকা ও প্রজাপতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই অতিরিক্ত চক্ষের বিশেষত্ব এই যে, উহা সেই জীবের সাধারণ চক্ষুর মত নহে। উহা উচ্চশ্রেণীর জীবের চক্ষুর ন্যায়। জলের মধ্যে এরূপ অনেক জীবাণু আছে, যাহাদের ললাটদেশে একটী মাত্র চক্ষু আছে। ঐ চক্ষু রজনীকালে ঝল্‌সিতে থাকে। অনেক দ্বিচক্ষুবিশিষ্ট জীবেরও এইরূপ মস্তকমধ্যে এক তৃতীয় চক্ষের নিদর্শন পাওয়া যায়; ব্যবহারাভাবে হয়ত উহার স্নায়ুসমূহ কার্য্যক্ষমতা হারাইয়াছে। অশ্ব, বাদুড়, ছুঁচো, টিক্‌টিকি, বাঁদর ও শীলমৎস্যে এই তৃতীয় চক্ষের চিহ্ন পাওয়া যায়। মানব-শিশুর মস্তকের যে অংশ অতি কোমল থাকে, অঙ্গুলী-স্পর্শমাত্রেই দ্রব পদার্থের ন্যায় নামিয়া যায়, সেই অংশটীও বোধ হয় ঐ তৃতীয় শিবনেত্রের ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রদান করে। বিজ্ঞান বলেন যে, ব্যবহার অভাবে ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কালক্রমে লুপ্ত হয়, যথা—তৃতীয় চক্ষু! পুরুষের স্তন!!

অনেক জীবের সাধারণ চক্ষুও অ-ব্যবহারে লুপ্ত হয়। কোন কোন গভীর গর্ত্তবাসী মৎস্য ও অন্ধকারবাসী টিক্‌টিকির চক্ষু থাকে না।

অন্ধ পিপীলিকা এবং ছুঁচোর কথা আমরা জানি। কোন কোন প্রকার বাদুড়ের চক্ষু থাকে না। চক্ষুহীন জীবেরা হয় শ্রবণেন্দ্রিয়, না হয় স্পর্শ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে জীবনের সাধারণ কার্য্য নির্ব্বাহ করে।

সর্পের চক্ষের পর্দ্দা নাই—তাই তাহারা নির্লজ্জভাবে দংশন করে। তাহাদের চক্ষু সততই মুক্ত—তাই পলকশূন্য। এই চক্ষু দ্বারা শ্রবণকার্য্যও সম্পন্ন হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্যের চক্ষু পৃথিবীস্থ সমুদায় জীবগণের চক্ষু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সকল জীব অপেক্ষা আমরা দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা অধিক জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারি, কারণ এই যন্ত্র ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বুদ্ধি দর্শনকার্য্যে

সাহায্য করে। আমরা সুদূর নক্ষত্র দেখিতে পারি এবং অতি ক্ষুদ্র পরমাণুও দেখিতে পাই। ইহা কিন্তু যন্ত্রের সাহায্য-সাপেক্ষ, নচেৎ শিকারী পক্ষী, চীল, শকুনী, কুক্কুট, মুঁলা পক্ষী (Humming bird) প্রভৃতি সুদূর দৃষ্টিতে মনুষ্যকে হারাইয়া দেয়।

চক্ষু কত বিষয়ই দেখে! কত কথাই বলে।

শ্রীহেমেন্দ্র নাথ সিংহ।

জন ফ্রেড্রিক ওবার্লিন।

ফ্রান্স দেশের অন্তঃপাতী ষ্ট্রাসবর্গ নগরে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে জন ফ্রেড্‌রিক ওবার্লিন জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নয়টী সন্তান ছিল। শিক্ষকতা করিয়া তিনি অতি সামান্য অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, সুতরাং তাঁহাকে অতি কষ্টেই আপনার বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করিতে হইত। তথাপি তিনি কখনও আপনার অবস্থায় অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন না। ওবার্লিনের পিতা অতিশয় পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী ছিলেন বলিয়া নিজের সামান্য উপার্জ্জন হইতেও প্রতি সপ্তাহের শেষে সকল সন্তানকেই কিছু কিছু অর্থ প্রদান করিতে পারিতেন। অর্থাভাবে তাহাদিগকে প্রায় প্রত্যহই কৃষ্ণবর্ণ কদর্য্য রুটি আহার করিয়া থাকিতে হইত, এই অর্থ পাইলে তাহারা বেশী মূল্যে শ্বেতবর্ণ সুখাদ্য রুটি ও ফল ক্রয় করিত, এবং সময়ে সময়ে তাহা হইতে উদ্বৃত্ত অর্থ একস্থানে সঞ্চিত করিয়া রাখিত এবং প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করিত। ওবার্লিনের পিতা যদি কখনও কাহারও ঋণশোধে অসমর্থ হইয়া বিষন্ন হইতেন, তখনই তাহারা তাঁহাকে সেই সঞ্চিত অর্থ আনিয়া দিত। পুত্রকন্যাগণের সহৃদয় স্নেহপূর্ণ আচরণে তিনি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিতেন এবং দারিদ্র্যের কঠোর শাসনে নিপীড়িত হইলেও পুত্রকন্যাগণের সহবাসে যেরূপ সুখে থাকিতেন, তাহা বর্ণনাতীত। ওবার্লিনের চরিত্রে যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় যে অসাধারণ পরোপকারিতা, নির্ভীকতা, ধৈর্য্য, ক্ষমা প্রভৃতি সদ্গুণরাশি শোভা পাইয়াছিল, শিশুকাল হইতে তাহার নিদর্শন লক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার বাল্য ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক গল্প তাঁহার জীবনচরিত গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত দেখা যায়।

একদা বাজারের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে তিনি দেখিলেন যে কতিপয় দুঃশীল বালক কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত এক বৃদ্ধার মস্তক হইতে বলপূর্ব্বক ডিমের ঝুড়ি ফেলিয়া দিয়াছে, এবং ক্ষতিগ্রস্তা বৃদ্ধা দুঃখে যতই রোদন করিতেছে, তাহারা ততই হাস্য করিতেছে। সময়-

হৃদয় ওবার্লিন তাহাদের কাপুরুষোচিত ব্যবহার দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাহাদের সংখ্যা অনেক হইলেও একাকী নির্ভয়ে সেই দুর্দান্ত-দিগের সম্মুখীন হইলেন এবং তাহাদের ব্যবহারের জঘন্যতা প্রদর্শনপূর্ব্বক যথোচিত তিরস্কার করিলেন। পরিশেষে বৃদ্ধাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া দৌড়িয়া বাটী গেলেন, এবং নিজের বহু সপ্তাহের সঞ্চিত অর্থ আনিয়া দিয়া তাহার ক্ষতিপূরণ করিলেন। বৃদ্ধা সেই দুর্দান্ত বালক-দিগকে গালি দিতে দিতে ও তাঁহাকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

আর একদিন ওবার্লিন দেখিলেন যে, এক দুষ্ট নগররক্ষক এক দীনহীন খঞ্জের প্রতি অত্যাচার করিতেছে। এইরূপ নিষ্ঠুরাচরণের জন্য উচ্চৈঃস্বরে তিরস্কার করিতে করিতে তিনি নির্ভয়ে উভয়ের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলেন। তখন দুষ্ট প্রহরী ভিক্ষুককে ছাড়িয়া তাঁহাকে ধরিতে গেল, কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা অভিযোগের ভয় প্রদর্শন করাতে সে উভয়কেই ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। এই ঘটনার দিন কতক পরে ওবার্লিন এক সঙ্কীর্ণ পথে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, সেই দুষ্ট নগররক্ষক আসিতেছে। তিনি তাহাকে দেখিয়া পলাইবেন কিনা ভাবিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনে হইল আমি কেন পলাইব? একজন দীন খঞ্জের সাহায্য করিতে গিয়া নিজ কর্ত্তব্যই করিয়াছি; ঈশ্বর আমার সহায় হইবেন। তখন বীরের ন্যায় নির্ভয়ে তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন।

ওবার্লিনের চরিত্রে বীরোচিত বিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে সাধুজন-সুলভ ধৈর্য্য, ক্ষমা প্রভৃতি সদ্‌গুণের আশ্চর্য্য সমাবেশ লক্ষিত হইত। দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার দেখিলে তিনি ভীরু কাপুরুষের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকিতেন না, কিন্তু তাঁহার নিজের প্রতি কেহ অন্যায় করিলে ধীরভাবে সহ্য করিতেন। একদিন এক দুর্ব্বিনীত বালক পথে তাঁহার মস্তক হইতে টুপি ফেলিয়া দিল, এবং নানারূপ কদর্য্য ভাষায় তাঁহাকে গালি দিতে লাগিল। তদ্দর্শনে নিকটবর্ত্তী কতকগুলি লোক সেই দুষ্টকে শাসন করিতে চাহিল, কিন্তু ক্ষমাশীল ওবার্লিন তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া, সেই দুষ্ট বালককেও কিছুই না বলিয়া নিজের টুপী তুলিয়া লইলেন এবং প্রশান্ত ভাবে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। ইহার কিছুদিন পরে আবার সেই বালকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু ওবার্লিনের পূর্ব্বদিনের মহানুভবতা দেখিয়া তাহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। সে দিন সে বিনীত হইয়া, বন্ধুভাবে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিল। অনেক সময়েই শাস্তি অপেক্ষা ক্ষমা দ্বারা দুষ্টলোক বশীভূত হয়, এই ঘটনা তাহার একটী প্রমাণস্থল। (ক্রমশঃ)

ব্রহ্মবাদিনী কুমারী কব।



রমণীর শিরোমণি শ্রীকুমারী কব!
তপস্যায় উপার্জিলে অমূল্য বৈভব—
ব্রহ্মজ্ঞান মহারত্ন, ব্রতী মহাব্রতে
বিলালে অর্জিত ধন সমগ্র জগতে।
প্রাণরূপে প্রাণময়ে করিয়া দর্শন
সর্ব্ব-প্রাণিহিতে প্রাণ করিলে অর্পণ।
সাধি জীবনের ব্রত দেবসভাস্থল

চলে গেছ, রাখি হেথা আদর্শ উজ্জ্বল।
বিহুলা, মৈত্রেয়ী, গার্গী, মাডাম গায়ান
ব্রহ্মবাদিনীর মাঝে পাইয়াছ স্থান।
অসীম প্রাণের আশা অসীমে ডুবিয়ে
পূর্ণ কর নিত্যকাল ব্রহ্মানন্দ পিয়ে।
তোমাদের তপোব্রত আদর্শ মহান্
ধরি এ ধরায় নারী হোক্ মহাপ্রাণ।

কুমারী ফ্রান্সিস পাউয়ার কব।

কুমারী কবের সাধারণ জীবনী ইতিপূর্ব্বে* বর্ণিত হইয়াছে। আজি তাঁহার কয়েকটী বিশেষ গুণের উল্লেখ করিব। মিস্ কবের জীবনের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ আত্মবৃত্তি। বাল্যকাল হইতে তাঁহার আত্মবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের ব্রাইটন্ নগরের বোর্ডিং স্কুলে তাঁহার প্রথম পাঠাভ্যাস হয়। তাঁহার শিক্ষার জন্ত তাঁহার পিতার প্রায় ১৫,০০০ টাকা ব্যয় হয় এবং তিনিও শিক্ষা লাভে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু এত পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে যে ফল লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। ইহা বুঝিতে পারিয়া নিজেই লিখিয়াছেন, "এই শিক্ষার উদ্দেশ্য বালিকাদিগকে সমাজের "সাজ সজ্জা" (ornament of society) করা। এখানে গান বাজনা ও নৃত্যের যত আদর, ধর্ম্ম ও নীতির তত আদর নাই। উপর উপর ভাসা ভাসা এক আধটু শিক্ষা করিয়া নারীগণ আমোদ প্রমোদে কাল কাটাইত।" ইহা তাঁহার ন্যায় চিন্তাশীলা রমণীর পক্ষে অসহ্য হইবে সন্দেহ কি? বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া দেখিলেন এ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রকৃত শিক্ষালাভ কিছুই হয় নাই। তখন তিনি আপনি আপনার শিক্ষক হইয়া অধ্যয়নে অভিনিবিষ্টা হইলেন এবং একটীর পর আর একটী শিক্ষার অপূর্ণতা নিজেই পূর্ণ করিতে লাগিলেন। ইতিহাস শিক্ষায় চারি বৎসর কাটাইলেন। গ্রিক্ ভাষা শিক্ষাতেও কয়েক বৎসর অতীত হইল। জ্যামিতিকে তিনি অতি প্রয়োজনীয় শাস্ত্র মনে করিতেন এবং প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত তাহার অনুশীলন করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকদের জ্যামিতি শিক্ষা সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। "I have ever since strongly recommended this study to women as specially fitted to counteract our habits of hasty judgment and slovenly statement, and to impress upon us the real nature of demonstration." অর্থাৎ সহসা বিচার নিষ্পত্তি এবং এলোথেলো রকমের কথা বলায় আমাদের যে অভ্যাস, তাহা দূর করিবার জন্য এবং সিদ্ধান্ত কাহাকে বলে তাহা আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত করিবার জন্য স্ত্রীলোকদের জ্যামিতি শিখিতে আমি বরাবর বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়া আসিতেছি।

কুমারী কব আপনার অসাধারণ মেধাশক্তি প্রভাবে পৃথিবীর উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া তাহার সারসংগ্রহ করিয়াছিলেন। কাব্য, সাহিত্য, প্রাচ্য দর্শনশাস্ত্র,

* বামাবোধিনী ৪৮৯ সংখ্যা—২৮ পৃষ্ঠা দেখ।

গ্রীক দর্শন ও ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের ভগবৎ-প্রণোদিত মহাবাক্য সকল অনুশীলন করিয়া গভীর জ্ঞানের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। অর্থোপার্জ্জন ও বিবাহ তাঁহার চিন্তাস্থলে উদিত হয় নাই। বহুদিন নির্জ্জনে আত্মচিন্তা ও জগতের রহস্য-চিন্তায় অতিবাহন করিয়াছিলেন।

কুমারী কবের আত্মজীবন হইতে একটী অংশ উদ্ধৃত করিতেছি, ইহাতে তাঁহার মনস্বিতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় :—

"১১ বৎসর পর্য্যন্ত আমার ক্ষুদ্রজীবনের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যস্রোত উজ্জ্বল ও ধীর ভাবে চলিয়াছে। ইহার প্রতি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলে এবং অন্যান্য রমণীর বাল্য-কালের সহিত আমার বাল্যকালের তুলনা করিলে আমি নিষ্ঠাবতী ছিলাম বলিয়া বোধ হয়। আমার বয়সের বালিকাদের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক নয়। ইহা নির্জনবাসেরই ফল। আমি অনেক সময় গোপনে গোপনে বাইবেল পড়িতাম এবং "মানবের সমুদায় কর্ত্তব্য" নামে একখানি অতি নীরস পুস্তক অধ্যয়ন করিতাম। ভবিষ্যতে বরাবর ধর্ম্মনীতি অধ্যয়নে আমার অনুরাগ এই শেষোক্ত পুস্তক পাঠ হইতে সঞ্চারিত হয়। এই পুস্তকের পাঠে তত আনন্দ পাইতাম না, কিন্তু পাঠ করিতে করিতে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তিনী হইতেছি এই ভাবিয়া সুখী হইতাম। অনেকগুলি প্রার্থনা এখন স্মরণ করিয়া আশ্চর্য্য হই। ধর্ম্মমত ও আদেশাবলী আবৃত্তি জন্ত অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিতাম। নিজের জন্ত সর্ব্বপ্রকার কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিতাম এবং তাহা ভঙ্গ করিলে দণ্ড-স্বরূপ আপনাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ হইতে সাহসপূর্ব্বক বঞ্চিত বা নিম্ন নির্দ্দিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দণ্ডে দণ্ডিত করিতাম। আমার স্নেহময়ী জননী পর্য্যন্ত ঘুণাক্ষরে ইহার কিছুই জানিতেন না। কেবল এক সময় পাপভারাক্রান্ত কেইনের ন্যায় বিবেকের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আমার রাগের কুফলের কথা মাতার নিকটে ব্যক্ত করিয়াছিলাম। রাগের বশে আমার সমস্ত পরিবারকে, বিশেষতঃ শিক্ষয়িত্রীকে শাপান্ত করিয়া আমি এত অশ্রুবর্ষণ ও দীর্ঘশ্বাসে হাহাকার করিয়াছিলাম এবং তাঁহার শয়নগৃহের এক কোণে মেজেতে অনেকক্ষণ এমন অবসন্নভাবে পড়িয়া-ছিলাম যে, তিনি তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যা-ন্বিত হন।

একদিন নির্জ্জনে প্রার্থনা করিতে করিতে "ঈশ্বরের মঙ্গল ভাব" আমার নিকট অতীব উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইল। রাজার রাজশ্রী যেমন একটী উপাধিমাত্র, ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপ সেরূপ নয়। আমরা মঙ্গল যাহাকে বলি, তাঁহার প্রকৃতি নিশ্চয়ই সেই মঙ্গল। ন্যায় বলিতে যাহা বুঝি, তাহা তিনি; তবে তিনি পূর্ণ ন্যায়। মঙ্গল বলিতে যাহা বুঝি, তাহা তিনি, তবে তিনি পূর্ণমঙ্গল। তিনি এখন মঙ্গল এবং অনন্তকালে ভীষণ, তাহা নহে। তিনি তাঁহার কতক জীবের পক্ষে দয়ালু ও অপর কতকের পক্ষে নির্দ্দয়

নহেন। তিনি পূর্ণরূপে অনন্তরূপে সর্ব্ব-জনীনরূপে দয়ালু। তাঁহার অনন্তকালের কার্য্য সকল যদি আমার বুঝিবার সাধ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার একটী কার্য্যও এমন দেখিব না যাহাতে তাঁহার প্রতি আমার ভক্তি গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইবে না এবং যাহার জন্য তাঁহার প্রতি প্রশংসাধ্বনি উত্থিত হইবে না।"

অপরাজিতা।*

(শেষ)

বেহাইর মুখে শুনি তীব্র তিরস্কার
জনার্দ্দন রোষে ভাষে অগ্নি অবতার,
"হয়েছে অপরাজিতা স্বধর্ম্ম-পতিতা,
সবাকে বলিব এই ধ্রুব সত্য কথা।"
সুখচন্দ্র বলিলেন 'রে মূর্খ বর্ব্বর!
বজ্রাঘাত হবে তোর মাথার উপর।
আমার অপরাজিতা সতী পতিব্রতা,
তাহাকে বলিস্ তুই এ কুৎসিত কথা!'
জনার্দ্দন বলিল 'কর হে এক কাজ—
কন্যাকে ডাকিয়া আন এ সভার মাঝ।
তুমিও ধার্ম্মিক, তব কন্যা ধর্ম্মশীলা,
সতী সাধ্বী পতিব্রতা সরলা সুশীলা।
সভায় আসিয়া গুরুদেব সাক্ষী করি
বলুক সবার কাছে আমি সতী নারী।'
সুখচন্দ্র সে কথায় হইয়া স্বীকৃত,
অপরাকে সভাতলে আনিল ত্বরিত।
সভাতে অপরাজিতা গুরু সাক্ষী করি
বলিল সবার কাছে "আমি সতী নারী।
জীবনে জানি না কভু পতিপদ বিনে,
সমস্ত যামিনী যাপি প্রভুর ধেয়ানে।
গুরুর পবিত্র নাম জপি দিবানিশি,
দীন দুঃখী অন্ধ জনে বড় ভাল বাসি,
গুরুজন পাদপদ্ম পূজি দিবা রাতি,
কখনো বলি না মুখে কুৎসিত ভারতী।
এই কাজ করি আমি শুন সর্ব্ব জন,
মিথ্যা যদি বলি হবে নরকে পতন।"
শুদ্ধা রমণীর মুখে শুনি শুদ্ধ বাণী
আনন্দে অধীর যেন হইল অবনী।
সভাতে বসিয়াছিল যত গ্রামবাসী
সকলে উঠিল সুখসিন্ধুনীরে ভাসি।
সুখচন্দ্র অতি সুখে হইল কাতর,
লভিল স্বর্গীয় শান্তি শান্তির অন্তর।
হেরি তাহাদের এত আনন্দ উল্লাস
শ্বশুরের মনে হলো ঈর্ষার প্রকাশ।
বলিল "দেখেছি যারে পর-পতি-কোলে,
সে অসতী সভাতলে 'আমি সতী' বলে।
ইহা হ'তে অবিচার কি আছে ভূতলে,
অচিরে সংসার যাবে পুড়ে পাপানলে।"
তখন অপরাজিতা সুধীরা ললনা
শ্বশুরের ক্রোধানল করিতে সান্ত্বনা,
বলিল "হে পিতঃ! তব কিবা মনসাধ
ব্যক্ত কর এ দাসীরে, খণ্ডাও বিবাদ।
অনলে সলিলে যদি এ প্রাণ ত্যজিলে
তুষ্ট হও, এখনি তা ত্যজি অবহেলে।

* বামাবোধিনী ১৩১০ সালের ২১৩ পৃষ্ঠা দেখ।

এ অধীনী চিরদিন চরণে কিঙ্করী,
কি আজ্ঞা আমাকে হয় বল কৃপা করি।"
সরোষে বলিল তবে ভ্রান্ত জনার্দ্দন,
"আমার মনের ইচ্ছা শুন সর্ব্বজন।
একটি অগ্নির গোলা করিয়া নির্ম্মাণ,
অপরাজিতার হাতে করিবে প্রদান।
প্রজ্বলিত অগ্নিখণ্ড দুই হস্তে ধরি,
রাখিবেক দূরে, তবে বলি সতী নারী।"
ভ্রান্ত জনার্দ্দন যদি এরূপ বলিল,
মালা-গাঁথা গ্রামবাসী কম্পিত হইল।
কঠিন সমস্যা দেখি সুখচন্দ্র পিতা,
বুকে টানি লইলেন আপন দুহিতা।
শান্তিস্বরূপিণী শান্তি প্রফুল্লবদনী,
বলিল স্বামীর কাছে যুড়ি দুটি পাণি :—
'দাও দেব এ কন্যাকে সীতার প্রসাদ,
হইবে অপরা জয়ী ঘুচিবে বিবাদ;
অথবা পুড়িয়া ছাই হইবে অনলে,
আমরা দুজনে যাব হিমালয়ে চলে।
এক দিন হবে যদি অবশ্য মরণ,
তবে মৃত্যু ভাবি আর চিন্তা কি কারণ?'
অনন্তর সুখচন্দ্র বসিয়া সভায়,
"তাই হোক" বলি জানাইল অভিপ্রায়।
শ্বশুরের অভিপ্রায় বুঝিয়া অন্তরে,
প্রসন্ন হইল সতী পতিপদ স্মরে,
ভয়-ভীতি-শঙ্কাশূন্য দেবতা বিশেষ,
ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে করিল প্রবেশ।
স্নানান্তে লইয়া করে ফুল সচন্দন,
পূজিল পতির পদ হয়ে একমন।
তারপর সীতারাম করিয়া অর্চ্চনা,
জনকজননী-পদ করিল বন্দনা।
পরে শ্বশুরের পদে করিল প্রণাম,
সভাসদ্‌গণ তারে করিল কল্যাণ।
অনন্তর অগ্নি-গোলা নির্ম্মাণ হইলে,
আপনি অপরাজিতা নিল করে তুলে।
করে প্রজ্বলিত অগ্নি, মনে স্বামিরূপ,
চলিতে লাগিল যেন লাবণ্যের স্তূপ।
লইয়া অগ্নির গোলা শত হস্ত দূরে,
রাখিল অপরাজিতা ভূমির উপরে।
গাইল মঙ্গল-গীতি সভাসদ্‌গণ,
আনন্দেতে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।
নাচিল গ্রামের লোক "সতীজয়" বলে,
শ্বশুর নাচিল সুখে দুই বাহু তুলে।
সুখ, শান্তি দুইজন বসি একাসনে,
হেরিতে লাগিল দৃশ্য নিষ্পন্দনয়নে।
সন্তাপিত জনার্দ্দন আসিয়া তখন,
পুত্রবধূ কোলে করি জুড়িল ক্রন্দন।
আহা হা বিধির ইচ্ছা এমন সময়,
অপরাজিতার স্বামী হলেন উদয়।
বলিল সকল তাকে গ্রামবাসিগণ,
শুনিয়া মধুর হাস্য করিল সে জন।
বলিল সাধুতে সদা রহেন সত্যেশ,
আমি এ অধমাধম কি কব বিশেষ।
দুষ্টা বিমাতার কথা শুনিয়া শ্রবণে
এত কাণ্ড করিলেন পিতা অকারণে।
স্বর্গের অপরাজিতা পুণ্যের আধার,
স্বয়ং দিলেন সাক্ষ্য বিভু সে কথার।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্ত।

বনবাসিনীর পত্র।*

পিতঃ! আত্মার সম্বন্ধ অনন্ত অক্ষয় হইলেও ইহার পরে আর আপনি পত্রাদিও প্রদান করিবেন না, নানা হিতোপদেশ প্রদানে আশস্ত করিবেন না। তখন কেবল আপনা আপনিই নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপে মিলিত থাকিয়া আনন্দ উপভোগ করিবেন। তাই সাকার ভালবাসি বলিয়াছিলাম, কিন্তু ভক্তি, স্নেহ থাকিবে না তাহা বলি নাই। তখন ঈশ্বর আপনি এক হইয়া যাইবেন, সুতরাং স্নেহ বা ভক্তি থাকিবে না, ইহা একেবারে অসম্ভব হয়। আর পিতঃ আপনি বলিয়াছেন আকার ত যাইতে বসিয়াছে এবং সাকার নশ্বর ও শোকের কারণ। কিন্তু পিতঃ আপনাদেরই শিক্ষিত এবং ভাগবত-পুরাণাদি-কথিত এই কথা শুনিয়াছি যে, প্রাপঞ্চিক দৃষ্ট নশ্বর দেহাতীত অবিনশ্বর নিত্যদেহ জীবের আছে এবং ভক্তগণ সেই অক্ষয় অশোক উজ্জ্বল চিদানন্দময় দেহ দ্বারাই সেই চিদানন্দময়ের সেবা করিয়া সুখী হয়। সে দেহ এই ভৌতিক চক্ষে দেখাও যায় না এবং সাধারণ জ্ঞানদ্বারাও বোধ হয় না। আপনার স্বর্গগত কন্যা...... বাহ্যিক-জ্ঞান-শূন্য হইয়া পরম জ্ঞানে তাহা দেখিয়াছিল, তাহা সকলে প্রলাপ মনে করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সত্য; অবিশ্বাসের স্থলে নিরুত্তর থাকাই মঙ্গল।

আর পিতঃ! ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ ইহাও যেমন সত্য, অন্তর্যামী আত্মারূপে সকলের অন্তরে বিরাজমান, ইহাও তেমনই সত্য এবং সেই নিরাকার চিদানন্দস্বরূপের রসময় সাকার মূর্ত্তিও নিত্য এবং সত্য, সেবার্থিভক্তগণের ইহাই বিশ্বাস। আপনি পিতা, আমি কন্যা ইহা কেবল দৃষ্টান্তস্থল। সেবার্থিভক্তগণ সেই নিরাকারের নিত্য সাকার মূর্ত্তি চায় এবং চৈতন্য বস্তুর স্বরূপ চায়। সকলেই ঈশ্বরের ভক্ত। যাহার যাহাতে অভিরুচি, তিনি তাহার নিকট সেই রূপেই প্রকাশ পান। তিনি গীতাতে অর্জ্জুনের সাক্ষাতে বলিয়াছিলেন "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ"। এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন, "জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, তিন সাধনের বশে। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ এ তিন প্রকাশে।" তিনি ভক্তবৎসল, ভক্ত যে ভাবে ভাবিবে, তাঁহাকে সেইরূপেই প্রকাশ পাইতে হইবে। বাহিরের বস্তু নশ্বর শোকের কারণ বটে, কিন্তু প্রেমানন্দময় আত্মার স্বরূপ মূর্ত্তি অর্থাৎ সাকার মূর্ত্তি কখনও শোক দুঃখের কারণ নহে। নিরাকার আত্মার স্বরূপ মূর্ত্তি আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবের কথা নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে শ্রীশুকদেব গোস্বামী জন্ম হইতে যোগী বা ব্রহ্মজ্ঞানী, তাঁহার পিতা

* বৃন্দাবনবাসিনী কোনও সংসারত্যাগিনী বৈষ্ণব ধর্ম্মসাধন-নিরতা কন্যা হইতে প্রাপ্ত।

তাঁহাকে কিছুতেই কাছে আসিতে শিক্ষা দিতে সমর্থ হইলেন না, শেষে কাঠুরিয়াগণকে "বর্হাপীড় নটবরবপু কর্ণয়োঃ কর্ণকারং ইত্যাদি" শ্লোক শিখাইয়া শুক দেবের নিকট গান করিতে আজ্ঞা করিলেন। সেই গান শুনিয়া এবং সেই গান পিতার রচিত শুনিয়া পিতার নিকট গমন করিলে শ্রীবেদব্যাস মহামুনি বুঝাইয়া দিলেন যে, তুমি যাহাকে নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ভাবিয়া থাক, সেই নিরাকার সদানন্দের মানসে সেবার্থি-সাধকের জন্য পরম জ্ঞান-চক্ষের গোচর সাকার মূর্ত্তি আছে, সে মূর্ত্তি নিত্য সত্য অক্ষয় অব্যয় অনন্ত। তদবধি শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণপরায়ণ হয়েন এবং অন্তরে বাহিরে ভগবানের দর্শন পাইয়াছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া তাহার বক্তা হইয়াছিলেন। পিতঃ! সেই অচিন্ত্য মহিমাময়ের অপরিমেয় ঐশ্বর্য্যশক্তি বুঝিবার সাধ্য আমাদের মত পরিমেয় ক্ষুদ্র জনের সাধ্য কোথায়! তাঁহার ঐশ্বর্য্য ভাবিতে গিয়া ফাঁফরে পড়িতে হয়। তাই সেই করুণাময় নিরাকার ঈশ্বরভক্তের সুখশান্তির জন্য পরম মাধুর্য্য মূর্ত্তি প্রকাশ করেন, ইহা পুরাণাদিতে শুনা যায় এবং কেবল তাঁহার মাধুর্য্যময় মূর্ত্তি আছে, ইহা বলিলে জীব যদি না বিশ্বাস করে, তজ্জন্য আবার প্রপঞ্চ চক্ষুর গোচরীভূত হইয়া অলৌকিক বিবিধ ক্রীড়া কৌতুকাদি কার্য্য করেন। তাহাতেও অনেকের অবিশ্বাস দেখিয়া আবার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামে অবতীর্ণ হইয়া আপনি ভক্তভাবে নানা ক্লেশ সহ্য করেন এবং নানা পুরাণাদিসম্মত সিদ্ধান্ত দ্বারা বেদাদির গুহ্য প্রেমভক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি প্রচার করেন এবং হরিনামামৃত দান দ্বারা অনেকের মৃত প্রাণ সঞ্জীবিত করেন। পিতঃ! ঘোর কলিহত দুর্ব্বল জীবের তপস্যা যজ্ঞ বা দানাদি বিধিমত করিবার ক্ষমতা হইবে না জানিয়া যে দয়াময় কলিকালে "নাস্ত্যেব কেবলম্" বিধান করেন, সেই দয়াময়ের প্রবর্ত্তিত এবং ভাগবতাদিসম্মত মনঃচক্ষের গোচরীভূত যে আনন্দচিন্ময় সাকারমূর্ত্তি নশ্বর, তাহা ভাবিতেও প্রাণে বেদনা লাগে। পিতঃ! সে সাকার মূর্ত্তিও সহজপ্রাপ্য নহে। সেই কৃপাময় কৃপা করিয়া যাহাকে জানাইয়াছেন, সেই জানে এবং যাঁহাকে দেখাইয়াছেন সেই জানে। আমার মত অবোধ বালিকার তাহা বুঝিবার বা জানাইবার সাধ্য কোথায়? পিতঃ! শুকদেবের মুখে শুনিয়াছি এবং শাস্ত্রাদিতেও শুনিতেছি যে, আমাদের এই স্থূলদেহ যেমন; ক্ষিতি, অপ, তেজ, প্রভৃতি নিরাকার বস্তুতে সৃষ্ট হইয়া সাকাররূপে প্রকাশ পাইতেছে এবং প্রাপঞ্চিক দৃষ্টির গোচর হইতেছে, সেইরূপ নিরাকার ব্রহ্মই প্রণয়, প্রীতি, প্রেম, ভাব, মহাভাব প্রভৃতি নিরাকার আনন্দ চিন্ময় রসামৃত মূর্ত্তিতে স্বরূপশক্তিসমন্বিত হইয়া প্রেমিক ভক্তের ভাবের হৃদয়ে সাক্ষাৎ প্রকাশিত হয়েন

এবং ভক্ত তখন মানসে বিবিধ সেবা করিয়া সুখী হয়। পিতঃ! সেই প্রাণারামকারী প্রাণনাথের যে একবার দর্শন পাইয়াছে, সেই পাগল হইয়াছে। শুক সনকাদি ত অনেক দিনের কথা, আমাদের ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সে দিন দর্শন পাইয়াছেন এবং অদ্যাপিও অনেকানেক ভক্ত কেবল মানসে নয়, সেই হৃদয়ের ধনকে বাহিরেও দর্শন পাইতেছে শুনা যায়।

পিতঃ! আর অধিক আবোল তাবোল কি লিখিব এবং আপনার নিকটেই বা গোপন কি করিব! সেই কৃপাময়ের অপার কৃপার কথা লিখিতে লেখনী চলে না, হৃদয় যে কি ভাবে পূর্ণ হয়, গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, পিতঃ! প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছি না। আপনার এই অযোগ্য কন্যা—ক্ষুদ্র কন্যা যে সেই অচিন্ত্যরূপময়ের দর্শন পাইয়াছে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। কিন্তু পিতা সেই কৃপাময়ের কৃপা স্থানাস্থান বিচার করে না, ছোট বড় বিচার করে না, বাল বৃদ্ধ বা নরনারীর বিচার করে না, তাই বুঝি এই অযোগ্যার আজ এই সৌভাগ্য। পিতঃ! পিতঃ পিতাগো! যেরূপ দেখিয়াছি তাহার কিবা উপমা দিব, সেই রূপের সাগরকে কেমনে অরূপ বলিতে পারি? পিতঃ! সেই দয়াময়ের নিকট সর্ব্বদা এই প্রার্থনা করি আপনাকে একবার সেইরূপ দেখাইয়া পাগল করুন্। পিতঃ! আমি পাগল হইয়াছি। এবার আপনার কন্যাকে আর প্রকৃতিস্থ দেখিতে পাইবেন না। পিতঃ! আমার প্রাণ যে কি হইয়াছে জানি না। যাহা জগেকের জন্য দেখিয়াছি, সেরূপ কোথায়? আমি কতদিনে আবার পাইব! পিতঃ! বলুন্ বলুন আবার কি দেখিতে পাইব? সেই প্রাণারাম প্রাণবন্ধুর চরণ-সেবা কি পাইব? "তারে না দেখিয়ে মোর মনে বড় তাপ, অনলে পশিব কিবা জলে দিব ঝাঁপ।" নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের এই বাক্যের সার এতদিনে বুঝিতেছি। পিতঃ! এক একবার সেইময় ভুবন দেখি; আবার একবার সকল শূন্যময় দেখি। এ কি হইল? কে আমি, কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিয়াছি, কোথাই বা যাইব? যারে দেখিলাম সে বা কে, কোথায় থাকে? সে কি জগন্নাথ, সে কি আমার নাথ, আমি কি তাহারই দাসানুদাসী? পিতঃ! বল বল সে কে? ওঃ বুঝিয়াছি, গুরুদেব যে বলিয়াছিলেন আমি তাঁর দাসানুদাসীর দাসী এবং তিনি আমার ইষ্টদেব, সাধনের ধন, জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা। পিতঃ! আমি আবার কি তাঁহাকে দেখিতে পাইব? এবার পাইলে আর ছাড়িব না, এবার চরণের সঙ্গে সঙ্গে যাইব। পিতঃ মনে হয় দিন রাত্রি কেবল সেই কথাই বলি, তারি গুণ শুনি, তার রূপ দেখি, তারই গুণ গাই। পিতঃ এবার আমি জগতের বাহির হইয়া গেলাম, আর কোন কাজ—কোন কথা—কিছুই ভাল লাগে না। পিতঃ! পরশু দিন বনযাত্রায় হয় ত

যাইব। সঙ্গিনী আমার প্রাণের সঙ্গিনী, তাহার সহিত প্রাণ খুলিয়া প্রাণের কথা কহিয়া প্রাণ জুড়াই, নহিলে আমার হৃদয় বুঝে এমন কেহই নাই, আমার কথা কহিবার স্থান নাই। পিতঃ! বাহিরের বা সমাজের দিকে চাইলে প্রাণে বড়ই আঘাত লাগে, তাই দুই ভগিনীতে কেবল চুপ করিয়া থাকি। আর পিতঃ, আরও কয়েকটী ভগিনী প্রলোভনের হাত এড়াইয়া আমাদের সহিত মিশিয়া থাকিতে চাহে; কিন্তু কুটীর সংকীর্ণ এবং আহারের কষ্টে রাখিতে পারিতেছি না। এমনও দেখিতেছি, কয়েকটী রমণী কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। শুদ্ধভাবে সাধন করিবার মন, কিন্তু অনেকে সাধনের ছলে তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। জানি না মহাপ্রভুর কি ইচ্ছা। ইচ্ছা হয় আমরা পৃথক্ একটি সমাজ করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শুদ্ধ ধর্ম্ম আবার প্রচার করি, কিন্তু সহায়হীন সম্পত্তিহীন, কেবল প্রভুর কৃপা ভরসা। ইচ্ছাময়ের শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হউক!

প্রসূতির জ্ঞাতব্য।

প্রসূতিহিতমাহারং বিহারঞ্চ সমাচরেৎ।
ব্যায়ামং মৈথুনং ক্রোধং শীতলবারি বর্জ্জয়েৎ।

প্রসূতি হিতজনক আহার বিহার আচরণ করিবেন; ব্যায়াম অর্থাৎ কষ্ট-সাধ্য ক্রিয়া, স্বামীর সহবাস ও ক্রোধাদি পরিত্যাগ করিবেন এবং শীতল জল ব্যবহার করিবেন না।

মিথ্যাহারাৎ সূতিকায়া যো ব্যাধিরুপজায়তে।
সকৃচ্ছ্র সাধ্যোঽসাধ্যো বা ভবেত্তৎপথ্যমাচরেৎ॥

অবৈধ আহার ও আচরণাদি দ্বারা প্রসূতির যে পীড়া জন্মে, তাহা দুঃসাধ্য—সময়ে সময়ে অসাধ্যও হয়, এজন্য হিত-জনক পথ্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

সর্ব্বতঃ পরিশুদ্ধা স্যাৎ স্নিগ্ধপথ্যাল্পভোজনা।
স্বেদাভ্যঙ্গপরা নিত্যং ভবেন্মাসমতন্দ্রিতা॥

দুষ্ট শোণিত ক্ষরণাবশেষে পরিশুদ্ধা হইয়া স্নিগ্ধ অথচ অল্প খাদ্য ভোজন করা বিধেয় এবং স্বেদ ও তৈলাভ্যঙ্গে নিত্য তৎপরা হইবেন ও সাবধান হইবেন।

মুক্তোপদ্রবাং বিশুদ্ধাঞ্চ বিজ্ঞায় বরবর্ণিনীং।
ঊর্দ্ধং চতুর্ভ্যো মাসেভ্যো নিয়মং পরিহারয়েৎ॥

বিশুদ্ধা ও বিগত উপদ্রব হইয়া চতুর্মাসের পর নিয়ম পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

অবাৎসল্যাদ্ভয়াচ্ছোকাৎ ক্রোধাদপ্যপতর্পণাৎ।
স্ত্রীণাং স্তন্যং ভবেৎ স্বল্পং গর্ভান্তরবিধারণাৎ॥

পুত্রের প্রতি বাৎসল্যের অভাব, ভয়, শোক, ক্রোধ ও উপবাস দ্বারা এবং গর্ভ-ধারণ করিলেও স্তন্যের অল্পতা হইয়া থাকে।

শালিষষ্টিকগোধূমমাংসক্ষুদ্রক্ষয়ানিহি।
কালশাকমলাবুঞ্চ নারিকেলং কশেরুকং॥
শৃঙ্গাটকং বরীঞ্চাপি বিদারিং কন্দমেব চ।
লশুনং দুগ্ধবৃদ্ধ্যৈ স্ত্রী পিবেৎ সুমনা ভবেৎ॥

কলমস্ত তণ্ডুলানাং কণকং ক্ষীরশোধিতং
বা পিবতি।
সা ভবতি প্রচুরস্তরক্ষীরজঘেনৈব তুঙ্গকুচযুগলা ॥

শালি, ষষ্টিক ধান্য, গোধুম, মাংস, কালকাসুন্দা শাক, লাউ, নারিকেল, কেশুর, পাণিফল, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, রশুন এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিলে প্রসূতির স্তন্য বর্দ্ধিত হয়। কলম তণ্ডুলের (গোলোয়ারী তণ্ডুল) অন্ন ভক্ষণ করিলে স্তনযুগল দুগ্ধভারাবনত হয়।

বিদারীকন্দস্য রসং পিবেৎ স্তন্যস্য বৃদ্ধয়ে।
তচ্চূর্ণং স্তন্য বৃদ্ধ্যর্থং পিবেৎ বা ক্ষীরসংযুতং ॥

ভূমি কুষ্মাণ্ডরস অথবা তাহার চূর্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে স্তন্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

ধাত্র্যা গুরুভিরাহারৈর্বিষমৈর্দোষলৈস্তথা।
দেহদোষাঃ প্রকুপ্যন্তি ততঃ স্তন্যং প্রকুপ্যতি ॥

জননীর গুরু আহার, বিষমাহার, অনিয়মিতাহার, বায়ু, পিত্ত, কফ বৃদ্ধিকর দ্রব্য ভোজন দ্বারা স্তন্যের দোষ জন্মে।

মিথ্যাহারবিহারিণ্যা দুষ্টা বাতাদয়ঃ স্ত্রিয়ঃ।
দূষয়ন্তি পয়স্তেন শরীরে ব্যাধয়ঃ শিশোঃ ॥

অযথা আহারবিহারকারিণী স্ত্রীর বাতাদি দোষ দুষ্ট হইয়া দুগ্ধ নষ্ট করে, তজ্জন্য শিশুর শরীরও রুগ্ন হইয়া পড়ে।

কষায়ং সলিলপ্লাবি স্তন্যং মারুতদূষণং।
পিত্তান্নমং চ কটুকং রাজ্যোন্ডসি তু পীতিকাঃ

বায়ু কর্ত্তৃক স্তন্য কষায় রসযুক্ত ও জলবহুল হয়, এবং পিত্তপ্রকোপ জন্য স্তন্য অম্লরসযুক্ত পীতবর্ণ হয়।

কফদুষ্টং ঘনং তোয়ে নিমজ্জতি চ পিচ্ছিলং।
দ্বন্দ্বশস্তু দ্বিলিঙ্গং স্যাৎ ত্রিলিঙ্গং সান্নিপাতিকং ॥

কফের প্রবলতার জন্য স্তন্য পিচ্ছিল ও জলে নিমগ্ন হয়। দুই দুইটি দোষযুক্ত স্তন্যও দুই দুইটি দোষযুক্ত হয়।

ধাত্রীক্ষীরবিশুদ্ধ্যর্থং মুদ্গযূষরসাশিনী।
ভার্গীদারুবচাঃ পিষ্টাঃ পিবেৎ সাতিবিষাস্তথা ॥

বিকৃত স্তন্যকে বিশুদ্ধ করিবার নিমিত্ত জননী মুদ্গযূষ রস ভক্ষণ করিবেন ও বামনহাটী, দেবদারু, বচ, আতইচ একত্রে বাটিয়া ভক্ষণ করিবেন।

পাঠামূর্ব্বাব্দ ভূনিম্বদারুশুণ্ঠীকলিঙ্গকৈঃ।
সারিবা মৎস্যপিত্তাট্যোঃ ক্বাথঃ স্তন্যবিশোধনঃ ॥

আকনাদি মুরগা মূল, মুথা, চিরাতা, দেবদারু, শুণ্ঠী, ইন্দ্রযব, অনন্তমূল, কটকী ইহাদিগের কাথ স্তন্যশুদ্ধির জন্য পাঁচনের ন্যায় ব্যবহার করিবেন।

পটোলনিম্বামনদারুপাঠাংমূর্ব্বাংগুড়ূচীং
কটুরোহিণীঞ্চ।
সনাগরাঃ ক্বথিতাঃ তোয়ে ধাত্রী পিবেৎ স্তন্য-
বিশুদ্ধিহেতোঃ ॥

পলতা, নিম্ব, পিয়াল, দেবদারু, আকনাদি মুরগা মূল, গুলঞ্চ, কটকী, শুণ্ঠ এই সকল দ্রব্য জলে সিদ্ধ করতঃ, স্তন্যবিশুদ্ধির জন্য পান করিবেন।

নীরে স্তন্যং যদেকীস্যাদবিবর্ণমতন্তুমৎ।
পাণ্ডুরং অনুশীতাং তদ্ধং শুদ্ধমাদিশেৎ ॥

জলের মধ্যে স্তন্য নিক্ষেপ করিলে যখন স্থির ও এক স্থানেই থাকে, সহসা জলের সহিত মিশ্রিত হয় না এবং সূত্রের ন্যায় বোধ হয় না ও অল্প শীতল এবং বিশুদ্ধ শুক্লবর্ণবিশিষ্ট থাকে, তখন ঐ স্তন্য বিশুদ্ধ জানিবে।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী বর্ম্মণঃ।

অভ্যর্থনা।

(মহামান্য যশোহর খুলনার ডিষ্ট্রীক্ট জজ শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র সি, এস্ মহোদয়ের শুভাগমনে)

১

আসিছেন কবিবর মৌন তপোবনে,
ধর্ম্মশীল কীর্ত্তিমান,
সরল উদারপ্রাণ,
বঙ্গের অমূল্য রত্ন যশস্বী ভুবনে।
জননী জনম-ভূমি!
কি ভাগ্য লভিলে তুমি,
"অতিথি" পাইয়া আজি হেন মহাজনে;
আসিছেন কবিবর মৌন তপোবনে।

২

আজি মা জগতে তুমি অভাগী অবলা,
বঞ্চিতা সৌভাগ্য-স্নেহে,
কণ্টক কর্দ্দম দেহে,
আবরিতা শ্যাম বাসে কাননকুন্তলা;
মূক যত পাখিগণ,
মুদিত কুসুম-বন,
ভিজিছ জলদ-জলে নির্জ্জনে একেলা
কি দেখিবে কবিবর এ সায়াহ্ন বেলা?

৩

এক দিন ছিল ভাগ্য—যেন রাজেশ্বরী,
কতই সুপুত্র মা'র,
ছিল অঙ্ক-অলঙ্কার,
পবিত্র কায়স্থকুল সমুজ্জ্বল করি।
শ্রীমধুসূদন কবি,
কাব্য-পদ্মবন-রবি,
সেও মা তোমারি ছেলে—হরি হরি
হরি!
আজি আর পরিচয় দিবে কিবা করি!

৪

সে সুখ সৌভাগ্য মাত্র রয়েছে স্মরণে,
যাহা আছে থাক্ থাক্,
মরমে মিশিয়া যাক্,
কর অভ্যাগতে সেবা মায়ের যতনে;
মুছি তপ্ত আঁখি-জল,
ভাঙা বুকে কর বল,
"অতিথি" বিচারপতি তোমার সদনে,
ডাক' মা! তাপসি, তাঁরে স্নেহ
তপোবনে।

৫

নিদ্রিত বিহঙ্গকুল উঠ নিনাদিয়া,
সাদরে বরষা রাণী,
সবুজ আঁচলখানি,
শষ্পময় বনপথে দাও বিছাইয়া;
কদম্ব কেতকী সবে,
ফুটি উঠ সগৌরবে,
এস শিখি! নাচিবারে শিখণ্ড তুলিয়া;
কবির পূজার লাগি,
সবারি করুণা মাগি,
উঠ শ্যামা কপোতাক্ষি, সুখে উছলিয়া;
দেবতার শুভাশীষ! আইল নামিয়া।

৮

আসিয়াছ কবিবর! মৌন তপোবনে,
"এই ত সাগরদাঁড়ী,
মধুসূদনের বাড়ী,
বহিছে সে সুখ-স্মৃতি শোকাকুল মনে,

নাহি হেথা রাজভোগ্য,
নাহি কিছু তব যোগ্য,
আছে মাত্র ভক্তি প্রীতি নীরব ভবনে,
ধর তাই উপহার প্রসন্ন আননে।

৫ই আগষ্ট, ১৯০৪। বিনীত নিবেদিকা
বীরকুমারবধ-রচয়িত্রী।

মাতৃভূমিপ্রণামঃ।

যদীয়শাস্ত্রশাসনম্
ত্রিলোকশোকনাশনম্।
নমামি তামনুত্তমাম্
প্রসূতি-ভারতক্ষমাম্॥ ১॥

মহর্ষিসিদ্ধসেবিতাম্
অগণ্যপুণ্যপাবিতাম্।
মহেশ্বরীং পরাৎপরাম্
নমামি ভারতীং ধরাম্॥ ২॥

অশেষশস্যশালিনীম্
অনন্তরত্নমালিনীম্
অপূর্ব্বসাগরাম্বরাম্
নমামি মাতৃভূবরাম্॥ ৩॥

অসংখ্যপুত্রধারিণীম্
সমস্তদুঃখহারিণীম্।
স্বজন্মভূমি-মাতরম্
সদা নমামি সাদরম্॥ ৪॥

সুধাফলপ্রদায়িনীম্
সুধারসপ্রবাহিণীম্।
ক্ষুধাতৃষারুজাহরাম্
নমামি মাতৃকাং ধরাম্॥ ৫॥

স্থিরাং মনোরমাং রমাম্
শুভোত্তমাং মহত্তমাম্।
নমামি তাং নিরন্তরম্
স্বজন্মভূমি-মাতরম্॥ ৬॥

নমামি দেবপূজিতম্
বিহঙ্গকোটিকূজিতম্।
জগত্রয়ীহিতে রতম্
প্রসূতিভূমি-ভারতম্॥ ৭॥

পুরাণপিতৃসেবিতে!
নমোনমোঽস্তু দেবি! তে।
পুরাণগীতিকীর্ত্তিতে!
নমোঽস্তু মাতৃভূমি! তে॥ ৮॥

অপিচ,—

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধনানি
জুহোতি দেশস্য হিতাধ্বরে যঃ।
নমামি তং ধর্ম্মতমং বরেণ্যম্
সহস্রশো ভক্তিবিনম্রশীর্ষঃ॥ ৯॥

"জননী জন্মভূমী চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"।

(অনুবাদ)

যাঁহার শাস্ত্রোপদেশ ত্রিলোকীর পাপ-তাপ হরণ করে, সেই সর্ব্বোত্তমা জননী ভারতভূমিকে নমস্কার। ১।

সিদ্ধ-যোগি-মহর্ষিগণ যাঁহার উপাসনা করেন, যিনি অগণ্য পুণ্যে পুণ্যময়ী, সেই পরাৎপরা মহেশ্বরী মাতৃভূমিকে নমস্কার। ২।

যিনি অশেষশস্যশালিনী, অনন্ত-রত্ন-মালিনী এবং সাগররূপ অপূর্ব্ব বসনে শোভমানা, মাতৃরূপিণী সেই জন্মভূমিকে নমস্কার। ৩।

যিনি অসংখ্য সন্তানের ধাত্রী হইয়া সকলের সর্ব্বদুঃখ হরণ করিতেছেন, সেই জন্মভূমি জননীকে সাদরে নমস্কার করি। ৪।

যিনি নিরন্তর সুধাময় ফল প্রদান করিয়া এবং সুধাময় রস প্রবাহিত করিয়া সকলের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যাধি হরণ করিতেছেন, সেই মাতৃভূমির চরণে নমস্কার। ৫।

যিনি জীবগণের চিরমনোরমা অচলা লক্ষ্মী, যিনি গুরু হইতেও গরীয়সী, মহৎ হইতেও মহীয়সী, সেই জন্মভূমির পদে সদা নমস্কার করি। ৬।

অমরগণ যাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, প্রভাতে কোটি কোটি কলকণ্ঠ বিহঙ্গ যাঁহার গুণগান করে, ত্রিলোকী-কল্যাণে দীক্ষিতা সেই ভারত-মাতাকে নমস্কার। ৭।

হে দেবি! পুরাতন পিতৃগণ তোমারি উপাসনা করিতেন, তোমাকে নমস্কার—নমস্কার! হে মাতৃভূমি! পৌরাণিকী গাথা তোমারি কীর্ত্তিগান করিয়াছে, তোমাকে নমস্কার। ৮।

স্বদেশের কল্যাণরূপ মহাযজ্ঞে যিনি নিজ দেহ-মন-আত্মা-ধন-প্রাণ সকলি আহুতি দান করেন, সেই বরেণ্য, ধন্য-তম মহাত্মার চরণে ভক্তিভারাবনতশীর্ষে সহস্র সহস্র প্রণাম করি। ৯।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

ইংরাজী প্রবচন।

১। প্রণয়, কাশি ও কণ্ডূয়ন লুকায়িত থাকে না।

২। প্রণয় ও প্রভুত্ব একত্র বাস করে না।

৩। প্রণয় চায় বিশ্বাস এবং বিশ্বাস চায় দৃঢ়তা।

৪। প্রণয় ঈর্ষ্যাপরায়ণ, সুন্দর চক্ষুকে টেরা করে।

৫। প্রণয়কে কেনা যায় না, বেচা যায় না; ইহার মূল্য প্রণয়।

৬। প্রণয় গবাক্ষ দিয়া আইসে এবং বড় দরজা দিয়া বাহির হইয়া যায়।

৭। প্রণয় প্রশংসায় আনন্দিত হয়।

৮। প্রণয় কিছু কিছু করে, কিন্তু টাকায় আরও অধিক করে।*

* এ প্রণয় সংসারের ব্যাবসায়িক বন্ধুত্ব।

৯। প্রণয় মিষ্ট অত্যাচারী, প্রণয়ী তাহার পীড়ন অম্লানবদনে সহ্য করে।

১০। প্রণয় উজীরদিগের মধ্যে যেমন, কুটিরবাসীদের মধ্যেও সেইরূপ।

১১। প্রণয় অন্ধ।

১২। ভয়ের সঙ্গে প্রণয় অসঙ্গত।—পবলিয়স সাইরস!

১৩। প্রণয় প্রণয়ের চুম্বক পাথর।

১৪। প্রণয় ধর্ম্মের কষ্টিপাথর।

১৫। প্রণয় পরিণাম চিন্তা করে না এবং রাগ পরামর্শ শুনে না।

১৬। প্রণয়, ধূর্ত্ততা ও অভাব মনুষ্যকে বাগ্মী করে।

১৭। আমাকে ভালবাস ও আমার কুকুরকে ভালবাস।

১৮। বালকদের প্রণয় ও খড়ের আগুন শীঘ্র হয় ও শীঘ্র যায়।

১৯। প্রেম বিনা-অস্ত্রসাহায্যে রাজ্য-শাসন করে।

২০। প্রেম দোষ দেখে না।

২১। প্রতিবাসীকে ভালবাস, কিন্তু আপনার বেড়াটা তুলিয়া ফেলিও না।

২২। প্রণয় যেখানে চলিতে পারে না, সেখানে গুড়ি মারিয়া যাইবে।

২৩। প্রণয়ীরা ঘড়ীর আগে চলে।

২৪। প্রণয়ীরা প্রেমাস্বাদন করিয়া বাঁচিয়া থাকে।

২৫। প্রতিবাসীকে আত্মবৎ ভাল বাস।

ভারতীয় পুণ্যনদী।

(৪৯২ সংখ্যা—১৪৭ পৃষ্ঠার পর।)

মূলারী গ্রাম।

নীতিগ্রামের সাত ক্রোশ নিম্নে মূলারী গ্রাম। ইহাও ধৌলীর বামকূলে প্রতিষ্ঠিত; এখানেও ধৌলীর উপর সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। গ্রামটী যোষীমঠ হইয়া নীতিপাসে যাইবার পথে স্থাপিত। এখান হইতে নীতিপাস প্রায় দশ ক্রোশ দক্ষিণ। মুল্লারীর উচ্চতা সমুদ্রতল হইতে ১০২,০০ পাদ। এখানে অনধিক ২০টী বসতবাটী আছে। গৃহগুলি কাষ্ঠ ও প্রস্তরে নির্ম্মিত ও কাদায় গাঁথা। কতকগুলি দ্বিতল ও ত্রিতল। এই সকলের প্রথম তলে প্রায় গৃহপালিত পশুসকল রক্ষিত হইয়া থাকে। চালুছাদের কড়ি কাষ্ঠে বড় বড় শিলাখণ্ড দৃঢ় রজ্জু দিয়া ঝোলান থাকে, তাহাতে ঝড়ে ছাদ উড়াইতে পারে না। এতদঞ্চলে ঝড়ের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব। উপরতলে প্রায় বিস্তীর্ণ কাষ্ঠের বারান্দা দৃষ্ট হয়; তাহাতে নানা প্রকার চিত্রিত পুষ্প ও দেব দেবীর, বিশেষতঃ গণেশের মূর্ত্তি খোদিত। গৃহ তালাবদ্ধ করিবার রীতি নাই। জনশূন্য গৃহদ্বারে কুকুর বসিয়া থাকিলেই আর অপরের প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই।

গ্রামবাসীরা আপনাদিগকে রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে জাতিভেদ বিচার নাই। ইহারা আম মাংস, সামান্য লবণ ও কিছু মরিচ মিশ্রিত করিয়া উপাদেয় বোধে আহার করিয়া থাকে। ইহাদিগের স্ত্রীলোকেরা মেষের পশম হইতে এক প্রকার মোটা বস্ত্র প্রস্তুত করে, তাহাই তাহারা পরিধান করিয়া থাকে। ইহারা জ্যৈষ্ঠ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত এতদঞ্চলে থাকিয়া কৃষিকর্ম্মাদি করিয়া থাকে এবং বরফ-পাতের অব্যবহিত পূর্ব্বেই নিম্ন দেশে গমন করিয়া যোগ্য স্থানে অবস্থান করে। সমুদ্রের সমতল হইতে ১০,২৫০ পাদ উচ্চ হইলেও এখানকার উপত্যকাতে যব, বজরা, গোধূম প্রভৃতি নানাপ্রকার শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। লাল শাক নামে এক প্রকার শাক জন্মিয়া থাকে, তাহার পাতা ও বীজচূর্ণ খাদ্যার্থে ব্যবহৃত হয়। নিকটস্থ খনিসমূহ হইতে প্রভূত পরিমাণে রৌপ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানকার লোক চীন ও তাতারদিগের সহিত বাণিজ্য ব্যাপারে নিরত। এখানে কস্তুরী মৃগ, চামেলী গরু ও নানাপ্রকার আরণ্য পশু এবং বিবিধ শ্রেণীর পক্ষী দৃষ্ট হয়। এখান হইতে কিছু দূরেই তিন সহস্র পাদ উচ্চে চির নীহারিকা-রেখা। অজস্র বরফরাশি দিগন্ত ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছে। ধৌলীর এই অংশে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বতীয় স্রোত মিলিত হইয়াছে। এই সকল স্রোত উপত্যকা ও কন্দর মধ্যে প্রবাহিত; রাত্রিকালে তুষারপাতে জমিয়া থাকে এবং দিবসে রৌদ্রতাপে গলিয়া ধারাবেগ প্রবাহিত হয়। এতন্নিবন্ধন ধৌলী প্রাতঃকালে স্বল্পতোয়া ও মন্দগামিনী, কিন্তু অপরাহ্ণে পূর্ণতোয়া হইয়া প্রবল বেগে প্রবাহিতা হইয়া থাকে।

মূলারী গ্রাম হইতে তপোকেন পর্য্যন্ত দশ ক্রোশ পথ ধৌলী দক্ষিণপশ্চিম-বাহিনী হইয়া প্রবাহিত। তপোকেন সমুদ্রের সমতল হইতে ৬১৮২ পাদ উচ্চ। এখান হইতে চারিক্রোশ উত্তরপশ্চিম-বাহিনী হইয়া ধৌলী পরিশেষে বিষ্ণুগঙ্গা বা অলকানন্দার সহিত বিষ্ণুপ্রয়াগে সম্মিলিত হইয়াছে। ধৌলীর আর একটি নাম লেক্ষী। গণেশগঙ্গা ও বৈথন ব্যতীত সৌতী, জিম্বি ও ক্রতিশিক্ষা অপর তিনটী উপনদী আছে। শেষোক্ত উপনদী বদরিকাশ্রমের নিকটস্থ ঋষিগঙ্গা হইতে প্রভিন্ন। ইহা উৎপত্তিস্থান হইতে পশ্চিম-বাহিনী হইয়া ধৌলীর বামকূলে নিপতিত হইতেছে। ধৌলী ও গণেশগঙ্গার উৎপত্তি-স্থান জাহ্নবী ব্যতীত ভাগীরথী ও তত্রত্য অন্যান্য উপনদীর স্থানাপেক্ষা অনেক দূর; সুতরাং ধৌলী বা গণেশগঙ্গা গঙ্গার মূল নদী বলিয়া গৃহীত হইলে গঙ্গার দীর্ঘতা অনেক অধিক হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

যোষীমঠ।

বিষ্ণু প্রয়াগের অর্দ্ধক্রোশ নিম্নে অলকা-নন্দার বামোপকূলে বিখ্যাত যোষীমঠ

প্রতিষ্ঠিত। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য পাণ্ডিত্যে দিগ্বিজয় করিয়া অদ্বৈতবাদ প্রচারের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ ভারতের স্থানে স্থানে কতকগুলি মঠ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে শৃঙ্গগিরি, পুরুষোত্তম, দ্বারকা ও যোষীমঠ এই চারিটী প্রধান। কাশ্মীর কাশী প্রভৃতি অন্যান্য স্থানেও আর কয়েকটী দ্বিতীয় শ্রেণীর মঠ দৃষ্ট হয়। এই সকল মঠে অদ্যাপিও এক এক-জন স্মার্ত্ত পণ্ডিত জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের নামে অভিহিত হইয়া অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনা করিয়া থাকেন। শৃঙ্গগিরি মঠ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আচার্য্য কাশ্মীর হইতে অম্বা সারদা সরস্বতী মূর্ত্তি আনয়ন করিয়া শৃঙ্গগিরিশিখরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এখানে সরস্বতী পূজোপলক্ষে বৎসর বৎসর মেলা হইয়া থাকে। মেলাস্থলে দশ বার হাজার লোকের সমাগম হয়। যাত্রিগণ মঠস্থ দেবপ্রসাদ লাভের জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া থাকে এবং বাঞ্ছিত প্রসাদ পাইয়া আহ্লাদিতচিত্তে স্বীয় স্বীয় গৃহে প্রতি-গমন করে। বর্ত্তমান শৃঙ্গগিরি মঠাধ্যক্ষ স্বামী জগদ্‌গুরু নৃসিংহ আচার্য্য। পুরুষোত্তমস্থ মঠকে গোবর্দ্ধন মঠ বলে। এখানকার বর্ত্তমান মঠাধ্যক্ষ স্বামী জগদ্-গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য। দ্বারকা ও যোষী মঠের ব্যবস্থাও ঐরূপ। যোষীমঠ হইতেই অত্র নগরের নাম যোষীমঠ হইয়াছে। যোষীমঠ সমুদ্রের সমতল হইতে ৬১৮৫ পাদ উচ্চ। নগরটী নগ-মালায় পরিবেষ্টিত একটী ঢালু উপত্যকার উপর প্রতিষ্ঠিত। উত্তরে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গবান্ হিমবাত্যা হইতে রক্ষা করিতেছে। বিষ্ণুপ্রয়াগ এখান হইতে ১৪৪০ পাদ উতরাই বা নিম্ন হইলেও উত্তর দিক্ উন্মুক্ত থাকাতে হিমালয়ের হিম বাত্যায় শীতকালে বাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া থাকে। কিন্তু যোষীমঠ পর্ব্বতে পরিবেষ্টিত হওয়াতে সকল ঋতুতেই বাসোপযোগী। সমুচ্চসানু দেশে অবস্থিত বলিয়া নগরে অধিরোহণ জন্য নগগাত্র ভেদ করিয়া সোপানাবলী খোদিত হইয়াছে। নগরের মধ্যস্থ পথ সকলও সোপানের ন্যায় শিলাময় ও বাঁধান। কিন্তু শৃঙ্খলা-বিষ্ট ও পরিষ্কার নহে। গৃহসকল ধূসর বর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং দেখিতে সুন্দর ও পরিপাটী, কিন্তু ছাদ তক্তা দ্বারা আবৃত। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বদরীনাথের পাণ্ডাগণ শীত ছয় মাস ওখানে অবস্থান করিয়া থাকে। ইহাদিগের প্রধান পাণ্ডা রাওলের গৃহটী দিব্য প্রশস্ত। এখানে নৃসিংহ দেবের মূর্ত্তি আছে। দেবমন্দিরটী সামান্য গৃহ মাত্র, গড়ানিয়া ভাবে নির্ম্মিত। ঢালুছাদ উজ্জ্বল পত্রে আবৃত। এখানে যাত্রীদিগের অবস্থানের জন্য ধর্ম্মশালা আছে। ধর্ম্মশালার প্রশস্ত অঙ্গনের মধ্যে একটী প্রস্তরময় কুণ্ড বা চৌবাচ্চা আছে। দুইটি পিত্তলের কৃত্রিম প্রস্রবণ হইতে অবিশ্রান্ত জলধারা এই কুণ্ডে নিপতিত হইতেছে। ভূগর্ভস্থ একটি অক্ষয় স্রোতের সহিত কৃত্রিম

প্রস্রবণ দুইটী সংযুক্ত, সুতরাং কখনই জলের অভাব হয় না। অঙ্গনের একপার্শ্বে দশ পাদ উচ্চ ভিত্তির বা বেদীর উপর অনেকগুলি প্রাচীন দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। মধ্যস্থলে বিষ্ণুমন্দির। চতুর্দ্দিক বিংশতি হস্ত দীর্ঘ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। অধিকাংশ মন্দির ভূকম্পে পতিত ও ভগ্ন হইয়াছে; কেবল বিষ্ণুমন্দির এবং গণেশ, সূর্য্য ও নব দেবীর মন্দিরই কিছু ভাল অবস্থায় আছে। বিষ্ণু দেবের প্রমাণ মূর্ত্তি কৃষ্ণোপলে নির্ম্মিত বা খোদিত। বিগ্রহটী সাত পাদ উচ্চ। ইহার গঠন ও ধরণ অতি সুন্দর ও চমৎকার। চারিটী স্ত্রীমূর্ত্তি আলম্বিত প্রশস্ত বেদিকার উপর দণ্ডায়মান। গণেশজীর মূর্ত্তি দ্বিপাদ উচ্চ, সুগঠিত ও সমুজ্জ্বল। নগরের চালুস্তরে স্রোতের উপর ৫০।৬০ পাদ অন্তর উপর্য্যুপরি অনেকগুলি পানচাকী (Watermills) নির্ম্মিত হইয়াছে। সমস্ত পানচাকী একটী মাত্র স্রোতস্বতী দ্বারা কৌশলে পরিচালিত। স্রোতস্বতী সমুচ্চ পর্ব্বতশিখর হইতে বেগে নিম্নদেশে পতিত হইতেছে। প্রকাণ্ড দেবদারুর গুঁড়ির শূন্য খোল দ্বারা পানচাকীগুলি পরস্পর সংযুক্ত করা হইয়াছে। কঙ্খাল বা কনখলেও এইরূপ একটী পানচাকী আছে। হরিদ্বার হইতে পাঁচ ছয় পাদ প্রশস্ত একটী প্রণালী গঙ্গার খাল হইতে কাটিয়া কনখল পর্য্যন্ত প্রবাহিত করা হইয়াছে। পানচাকীটী এই সামান্য স্রোতের উপর প্রতিষ্ঠিত। পানচাকী চালিত যন্ত্রে ময়দা, আটা, সুজী প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাষ্পতাপ অপেক্ষা জলের বেগ অধিকতর প্রবল অথচ অনেক নিরাপদ। জলস্রোত-সঞ্চালিত পানচাকীর ন্যায় বায়ুসঞ্চালিত কলেও (windmill) এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। পানচাকী বা পাণিচাকী এবং বায়ুচাকী সঞ্চালনে ইন্ধনের ব্যয় নাই, সুতরাং বাষ্পকলোৎপন্ন দ্রব্য অপেক্ষা ইহাদ্বারা উৎপন্ন সামগ্রী অনেক সুলভ হইয়া থাকে। জলপ্রপাতের প্রবল বেগ পানচাকী সঞ্চালনের বিশেষ উপযোগী। জোয়ার ভাঁটার বেগও পানচাকী সঞ্চালনে ব্যবহার করা যাইতে পারে। যোষীমঠ হইয়া নীতিপাস ও মানাপাস উভয় পার্ব্বতীয় পথ দিয়া ভারতবর্ষ হইতে চীন তাতার ও তীব্বতে যাওয়া যায়। উভয় পাস দিয়া পণ্যদ্রব্য সকল উক্ত দেশ সকলে নীত হইয়া ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। যোষীমঠে ১২০।১২৫ খানি গৃহ আছে। তন্মধ্যে প্রায় ২৫ খানি ব্রাহ্মণের বাটী, ৭০ খানি কৃষকের, ২০ খানি বণিকের ও অবশিষ্ট গুলি অন্যান্য শ্রেণীর বসতবাটী। যোষীমঠ আলমোড়া হইতে ৫৩॥ ক্রোশ, বদরিকাশ্রম হইতে ৮॥ ক্রোশ এবং নীতিগ্রাম হইতে ২১ ক্রোশ দূর।

পাতালগঙ্গা ও গরুড় গঙ্গা।

বিষ্ণু প্রয়াগের কিঞ্চিৎ নিম্নেই পাতাল গঙ্গা এবং তাহার কিছুদূরে গরুড় গঙ্গা নামে আর একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বতীয় স্রোত

অলকানন্দায় পতিত হইতেছে। তথা হইতে কিছুদূর নিম্নে বীরগঙ্গার সঙ্গম। বীরগঙ্গাও একটী অনতিদীর্ঘ পার্ব্বতীয় প্রবাহ। কয়েক ক্রোশ মাত্র প্রবাহিত হইয়া অলকানন্দার বামোপকূলে নিপতিত হইতেছে। সঙ্গমের নিকটেই গোপেশ্বর। এখানে গোপেশ্বর শিবলিঙ্গ ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। গোপেশ্বর হইয়া পশ্চিমাভিমুখে কেদারনাথ যাইবার পথ। যাত্রিগণ প্রায় হরদ্বার তীর্থস্নানান্তে গঙ্গা-দ্বার দিয়া প্রয়াগে এবং তথা হইতে অলকানন্দা উপকূল ধরিয়া রুদ্রপ্রয়াগে গমন করে এবং তথা হইতে পুণ্যনদী মন্দাকিনীর উপকূল অনুসরণ করিয়া গুপ্তকাশী হইয়া প্রথমতঃ কেদারনাথ গমন করিয়া থাকে। তদনন্তর কেদারনাথ দর্শনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার গুপ্তকাশী প্রত্যা-গমন করিয়া অখিমঠ হইয়া গোপেশ্বরে আগমন করে এবং গোপেশ্বর হইতে বিষ্ণুপ্রয়াগ হইয়া বদরীনাথে গমন করে। আমরা অলকানন্দার মূল দেশ হইতে সাগরসঙ্গমে যাইতেছি। ইহার উপ-নদী, শাখা প্রশাখা এবং প্রসঙ্গক্রমে তীরস্থ তীর্থসকলের বিবরণ প্রকটিত করিতেছি মাত্র। তীর্থযাত্রিগণ ইহা দ্বারা কতকটা স্থানীয় অভিজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। ইহা তীর্থযাত্রীর একপ্রকার সাথী। গাড়োয়াল ও উত্তরখণ্ডস্থ গঙ্গা তীর্থসকল অনেকের পরিচিত নহে, সুতরাং বিশেষ যত্নপূর্ব্বক যথাসাধ্য তদ্বিবরণ সকল সংগৃহীত হইয়াছে। শিবালিক নগশ্রেণীর নিম্নে সমতল আর্য্যাবর্ত্তে গঙ্গার অবতরণ ও পরিশেষে সাগরে সম্মিলন যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত হইবে।

গোপেশ্বরের নিম্নে অলকানন্দার তীরে পিপলকুটী। ইহা একটী ক্ষুদ্র নগর। এখানে একটী পান্থশালা আছে। পিপল-কুটীর কিছু নিম্নেই চামেলী। চামেলী অলকানন্দার বামপার্শ্বে অবস্থিত। রাজ-পথও অলকানন্দার বামকূলে প্রসারিত। এখানেও পান্থশালা বা ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত আছে। বদরীনাথের তীর্থযাত্রী ও তীর্থত-যাত্রী সকলেই এখানে এক একদিন বিশ্রাম করিয়া থাকে। চামেলী আল-মোড়া হইতে ৪১।।০ ক্রোশ দূর। চামেলী হইতে কিছুদূরে দক্ষিণপশ্চিমবাহিনী হইয়া অলকানন্দা মন্দাকিনীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

প্রাচীন মুদ্রিত পুস্তক।

জন জেন্সফ্লেচ নামক একজন জর্ম্মণ শ্রমজীবী মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা। ইহার উপাধি গটেনবর্গ। এই জন্য "গটেন-বর্গের ছাপা" বলিয়া থাকে। ইনি

১৩৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জর্ম্মণীর প্রসিদ্ধ মেণ্টজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৪৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর ন্যূনাধিক বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে তিনি মুদ্রাঙ্কনের উপাদান সকল নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ কোমল কাষ্ঠখণ্ড কাটিয়া ও খুদিয়া কাষ্ঠের অক্ষর প্রস্তুত হইত। অক্ষর সকল কাষ্ঠখণ্ডেই লিপ্ত থাকিত, এখনকার মত একটি একটি স্বতন্ত্র অক্ষর, শব্দ বা শব্দাবলী ছিল না, সুতরাং তাহা চালিত বা ইচ্ছামত অন্যত্র প্রযুক্ত হইত না। একখানি পুস্তক মুদ্রিত করিবার জন্য যে কাষ্ঠের অক্ষরাবলী প্রস্তুত হইত, তাহাদ্বারা আর অন্য কার্য্য হইত না। সেই পুস্তকখানি মুদ্রিত করিয়াই তাহা অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইত। মুদ্রাঙ্কন কেবল এক পৃষ্ঠায় হইত, দুই পৃষ্ঠায় ছাপিবার কৌশল উদ্ভাবিত হয় নাই। একখানা কাগজের এক পৃষ্ঠা বা একদিক্ ছাপা হইলে অপর একখণ্ড কাগজও সেইরূপে মুদ্রিত হইত। পরে সুবিধার জন্য উভয় খণ্ডের অমুদ্রিত পৃষ্ঠা একত্র যুড়িয়া দেওয়া হইত। প্রথম মুদ্রিত পুস্তক বাইবেল। ইহা লাটিন ভাষায় লিখিত। কত খণ্ড ছাপা হইয়াছিল, তাহার নির্ণয় হয় নাই; কিন্তু অদ্যাপি তাহার ছয় খণ্ড বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে আমেরিকার যুনাইটেড রাজ্যে দুই খণ্ড আছে। ইহাদিগকে মেজেরাইন বাইবেল বলে। আমেরিকায় দুই খণ্ডের একখণ্ড কাগজে মুদ্রিত, ইহা ১৪,০০০ চৌদ্দ সহস্র স্বর্ণ ডলারে ক্রীত হয়; অপর খানি চর্ম্মে মুদ্রিত, তাহা বিংশতি সহস্র স্বর্ণ ডলারে ক্রীত। ন্যূনাধিক সার্দ্ধ চারি শতাব্দী অতীত হইয়াছে, তথাপি কালি, কাগজ ও চর্ম্ম অবিকৃত আছে। একজন দর্শক বলেন যে, এখনও কালি ও কাগজ এমন চিক্কণ ও সুন্দর রহিয়াছে যে, আধুনিক উৎকৃষ্ট মুদ্রিত পুস্তকের কালি ও কাগজও তদ্রূপ হয় না। প্রথম মুদ্রিত পুস্তকের অভিধান পত্র (টাইটেল পেজ) ছিল না এবং পুস্তক অধ্যায় বা পরিচ্ছেদেও বিভক্ত হইত না, পুস্তকের পত্রাঙ্কও ছিল না। গটেন-বর্গের মৃত্যুর দুই বৎসর পরে মিলান নগরে একখানি পুস্তক মুদ্রিত হয় (১৪৭০ পৃষ্ঠাতে)। তাহাতে প্রথম পত্রাঙ্ক (পৃষ্ঠার সংখ্যা) প্রদত্ত হইয়াছিল। মুদ্রিত কাগজখণ্ড শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার জন্য এবং পুস্তক বাঁধিবার সুবিধার জন্য প্রত্যেক পৃষ্ঠার নিম্নে দক্ষিণ ভাগের শেষে পর পৃষ্ঠায় যে পদ মুদ্রিত হইবে, তাহার প্রথম অক্ষর মুদ্রিত হইত এবং পরপৃষ্ঠার প্রথম পংক্তির উপরে বাম ভিতেও সেই অক্ষর পুনর্মুদ্রিত হইত। ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে অভিধান পত্র (টাইটেল পেজ) প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তৎপরে শিরোবচন ও পরি-চ্ছেদের অবতারণা হইয়াছে। পূর্ব্বে এক এক পৃষ্ঠা মুদ্রাঙ্কন ও মুদ্রিত করিতে কত সময় লাগিত। এক্ষণে শত পৃষ্ঠা পরিমিত কাগজ প্রতি ঘণ্টায় সহস্র সহস্র খণ্ড মুদ্রিত হইতেছে। গটেনবর্গ যখন তাঁহার প্রথম মুদ্রিত কাগজ খণ্ড (প্রুফ সিট)

তাঁহার হৃদয়বন্ধু বর্গকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তখন যন্ত্রের এই আশ্চর্য্য উন্নতির বিষয় তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই।

মুষ্টিযোগ।

শিশুদিগের সর্দ্দি—

(১) কুন্দ গাছে যে ছোট ছোট এক রকম চাকা হয়, এবং সেই চাকাতেই ফুল ফোটে, সেই চাকা এবং কুন্দ ফুল, ছোট পেঁয়াজ ও কালজিরা মায়ের স্তনদুগ্ধ দ্বারা কিছুক্ষণ একটা পাত্রে ভিজাইয়া অন্য পাত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়া কিছু পরে সমুদয় চাপিয়া ফেলিয়া শুধু রসটুকু শিশুকে খাওয়াইতে হইবে।

(২) ছোট পেঁয়াজ সরিষার তেলে ভাজিয়া সেই তৈল শিশুর মাথায় ও কণ্ঠায় মালিশ করিতে হইবে।

(৩) সর্দ্দি হইয়া শিশুর বুকে টান হইলে গোয়ালঘরের গরুর চোনায় সিক্ত কাদা গরম করিয়া শিশুর মাথায় ঘসিতে হইবে।

(৪) বুকে সর্দ্দি বসিলে—আমরুল পাতা কলাপাতে জড়াইয়া পোড়াইয়া পুরাতন ঘৃত সহিত বুকে বসাইলে সর্দ্দি উঠিয়া যাইবে।

(৫) বড় লোকের পক্ষে পাথুরে চুণ সরিষার তৈলে মিশাইয়া বুকে মালিস করিলে সর্দ্দি উঠিয়া যায়।

পেটের অসুখ হইলে—

হরিণের শিং, হলুদ ও চক্ ঘসিয়া মায়ের স্তনদুগ্ধ দ্বারা মাড়িয়া শিশুকে খাওয়াইতে হইবে।

পাকবিদ্যা।

দইয়ের রসবড়া।

দুধকে বেশ ক্ষীর করে লইবে; কিন্তু যেন খুব বেশী ঘন না হয়, মাঝামাঝি হইবে। নূতন মাটির বাসনে পাতিতে হইবে। যখন পাতিবে, তখন বড় এলাইচ আন্দাজ করে গুঁড়াইয়া ক্ষীরের সঙ্গে মিশাইয়া দিবে। দইয়ে যেন জল না কাটে। বেশ জমে হয়ে বসিবে—এমন কি উপুড় করিলে দই পড়িবে না। তাহার পরদিন রস আগে করিবে। যেমন দই হবে, সেই আন্দাজ রস হইবে। একসের দুধের দইয়ে ছটাক খানেক ময়দা মিশাইয়া ছোট ছোট যেমন এক পয়সার রসগোল্লা হয়, সেই আন্দাজে বড়া হইবে। বেশ লাল হইলে পর ঘি ঝরাইয়া রসে ফেলিবে। দেরি হইলে রস ভিতরে যাইবে না। এই রকমে দইয়ের রসবড়া হয়। ইহা খাইতে অতি সুন্দর লাগে। ম

ভাবা দই।

খানিকটা দুধ ঘন করিয়া জ্বাল দিয়া একটা বাটি কিম্বা পাথরের পাত্রে ঢালিয়া রাখিবে। পরে তাহাতে অল্প পরিমাণে দই দিবে; যেমন করে দই পাতে। পরে আরো খানিক দুধ ঘন করিয়া জাল দিয়া তাহাতে ঢালিয়া দিবে। তাহার পর উনানে খানিকটা জল চড়াইয়া যখন সেই জল ফুটিতে থাকিবে, তখন তাহাতে ঐ দইয়ের পাত্র বসাইবে। এমন ভাবে জল দিবে, যাহাতে দইয়ের পাত্র না ডুবিয়া যায়। বসাইয়া তার উপর একটা পাত্র ঢাকা দিবে। পরে যখন দেখিবে দই বেশ বসিয়া গিয়াছে—কাটা যায়, তখন ছুরির দ্বারা বরফির ন্যায় কাটিবে। তাহা হইলে ভাবা দই প্রস্তুত হইবে। ইহা অতি সুখাদ্য।

নীরবতা।

নীরব চিত্রকর বিরলে বসিয়া নীরবে এই সুবৃহৎ নীরব চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। সেই মহানীরবতার কণামাত্র প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্য নীরব রক্তিম গগনে নীরবে হাসিতে-ছেন। কি মধুর দৃশ্য! ভাবুকপ্রাণের কোন এক নিভৃত কুটীর হইতে কি এক নীরব ভাব এই মহানীরবতার মহা-সৌন্দর্য্যে নিমগ্ন। মানব! যদি নীরবতার সৌন্দর্য্যে কখনও মোহিত হইয়া থাক, যদি শ্রেষ্ঠ নীরবতার অপার মহিমা উপলব্ধি করিতে বাসনা কর, তাহা হইলে রক্তিম-রাগরঞ্জিত নবসূর্য্যে এই ভাবুক-হৃদয়-বিমোহনকারী নীরবতার প্রতি তোমার সংসারকুহকজালাবদ্ধ নেত্র নিক্ষেপ কর। নীরব সৌন্দর্য্যের কি বিকাশ! কোলাহলপূর্ণ সংসারের অনন্ত কোলাহলে কতবার তোমার কর্ণকুহর ব্যথিত হইয়াছে, কতকতবার তোমার অসার কল্পনায় তোমার ক্ষুদ্র মনখানি ঢালিয়া দিয়া হৃদয়ে কত অসহনীয় যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছ, নীরবতার উপাসনা উপেক্ষা করিয়া কত কত উত্তালতরঙ্গ-মালা-সমন্বিত কোলাহলপূর্ণ সংসার-সাগরের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়াছ। একবার ঐ প্রাতঃসূর্য্যের নীরবতার প্রতি লক্ষ্য কর। সংসার-কোলাহলে গা ঢালিয়া দিয়া অসার কোলাহলে মিশিয়া তুমি কি উপকার লাভ করি-য়াছ? কণ্টকাবৃত উদ্যানে শান্তিলাভার্থ দুগ্ধফেননিভ শয্যা প্রস্তুত করিয়া কি শান্তি লাভ করিয়াছ? তোমার সংসার অসার চঞ্চলতা-পূর্ণ, মন কিছুতেই শান্তি লাভ করিল না।

কত কত বার আশার নিরাশ হইয়া কোলাহলময় সাগরের বালুকাময় তটে আবাস নির্ম্মাণ করিলে, মনে করিলে

তোমার হৃদয় বুঝি এইবার আকাঙ্ক্ষিত বিষয় প্রাপ্ত হইবে। কৈ তাহা হইল না। কিয়ৎকালে সমুদ্র গভীর গর্জ্জনে তোমার সেই সাধের সৌধমালা তাহার অতলতলে লইয়া গেল। তোমার বহুকালের চিরা-পেক্ষিত মধুর আশাপুষ্প হার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। কোলাহল তোমাকে শান্তি দিতে পারিল না। তুমি সুখলাভের নিমিত্ত লালায়িত, কিন্তু সুখ স্বর্ণমৃগবৎ কিছুতেই ধরা দিতে চাহে না। যদি সুখ লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে অসার কোলাহলের প্রতি বিদ্রূপ কটাক্ষ-পাত করিয়া নীরবতার উপাসনা কর। আদিত্যদেব নীরব গগনে উপবেশন করিয়া কি বলিতেছেন, মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ কর। সূর্য্য নীরবতার কণামাত্র পাইয়া নীরবে তাহার কর্ত্তব্যগুলি সম্পাদন করত আবার নীরবে অস্তাচলশিখরে গমন করেন। সে মহানীরবতার মহিমার বিকাশ এই সূর্য্য, ভ্রান্ত মানব! তুমিও সেই নীরবতা হইতে উদ্ভূত।

বায়ু নীরবে কুসুমগন্ধ বহিয়া সংসার-তাপক্লিষ্ট মানবদেহ সুশীতল করিতেছে। চন্দ্র নীরবগগনে নীরবে উদিত হইয়া আবার নীরবে লুক্কায়িত হইতেছে। উন্নত-মস্তক বিটপী নীরবে তাহার সুশীতল ছায়া দানে মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডদগ্ধ পথিককে শীতল করিতেছে। পৃথিবীস্থ প্রত্যেক বস্তু, নীরব চিত্রকরের নীরব তুলির প্রত্যেক অলস্থ রেখা নীরবে প্রকাশ করিতেছে এবং নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া নীরবতার অনন্তভাবময় সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। মানব, তোমার ঊর্দ্ধে, অধে, চতুর্দ্দিকে নির্ঝরিণীর জলস্রোতের ন্যায় নীরব কর্ম্মস্রোত বহিয়া যাইতেছে; তুমিও ইহাদের মত নীরব ধ্যানে মগ্ন হইয়া, নীরবে জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদন করত জগৎকে তোমার নীরব কর্ম্মা-লোকের নীরব রশ্মিতে আলোকিত কর, দেখিবে তোমার জীবনপুষ্প নীরবে শান্তি-কননেকে পূর্ণ বিকশিত হইবে, এবং মহা-নীরবতার পূর্ণবিকাশ সূর্য্যের মত পরোপকারে নীরবে তোমার ক্ষুদ্র দেহ-খানি উৎসর্গ করিতে পারিবে।

কুমার বিক্রম মজুমদার।

নূতন সংবাদ।

১। ভারতমহাসাগরের সিচেল্ দ্বীপে যে নারিকেল জন্মে, তাহার এক একটীর ওজন ১।০ একমণ দশসের। আরও আশ্চর্য্য, এক একটী নারিকেলের মধ্যে তিন চারিটি খোল থাকে।

২। দক্ষিণ ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা হইয়াছিল। প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়াতে সে আশঙ্কা কতক কমিয়াছে। কোন কোন স্থানে বন্যা হইয়াও উপদ্রব দর্শিয়াছে।

৩। লর্ড ডারন্‌লির নিকট এব্রিয়াষ্টের এক ছবি ছিল, জাতীয় গ্যালারির জন্য তাহা সাড়ে চারি লক্ষ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে।

৪। রুষ সম্রাটের যে পুত্র হইয়াছে, তাহার নামকরণের সময় তাহার শরীরের ওজন ৴৫।০ সওয়া পাঁচসের হইয়াছে।

৫। কাশ্মীর পার্ব্বত্য প্রদেশে দুই ডিগ্রি বরফপাত হইয়াছে।

৬। মাস্রাজ বেদবেদান্ত-বর্দ্ধিনী সভা সংস্কৃত বিদ্যা অধ্যাপনার্থ কাঞ্চী প্রভৃতি তিনটী নগরে তিনটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন এবং ইহাদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৩০,০০০ টাকা সংগ্রহ করিয়া গবর্ণেমেণ্ট কাগজ ক্রয় করিয়াছেন।

৭। দাক্ষিণাত্যে ত্রিবাঙ্কুর, বরদা প্রভৃতি স্থানে অন্ত্যজ অর্থাৎ নিম্নতম জাতিদিগের শিক্ষোন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। বরদা গবর্ণমেণ্ট কলেজ-পাঠার্থী অন্ত্যজদিগের জন্য মাসিক ২০ টাকার তিনটী বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

৮। লিওয়াং নামক স্থানে রুষ জাপানের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে রুষ পক্ষে প্রায় দুই লক্ষ সৈন্য ছিল, জাপ পক্ষেও তদ্রূপ। রুষ সেনাপতি কুরুপাটকিন্ এই অসংখ্য সৈন্য সহিত পলাইয়া মুকডেনে গিয়াছেন, তথায় একটী মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা।

৯। গবর্ণমেণ্ট রাঁচি নগরে এক আদর্শকলেজ স্থাপন করিবেন। তাহার গৃহাদি প্রস্তুত জন্য গবর্ণমেণ্ট নিজ হইতে ৭ লক্ষ টাকা দিবেন, আর ৭ লক্ষ টাকা চাঁদায় তুলিবেন।

১০। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা পুনরায় গবর্ণর জেনারেলের কৌন্সিলে অতিরিক্ত মেম্বর মনোনীত হইয়াছেন।

১১। আর্থার বন্দরের নিম্নে সুড়ঙ্গ করিয়া জাপেরা প্রবেশপূর্ব্বক আট হাজার রুষকে নিহত করিয়াছে। রুষেরা এখনও দমে নাই।

১২। কলিকাতা সিটী কলেজ ও কেশব একাডেমিতে শ্রমজীবীদিগের জন্য দুইটী নৈশ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ও বরাহনগরে শ্রমজীবীদের শিক্ষার সাহায্যার্থ ২ হাজার টাকা মূলধনস্বরূপ দিয়াছেন।

১৩। আগামী ১৬ই অক্টোবর কুমারী সরলা দেবীর প্রতিষ্ঠিত বীরাষ্টমীর উৎসব হইবে।

১৪। গত ২৪এ সেপ্টেম্বর ভারতবন্ধু উইলিয়ম ডিগ্‌বি সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি ভারতবর্ষের হিতার্থ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বীরের ন্যায় সংগ্রাম করিয়াছেন। তাঁহার অকালমৃত্যু ভারতবাসীদিগের জাতীয় শোকের কারণ।

১৫। গত ২৭শে সেপ্টেম্বর সিটি কলেজ ভবনে রাজা রামমোহন রায়ের ৭১ সাংবৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির কার্য্য করেন। বাবু দীনেশ চন্দ্র সেন, নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ও সুবোধ চন্দ্র মহলানবিস বক্তৃতা করেন। লোকের